শ্রীশ্রীশিবোজয়তি।

শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থাবলী।

ভগবৎ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য
প্রণীতা।

ন্যায়রত্নোপাধিভূষিত—
শ্রীশ্রীপতিনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিতয়া
ব্যাখ্যয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা।

শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মণা
অনুমোদিতা।

শ্রীরামবিহারী সাংখ্যতীর্থেন
ব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদ সমেতা।

মুর্শিদাবাদ—
শ্রীবিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েন
বহরমপুরস্থ মজুমদার-যন্ত্রে মুদ্রিতা।
১৩১৮। মাঘ।

মূল্যং ২৲ দুই রৌপ্যকদ্বয়ং।

টীকাকৃতো মঙ্গলাচরণম্ ।

নমামি পার্ব্বতীকান্তং সর্ব্বজ্ঞানময়ং শিবম্ ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ মূকো বাচালতামিয়াৎ ॥ ১ ॥

দয়য়া যস্য ভূলোকে জ্ঞানং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
লভতে চ সদা শান্তিং তং সুরেন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

প্রণম্য শঙ্করাচার্য্যং শঙ্করঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
ক্রিয়তে শাঙ্করী ব্যাখ্যা শব্দবোধপ্রভূত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সুরেন্দ্রস্য মহাযস্য করে তু অর্পণং শিবঃ ।
যস্যানুমতিমালভ্য ব্যাখ্যেয়ং ক্রিয়তে ময়া ॥ ৪ ॥

সুরেন্দ্রং তং বিজানীয়াৎ তঙ্গীপুরনিবাসিনং ।
অত্রৈব শান্তমং ভো ! শ্রীমন্তং শাস্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীপতিং নাম বিজানীয়াৎ রামকমল-নন্দনম্ ।
তেজহাটী-কৃতাবাসং সদা জ্ঞানকৃতোদ্যমম্ ॥ ৬ ॥

—— * ——

সূচীপত্রং।

জঙ্গীপুরনিবাসী ভূমীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের প্রযত্নে ও তাঁহার উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া, আমি, সরল ও সঙ্ক্ষিপ্ত সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদের সহিত এই শঙ্করাচার্য্যবিরচিত গ্রন্থবৃন্দ প্রকাশিত করিলাম, মহোদয়গণ! কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করত পর্য্যালোচনা করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে ইতি।

ন্যায়রত্নোপাধিক—
শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যদেবশর্ম্মণঃ।
ঠিকানা—পোঃ জঙ্গীপুর
"সুরেন্দ্রকুটীর" জঙ্গীপুর।
(মুর্শিদাবাদ)

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

—— :০০: ——

পরমাচার্য্য ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল। শঙ্করাচার্য্যের এবং তদীয়গ্রন্থের পরিচয় জানিতে অনেকেই উৎসুক হইতে পারেন। এ জন্য সে পরিচয় কিঞ্চিৎ এই ভূমিকাতে প্রকাশিত হইল। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, যাঁহারা ভূমিকা পাঠ করিয়াই গ্রন্থ-পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে ইহা পাঠ করিতে নিষেধ করি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতের ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লবকালে অসীম অধ্যবসায়সহকারে যে মহিমা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই অলোকসামান্য। অপিচ অত্যল্প বয়সে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মবীর আর আমরা দ্বিতীয়টী দেখিতে পাই না। সূর্য্য-দেব কোথায় অস্ত যান আর কোথায় উদিত হন, এবং কি করেন, ইহার পরিচয় দেওয়া যেমন বৃথা, ভারতবাসী ধর্ম্মানু-সন্ধিৎসু জনগণের নিকট শঙ্করাচার্য্যের পরিচয় দিতে যাওয়া

সেইরূপ বৃথা বলিয়াই মনে করি, তথাপি চিরন্তনী প্রথা অনুসারে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল মাত্র।

অতি পুরাকালে যে সকল বীর জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চারি জন শাস্ত্রকারগণের মতে প্রধান। প্রথমতঃ বীর চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ধর্ম্মবীর, দানবীর, যুদ্ধবীর ও দয়াবীর। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির, দানবীর পরশুরাম, যুদ্ধবীর শ্রীরামচন্দ্র, এবং দয়াবীর জীমূতবাহন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের জন্য রাজ্য, দেহ, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পত্র, এবং আরও যাহা কিছু বস্তু ছিল তৎসমস্তই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরশুরাম সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবীকে নিষ্কপটকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপতি রাবণকে বলিয়াছিলেন, হে লঙ্কেশ্বর! তুমি জনকনন্দিনাকে দান কর, রামচন্দ্র স্বয়ং তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন, যদি তাহাতে অসম্মত হও, আমার বাণ তাহা সহ্য করিবে না, খর দূষণের ও ত্রিশিরা রাক্ষসের ছিন্নকণ্ঠ হইতে নির্গত শোণিতধারা দ্বারা এই ভূমিকে পঙ্কিল করিবে। জীমূতবাহন বলিয়াছিলেন আমার দেহের শিরা দিয়া এখনও রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। অর্থাৎ আমি এখনও জীবিত আছি। হে গরুড়! তুমি আমার শরীরের মাংস ভোজন হইতে বিরত হইও না। এখনও তোমার তৃপ্তি হয় নাই। শ্রীপাদ শঙ্করের চরিত্র লিখিতে যাইয়া উপরিলিখিত বিষয়গুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সে সমস্ত গুণ থাকায় পুরাকালের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি

জনকে চারি প্রকার বীর বলা হইয়াছে, প্রস্তাব্য শঙ্করাচার্য্য যে সেরূপ গুণের নিতান্তই যোগ্য তাহাতে কোনই দ্বৈধ হইতে পারে না। যিনি কিশোর বালক হইয়াও ধর্ম্মপিপাসার বলে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া তীর্থভ্রমণ ও সমগ্র ভারতে অদ্বৈতবাদের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভীষণ বৌদ্ধবিপ্লবে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে যাঁহার দ্বারা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল, ভারতের চারি প্রান্তে ৪টী মঠ স্থাপন করিয়া যিনি বহুতর শিষ্যদ্বারা স্বমত প্রচারে প্রাণপণ অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা ধর্ম্মবীর না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? যাহা হউক পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণন হইতে বিরত হইয়া তাঁহার বিশাল চরিত্রের অতি সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র প্রদত্ত হইল।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ অথবা নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন। মলয়বর দেশে নম্বুরি নামক ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। ৮মবর্ষে উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার বাল্যকালের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে অনেক সুধীবর্গ স্তম্ভিত হইতেন। ১২শ বর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তৎপরেও অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। ইনি কুমারীল ভট্টের শিষ্য হইয়া অল্পবয়সেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি বর্ত্তমান আর্কট জেলার চিদম্বরে জন্মগ্রহণের পর মলয়বরে বাস করেন। নেপালী বৌদ্ধদিগের বহুতর গ্রন্থ নাদি শঙ্করা-

চার্য্য নষ্ট করিয়াছিলেন এজন্য ঘোরতর বিবাদ হয়। মগধ ও বঙ্গদেশে তাঁহার আগমন হয় নাই। কাশী, কাঞ্চী, কর্ণাট ও কামরূপ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও পরপক্ষ দমন পূর্ব্বক অদ্বৈতমত প্রচার করেন। জগন্নাথ, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম ও সেতুবন্ধে তাঁহার ৪টা মঠ আছে। সর্ব্বশেষে কাশ্মীর এবং তৎপরে বদরিকাশ্রম হইতে কেদারনাথে শৈবধামে ৩৯২১ কলিগতাব্দে গুহাপ্রবেশ পূর্ব্বক ৩২ বৎসর বয়সে বৈশাখমাসে পূর্ণিমাতিথিতে তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বিশাল চরিত্র লইয়া অনেকানেক বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার আভাস দিলেও একখানা গ্রন্থ ভিন্ন কুলায় না, এজন্য তাহা হইতে বিরত হইয়া কেবল সামান্যমাত্র ২। ১টা কথা উল্লিখিত হইল। ভারতের চার স্থানে যে চারিটী মঠ স্থাপন করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

১। পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ (বা ভোগবর্দ্ধন মঠ)।

২। পশ্চিমে দ্বারকাতীর্থে সারদা মঠ।

৩। উত্তরে বদরিকাশ্রমে জ্যোষি মঠ।

৪। দক্ষিণে সেতুবন্ধে শিঙারি মঠ।

এতভিন্ন, গিরি, পুরী, ভারতী, বন, তীর্থ, আশ্রম, সাগর, অরণ্য, পর্ব্বত ও সরস্বতী নামে তাঁহার ১০ জন সন্ন্যাসী প্রধান শিষ্য ছিলেন। এই হইতেই "দশনামী" সন্ন্যাসীর সূত্রপাত হয়। এই সকল শিষ্যকেই উক্ত ৪টা মঠের ভারার্পণ করেন।

উক্ত মঠও তদীয় অপর বৃত্তান্ত বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। শঙ্করাচার্য্য কৃত বহুতর গ্রন্থ থাকিলেও গীতাভাষ্য ও বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"গেয়ং গীতা-নামসহস্রং।
ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং॥"

এখন অনেক স্তব স্তোত্র ও কবিতা শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া প্রচলিত হইলেও তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্যগণমধ্যে নিম্নের লিখিত ১৬ খানী গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া বিশ্বাস আছে। যথা—

১। দ্বাদশখানী উপনিষদের ভাষ্য। ২। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের ভাষ্য। ৩। গীতার ভাষ্য। ৪। বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য এবং মোহমুদ্গর এই ১৬ খানী গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া অভিজ্ঞ সুধীসমাজে বিদিত।

উপরি উদ্ধৃত "জ্ঞেয়ং গীতা—" এই বাক্যে বিষ্ণুসহস্রনাম সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের উদার মত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের মধ্যে শিবেরও সহস্রনাম আছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই তাহার ভাষ্য বা টীকা করেন নাই কোন কোন পণ্ডিত মহাভারতের অংশবিশেষকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন। তাহাঁদের মতে শিবের সহস্রনাম ঐ প্রক্ষিপ্তভাগের অন্তর্গত। বিষ্ণু ও শিবের সহস্রনাম ব্যতীত আজ কাল অনেক দেবদেবীর সহস্রনাম দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা—

গোপালসহস্রনাম, রামসহস্রনাম, কৃষ্ণসহস্রনাম, রাধা-সহস্রনাম, দুর্গাসহস্রনাম ও কালীসহস্রনাম ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমরা ঐ সকল সহস্রনাম পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। সে সকল বিষ্ণুসহস্রনামের অনুকরণে বা অনুসরণে রচিত বলিয়া বোধ হয়। সহস্রনামসমূহের মধ্যে বিষ্ণু, গোপাল ও রাধিকার সহস্রনাম বঙ্গদেশে অধিক প্রচলিত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনুপম দিব্যশক্তিসহকারে বিষ্ণুসহস্রনামের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা সকলেরই পাঠ্য ও বোধগম্য হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তরলমতি ব্যক্তি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতি একটা কটাক্ষ করিয়া থাকে, তাঁহাকে ঘোরতর নিরাকারবাদী ও ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া অনেকেই নানারূপ জল্পনা কল্পনা করে। তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্যবর্য্য ষড়্‌দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ জ্যোতিষ ও কাব্যালঙ্কারাদি বিবিধশাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিতচিত্ত শ্রীপাদ জীবগোস্বামীই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গরক্ষা বিষয়ে প্রবল সেনাপতি। তিনি নিজকৃত ষট্‌সন্দর্ভে নিজকৃত টীকা সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকৃত বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি জটিল সিদ্ধান্তকেও কটাক্ষ না করিয়া অন্যভঙ্গীতে সমাধান করিয়াছেন। অসাধারণ বিচার ও বিদ্যাবলে ভীষণ বৌদ্ধবিপ্লবকালে ইহাঁকেই সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাইতে হইয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভৃতি প্রবল নাস্তিকমত দমন করিতে, বিশেষতঃ সেই পুরাকালে ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লবকালে যখন বেদবোধিত বৈদিক ধর্ম্ম

বিনাশগর্ব্ভে বিলীন হইতেছিল, যখন ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্মের জয়ডঙ্কানিনাদে ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যকর্ণ বধির হইয়াছিল, ধর্ম্মভীরু স্বত্বপ্রবণ সাধুগণ ভীতিসহকারে উদ্বেগপরবশ হইয়া নির্জ্জন গিরিগুহার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্যের ভারতব্যাপী ধর্ম্মশত্রুর বিপক্ষে অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করিয়া জটিল বেদবাক্যের বিচারপূর্ণ লক্ষণাশক্তির অবলম্বনে ভগবানের অনাবিষ্কৃতশক্তিরূপ ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যতত্ত্ব প্রচার ভিন্ন সত্ত্বপ্রধান স্থিরবুদ্ধি বা ভক্তিগম্য ও আবিষ্কৃতশক্তিরূপ ভগবত্তত্ত্বময় বা দ্বৈত-বাদ অথবা শক্তিশক্তিমানের ভেদানুভূতি অন্তরঙ্গা স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণবিকাশ লীলাতত্ত্ব বুঝিবার বুঝাইবার ও তাহার অধিকারীর অভাবে প্রচার করিবার অবকাশ কোথায়?

ভগবান্ শঙ্করের সহস্রনাম ভাষ্য ও অপরগ্রন্থে তাঁহার দ্বৈত-মত অবগত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, মায়াবাদটী তাঁহার অন্তর্গত ভাব নহে, শত্রুজয়ের জন্য বিচারমুখে অদ্বৈত-তত্ত্ব ঘোষণা করিতে হইয়াছে। অনেক স্থলসত্ত্বেও বিষ্ণুসহস্র-নামের "অচ্যুত" শব্দের ব্যাখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদতত্ত্ব তাহার অভিপ্রেত কি না, এ সকল গভীরতত্ত্বের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইতে পারে না। তবে শঙ্করাচার্য্যের প্রতি যাঁহারা কটাক্ষ করেন, সেই কটাক্ষ-জনিত অপরাধখণ্ডনের জন্য বিরোধী পক্ষকে দুই এককথা জানাইলাম মাত্র।

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং।
দ্বয়োর্বিবাদে সংবৃত্তে কিঙ্করঃ কিং করিষ্যতি ॥"

ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে জানিতে পারি যে, শঙ্কর ভগবান্ শম্ভুর অবতার। যে শম্ভু মহাযোগী হইয়া ভগবত্তত্ত্বচিন্তায় তন্ময় হইয়া জগৎকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শঙ্করাবতার শঙ্কর যে ভগবদ্দ্বেষী, ইহা বলিতেও জিহ্বা কুণ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ পুরাতত্ত্বেও জানিতে পারি যে বৌদ্ধদমনের জন্যই শঙ্কররূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হইয়া মায়াবাদের ঘোষণাদ্বারা জনগণকে ভগবদ্বিমুখ করা সেই ভগবানেরই ইচ্ছা। শঙ্করাচার্য্যের শেষকালের স্তোত্রও মতবাদ পাঠ করিলে তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তশিরোমণি বলিয়া মস্তকে ধরিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীপাদ আচার্য্য প্রবরের বিশালচরিত্রসাগরের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম। তাঁহার কি বেদ উপনিষদ্, কি দর্শনবিজ্ঞান, কি পুরাণকাব্য, সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ প্রতিভা জগতের আদর্শ স্থল। তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ গ্রন্থ শারীরকভাষ্য ও মোহমুদ্গর প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা বর্ণে বর্ণে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অন্যের নিকট তাহা বক্তব্য নহে। এক্ষণে একটী অন্য বক্তব্য আছে সেটী এইঃ—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আচার্য্যের ১৬ খানী গ্রন্থ। তাহাতে আমাদের মুদ্রিত এক মোহমুদ্গর ব্যতীত অন্যের নাম নাই। সুতরাং এগুলি কাহার প্রণীত, ইহা সংশয়হইতে

শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থাঃ।

মোহমুদ্গারঃ।

মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

মূঢ় ইতি। হে মূঢ়! সংসারমায়ামোহবিলুপ্তজ্ঞান জীব! ধনানাং অর্থানাং গোধান্যরজতপ্রভৃতিবিষয়াণাং আগমে; অর্জ্জনে, তৃষ্ণাং অভিলাষং জহীহি ত্যজ মোহাদুপাদেয়তয়া বোধবিষয়াণাং অনিত্যধনানাং উপার্জ্জনে ঐকান্তিকীং বুদ্ধিং পরিহর ইতি ভাবঃ। তনুঃ শরীরং বুদ্ধির্জ্ঞানং মনঃ অন্তঃকরণং তেষু বিতৃষ্ণাং কুরু শরীরাদিষু মমত্ববুদ্ধিং মা কুরু ইত্যর্থঃ। ননু ধনং বিনা কুতঃ শরীরং তেন বিনা কুতো বুদ্ধিঃ তয়া বিনা কুতো ব্রহ্মচিন্তা ইত্যাশঙ্কায়ামাহ যদিতি। নিজকর্ম্মণা কর্ম্মফলেন উপাত্তং প্রাপ্তং যৎ বিত্তং ধনং লভসে প্রাপ্নোষি তেন ধনেনৈব চিত্তং মনঃ বিনোদয় সন্তোষয় স্বকৃতকর্ম্মলভ্যযৎকিঞ্চিদ্ধনেনৈব আত্মানং চরিতার্থয় বৃথাধিকচেষ্টয়া নিষ্প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। ১।

বঙ্গানুবাদ।

হে অজ্ঞানমোহিত জীবগণ! তোমরা ধনোপার্জ্জনে আগ্রহ পরিত্যাগ কর এবং মন, বুদ্ধি, শরীর প্রভৃতিতে মমতা ত্যাগ কর। ধন না হইলে শরীর থাকিবে না, শরীর না থাকিলে বুদ্ধি কোথায় থাকিবে, বুদ্ধির অভাবে কি প্রকারে ব্রহ্মচিন্তা হইবে? ইহা যদি মনে কর, তাহা হইলে স্বকৃত-লভ্য যৎকিঞ্চিৎ ধন দ্বারাই আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিয়া সন্তোষিত হও, অর্থ ধনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত হয় না॥ ১॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥
মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্ ।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

কা ইতি। তব কান্তা স্ত্রী কা ন কাপি নির্দিষ্টা যা সম্প্রতি তব কান্তাত্বেন ব্যবহ্রিয়তে সা অন্যস্যাপি ভবিতুমর্হতি জন্মান্তরেঽপি সা ভগিনী মাতা বা আসীদিতি নিশ্চেতুং ন কোঽপি শক্নোতীতি বিভাবনীয়ং, তে তব কঃ পুত্রঃ অয়মেব মে পুত্র ইতি বক্তুং ন কোঽপি সমর্থঃ যস্মাদ্দেহতোঃ মৃতে তস্য পুত্রত্বং কুতঃ এবঞ্চ অয়ং সংসারঃ অতীব অতিশয়ো বিচিত্রঃ আশ্চর্য্যঃ কেবলং মোহেনৈব অয়ং তব ইয়ং মম ইত্যেবং প্রতীয়তে অয়ং সংসারঃ ন সন্নিত্যবধার্য্যতামিতি ফলিতার্থঃ, বা এবং ত্বং কস্য পুত্রঃ পিতা বা ইতি শেষঃ কুতো বা আয়াতঃ আগতঃ কস্মাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। হে ভ্রাতঃ, গ্রন্থকারস্যাপি ন সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানং অন্যথা লোকশিক্ষার্থং কথং শাস্ত্রকরণপ্রয়াসঃ এতৎসূচনায়ৈব জীবং প্রতি ভ্রাতরিতি সম্বোধনং, তদিদং তত্ত্বং যাথার্থ্যং চিন্তয় ভাবয় অয়ং সংসারব্যাপারঃ সন্নসন্ বা ইতি বিচার্য্যতাং। এবং সতি-ত্বতএব মোহোঽপগমিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

মা ইতি। ধনজনযৌবনানাং গর্ব্বং অহঙ্কারং মা কুরু অহং ধনী পুত্রপৌত্রাদি জনবান্ ইত্যেবাভিমানং পরিত্যজ। কুতঃ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ, কালঃ নিমেষাৎ সর্ব্বং

বঙ্গানুবাদ।

কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র, তুমিই বা কে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ? ইহা স্থির করা যায় না, সুতরাং এই সংসার অতিশয় বিচিত্র, হে সহোদরপ্রতিম জীবগণ! এই সমস্ত বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে সহজেই তোমাদের মোহজাল ছিন্ন হইবে। শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রতি তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, ইহা জানাইবার জন্যই জীবগণকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান হইলে লোকশিক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্রপ্রণয়নের আবশ্যক হইত না ॥ ২ ॥

হে জীবগণ! ধন জন যৌবন প্রভৃতির গৌরব করিও না, কারণ প্রবল কাল ক্ষণকালের মধ্যে তৎসমুদায় হরণ করিয়া লইবে, অতএব মায়াময় এই

নলিনীদলগত জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ ৪॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব! তব সন্তোষঃ॥৫॥

ধনাদিকং হরতি হরিষ্যতি। বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা ইতি লট্। মায়াময়ং অবিদ্যাকল্পিতং অখিলং সমগ্রং ইদং জগৎ হিত্বা ত্যক্ত্বা মায়াময়েঽস্মিন্ জগতি মমতাং পরিত্যজ্য আশু শীঘ্রং আয়ুষোঽল্পত্বাৎ, বিদিত্বা যথার্থতো বুদ্ধা ব্রহ্মপদং প্রবিশ ব্রহ্মচিন্তয়ৈব কালং যাপয় অন্যথা দুঃখমেবেতি ভাবঃ॥ ৩॥

নলিনী ইতি। নলিনীদলগতং পদ্মপত্রস্থিতং জলং যথা অতিতরলং চঞ্চলং ক্ষণস্থায়ীতি যাবৎ তদ্বৎ তথা জীবনং জীবানাং প্রাণবায়ুঃ অতিশয়চপলং অত্যন্ত-চঞ্চলং ইহ জগতি ক্ষণং ক্ষণকালমপীত্যর্থঃ সজ্জনৈঃ সাধুভিঃ সহ সঙ্গতিঃ মিলনং একত্র বাস ইত্যর্থঃ একা কেবলা ভবার্ণবস্য সংসারসমুদ্রস্য তরণে নৌকা ভবতি সংসারসমুদ্রমুত্তর্ত্তুং কেবলং সাধুজনসঙ্গম এব কার্য্য ইতি ভাবঃ॥ ৪॥

যাবদিতি। যাবৎ যদা জননং জন্ম ভূতমিতি শেষঃ তাবত্তদৈব জন্মসম-কালীনমেবেত্যর্থঃ মরণং মৃত্যুঃ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধত্যাগঃ সৃষ্ট ইতি শেষঃ। তাবৎ মৃত্যানন্তরমেব জননীজঠরে মাতৃগর্ব্ভে শয়নং বাসঃ নিরূপিতমিতি শেষঃ। সংসারে ইতি এবং স্ফুটতরদোষঃ দৃশ্যমানবহুতরদোষঃ ইহ জগতি হে মানব! কথং কেন

বঙ্গানুবাদ।

অনিত্য জগতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ব্রহ্মচিন্তায় তৎপর হও, জীবের আয়ু অতি অল্প, বিলম্ব হইলে ব্রহ্মচিন্তা করিতে সময় পাইবা না॥ ৩॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের মত জীবের জীবন অতিশয় চঞ্চল, অর্থাৎ সামান্যকারণে অল্পসময়ের মধ্যেই জীবের জীবন নষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, এই জগতে ক্ষণ-কালের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে সংসারসমুদ্র পার হইবার কোন ভাবনা থাকে না, অতএব জীবগণের সাধুসঙ্গ করাই যুক্তিসঙ্গত॥ ৪॥

যে সময় জন্ম হইয়াছে, সেই সময়েই মৃত্যু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার পরই মাতৃ-গর্ব্ভে বাস নিরূপিত হইয়াছে, এই প্রকার এই সংসারে বহুতর দুঃখপ্রদ দোষ,

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ ॥ ৬ ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

হেতুনা তব সন্তোষঃ আনন্দঃ ভবতীতি শেষঃ। জন্মমৃত্যুমাতৃগর্ভবাসপ্রভৃতয়ঃ কেবলং দুঃখহেতবঃ তথাপি মানবানাং সন্তোষঃ অজ্ঞানজন্য এব দুঃখপ্রদে অনিত্যবিষয়ে সন্তোষঃ নহ্যুচিত ইতিভাবঃ ॥ ৫ ॥

দিন ইতি। দিনযামিন্যৌ দিবসরজন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ কদা গচ্ছতঃ কদা আগচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ। কালঃ ক্রীড়তি পুনঃপুনর্গমনাগমনেন বিহরতীত্যর্থঃ আয়ুঃ গচ্ছতি তদপি তথাপি বায়ুঃ আশাঃ ন মুঞ্চতি ত্যজতি মানবঃ আশাবায়ুনা সর্ব্বদা বিঘূর্ণিতঃ কিঞ্চিদপি পরমার্থং ন পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গমিতি। অঙ্গং শরীরং গলিতং শিথিলং জাতং মুণ্ডং মস্তকং পলিতং পক্কতাং গতং কেশলোমাদিকং ধবলিতমিতি তাৎপর্য্যং তুণ্ডং মুখং দন্তবিহীনং জাতং করেণ হস্তেন ধৃতঃ কম্পিতঃ শোভিতশ্চ দণ্ডো যত্র তৎ অঙ্গমিতি শেষঃ। তদপি তথাপি আশাভাণ্ডং অভিলাষাদ্যাধারীভূতমৃৎপিণ্ডবিশেষরূপং মনঃ ইতি ফলিতার্থঃ। ন মুঞ্চতি ন ত্যজতি জীব ইতি শেষঃ। বার্দ্ধক্যেঽপি মানবঃ কাঞ্চনকান্তাপ্রভৃতিষু বলবতীং চিরাভ্যস্তাং আশাং ন জহাতীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা বুঝিয়াও মনুষ্যগণ কি জন্য সংসারে সন্তোষের সহিত মিথ্যা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !!! ॥ ৫ ॥

দিবা রাত্রি, সন্ধ্যা প্রাতঃকাল, শিশির বসন্ত, একবার যাইতেছে, পুনর্ব্বার আসিতেছে, কাল কাহাকেও ধনী করিতেছে, কাহাকেও নির্ধন জরাগ্রাসপ্রভৃতি নানারূপ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করাইয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছে, জীবের আয়ুঃ দিনে দিনে ক্ষয় হইতেছে, ইহা দেখিয়াও জীবগণ আশা ত্যাগ করে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !!! ॥ ৬ ॥

শরীর শিথিল হইল, কেশ লোমাদি ধবলরূপ ধারণ করিল, মুখ দন্তশূন্য হইল, হস্তস্থিত যষ্টি পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতেছে, তাহা হইলেও মূঢ় জীবগণ আশা ত্যাগ করিতে পারে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !!! ॥ ৭ ॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥
অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥

সুর ইতি। সুরবরাণাং দেবপ্রধানানাং মন্দিরং গৃহং তরুতলং বৃক্ষতলং তস্মিন্ বাসঃ নিবাসঃ অথবা দেবগৃহে তরুতলে বা বাসঃ, গৃহত্যাগঃ অতিশয়শান্তিপ্রদ ইতি তাৎপর্য্যং, ভূতলং শয্যা শয়নাধারঃ অজিনং মৃগচর্ম্ম বাসঃ বসনং সর্ব্বেষাং পরিগ্রহাণাং ভোগানাঞ্চ ত্যাগঃ বর্জ্জনং, ইত্যেবংরূপো বিরাগঃ বিষয়বিরক্তিঃ কস্য জনস্য সুখং ন করোতি সর্ব্বেষামেব সুখমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শত্রৌ ইতি। ত্বং যদি অচিরাৎ শীঘ্রং বিষ্ণুত্বং বিষ্ণুধর্ম্মত্বং মুক্তিদাতৃত্বাদিকং বাঞ্ছসি ইচ্ছসি তদা শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ বিগ্রহো যুদ্ধং সন্ধিঃ তন্নিবারণায় পরস্পরক্ষতিবৃদ্ধিসহনং তৎপ্রভৃতিষু যত্নং আগ্রহং মা কুরু সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে সমচিত্তো ভব জীবমাত্রেষু এক এব ব্যবহারঃ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অষ্ট ইতি। অষ্টকুলাচলাঃ অষ্টৌ কুলপর্ব্বতাঃ সপ্তসমুদ্রাঃ। পশ্চাৎ দ্বন্দ্বঃ। ব্রহ্মা পুরন্দরঃ ইন্দ্রঃ দিনকরঃ রুদ্রঃ ত্বং ন, অহং ন, অয়ং চরাচরঃ লোকঃ ন, ন চিরস্থায়ী ইত্যর্থঃ। তদপি এতেষাং সর্ব্বেষামেব চরাচরাণাং অনিত্যত্বেঽপি কিমর্থং শোক ক্রিয়তে জীবেনেতি শেষঃ, অনিত্যবস্তূনাং নাশে উৎপাদে বা শোকহর্ষৌ ন কার্য্যৌ ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

দেবগৃহে কিম্বা তরুতলে অবস্থান, ভূমিতলে শয্যা, মৃগচর্ম্ম পরিধান, সর্ব্বপ্রকার ভোগাভিলাষ ত্যাগ, এইরূপ সংসারে বিরাগ হইলে কাহার না শান্তি হয়। হে মানব! তুমি যদি বিষ্ণুপদ ইচ্ছা কর তাহা হইলে শত্রু-মিত্র-পুত্র-বন্ধু এবং যুদ্ধ সন্ধি প্রভৃতিতে আগ্রহ পরিত্যাগ কর ও সকলজীবকে সমভাবে দর্শন কর, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বলিয়া নিগ্রহ আগ্রহ করিও না। আটটী কুলপর্ব্বত সাত সমুদ্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, তুমি ও আমি প্রভৃতি এই জগৎ সমস্তই অনিত্য, ইহা জানিয়াও কি জন্য ইষ্টবস্তুর নাশে শোক করিতেছ, নশ্বর বস্তু অবশ্যই নাশপ্রাপ্ত হইবে, তজ্জন্য শোক করা উচিত নয়॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্য ত্বয্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বয়ি ইতি। ত্বয়ি ময়ি অন্যত্র চ অন্যস্মিন্নপি বস্তুনি একো বিষ্ণুঃ বিরাজতে ইতি শেষঃ তথাচ জগৎ বিষ্ণুময়ং অহং ত্বং ইত্যাদিব্যবহারঃ অভিমানজন্য এব ইতি তাৎপর্য্যং, অসহিষ্ণুঃ অভীষ্টসপ্রাপ্য সোঢ়ুমশক্যঃ সন্ ময়ি অনিষ্টোৎপাদকে ইত্যর্থঃ ব্যর্থং নিষ্প্রয়োজনং কুপ্যসি ক্রুধ্যসি সর্ব্বং আত্মানং ত্বয়ি পশ্য ত্বদাত্মা মদাত্মা এক এব ন পৃথগিতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে ভেদজ্ঞানং অয়ং অস্মাৎ ভিন্ন ইতি বুদ্ধিং উৎসৃজ ত্যজ সর্ব্বত্র সমদর্শী ভব ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

বাল ইতি। বালঃ বালকঃ তাবৎ বাক্যালঙ্কারে ক্রীড়ায়াং খেলায়াং আসক্তঃ তরুণঃ যুবা তরুণ্যাং যুবত্যাং রক্তঃ আসক্তঃ কামিনীমনোবিনোদনেনৈব কালং গময়তীত্যর্থঃ বৃদ্ধঃ প্রাচীনঃ চিন্তায়াং বিষয়ভাবনায়াং মগ্নঃ লীনঃ, কোঽপি লোকঃ পরমে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে ব্রহ্মণি ন লগ্নঃ নহি ব্রহ্মচিন্তনং বাঞ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অর্থমিতি। অর্থং ধনাদিকং নিত্যং সর্ব্বদা অনর্থং অনর্থদায়কং ভাবয় চিন্তয়

বঙ্গানুবাদ।

সংসারের যাবতীয় বস্তুতে একমাত্র বিষ্ণুই বিরাজমান, তবে বৃথা লোকের প্রতি কোপ কর কেন, সকল আত্মাকে তোমাতেই দর্শন কর ও সমুদায় বস্তুতে ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর, অর্থাৎ সকল পদার্থে ভেদাভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ বিষ্ণুময় জগৎ ভাবিয়া কাহারও প্রতি ক্রোধ বা প্রতিহিংসা করা উচিত নয়, সকল জীবে সমভাব জ্ঞান করাই উচিত, সমদর্শী ব্যক্তির কোনরূপ দুঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ১১ ॥

বালকগণ, সর্ব্বদা খেলায় আসক্ত, যুবকগণ যুবতীতে আসক্ত, বৃদ্ধগণ সর্ব্বদা নানারূপ বিষয়চিন্তায় রত, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রহ্মকে কোন জনই চিন্তা করে না, ইহা কেবল দুঃখেরই কারণ ॥ ১২ ॥

অর্থই অনর্থের মূল, অনেক সময় অর্থশালী ব্যক্তিগণের বিপদ্ উপস্থিত হয়,

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥১৪॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

ততঃ অর্থাৎ সুখলেশো নাস্তি ন ভবতি। ধনভাজাং অর্থশালিনাং পুত্রাদপি ভীতিঃ ভয়ং ভবতি। এষা নীতিঃ নিয়মঃ সর্ব্বত্র কথিতা। এতন্নিয়মঃ সর্ব্বত্রৈব শাস্ত্রে জগতি চ বহুশো দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ১৩

যাবদিতি। যাবৎ যৎকালপর্য্যন্তং বিত্তোপার্জ্জনে ধনোপার্জ্জনে শক্তঃ সমর্থঃ তাবৎকালপর্য্যন্তং নিজপরিবারঃ স্ত্রীপুত্রাদিঃরক্তঃ অনুরক্তো ভবতীতি শেষঃ। ধনাহরণসমর্থং জনং স্ত্রীপুত্রাদিঃ স্নেহয়তীতি ভাবঃ। তদনু তৎপরং জরয়া বার্দ্ধক্যেন জর্জ্জরদেহে শিথিলদেহে সতীতি শেষঃ গেহে স্বগৃহে কোঽপি নিজঃ পরো বা জনঃ বার্ত্তাং কুশলাদিকং ন পৃচ্ছতি জিজ্ঞাসতে ॥ ১৪ ॥

কামমিতি। কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য জ্ঞানী জনঃ ইত্যাহঃ আত্মানং পশ্যতি অহং কঃ ইতি বুধ্যতে ইত্যর্থঃ। যে জনাঃ আত্মজ্ঞানবিহীনাঃ,

বঙ্গানুবাদ।

অর্থদ্বারা কোনরূপ সুখ হয় না, কিন্তু দুঃখই হইয়া থাকে, তবে যে সুখ বলিয়া বোধ হয়, সে কেবল জীবের ভ্রমমাত্র. অর্থশালী ব্যক্তিগণের স্ত্রী পুত্র হইতেও ভয় হইয়া থাকে, ইহা অনেকস্থানে দেখা যায়, বিশেষ অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, অর্থশালী ব্যক্তির সুখ আছে কি না, অজ্ঞান ব্যক্তির তাহা বুঝিবার শক্তি নাই ॥ ১৩ ॥

যতদিন জনগণ ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ থাকে, ততদিন নিজের আত্মীয়বর্গ যত্নসহকারে তাহার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিয়া থাকে, যখন জরাগ্রস্ত হইয়া ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, তখন তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা বা তাহার শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করে না ও কেহ তাহার নিকটে আসে না ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানবান্ জন কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ পরিত্যাগ করতঃ আমি কে? আমি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? এইরূপ আত্মাকে জানিতে পারে, আত্মজ্ঞানহীন

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥১৬॥

মূঢ়াঃ অজ্ঞানমোহিতাস্তে নরকনিগূঢ়াঃ নিরয়নিমগ্নাঃ সন্তঃ পচ্যন্তে পচ্যমানাঃ ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ ইতি। ষোড়শপজ্ঝটিকাভিঃ পজ্ঝটিকাচ্ছন্দোবদ্ধৈঃ ষোড়শভিঃ শ্লোকৈঃ শিষ্যাণাং সম্বন্ধে কথিতঃ এষ অশেষঃ সমুদায় উপদেশঃ যেষাং জনানাং বিবেকং সংসারবিরক্তিং ন করোতি নোৎপাদয়তি তেষাং জনানাং ক উপায়ঃ অতিরেকং এতদুপদেশাতিরিক্তবিবেকজনকমুপদেশং কুরুতাং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যর্থঃ। পজ্ঝটিকালক্ষণং যথা ছন্দোমঞ্জর্য্যাং—প্রতিপদযমকিতষোড়শমাত্রা, নবমগুরুত্ব-বিভূষিতগাত্রা। পজ্ঝটিকা পুনরত্র বিবেকঃ, ক্বাপি ন মধ্যগুরুর্গণ একঃ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ।

মূঢ় ব্যক্তিরা নরকে নিমগ্ন হইয়া কেবলমাত্র ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে, অতএব যাহাতে নিজের জ্ঞান হয়, এরূপ চেষ্টা করাই জীবের একান্ত উচিত ॥ ১৬ ॥

পজ্ঝটিকাচ্ছন্দোদ্বারা রচিত এই ষোড়শটী শ্লোকদ্বারা কথিত সমুদায় উপদেশ, যাহাদের বিবেক উৎপাদন করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদের বিবেক হইবার সম্ভাবনা নাই, এ উপদেশ হইতে অতিরিক্ত উপায় কিছুই নাই, যে সহজতঃ বিবেক জন্মাইতে পারে ॥ ১৬ ॥

শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতয়া শাঙ্কর্য্যা ব্যাখ্যয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমবেতো মোহমুদ্গরঃ সমাপ্তঃ।

মণিরত্নমালা

অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে, সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি।
গুরো! কৃপালো! কৃপয়া বদৈতদ্বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা ॥১॥
বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরাগী, কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ।
কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহস্তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥২॥

অপার ইতি। ন বিদ্যতে পারো যস্য স অপারঃ সচাসৌ সংসারসমুদ্র-শ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ তস্য মধ্যে পাররহিতসংসাররূপসমুদ্রাভ্যন্তরে ইত্যর্থঃ সম্মজ্জতঃ নিমজ্জতঃ মে মম শরণং কিমস্তি রক্ষিতা কোঽস্তীত্যর্থঃ সংসাররূপ-মহাসমুদ্রতরণসাধনং কিমস্তীতি ভাবঃ। হে কৃপালো! দয়াশীল! গুরো! কৃপয়া মাদৃশজনে দয়াং প্রকাশ্য এতৎ বদ কথয়। উত্তরয়তি। বিশ্বেশস্য মহা-দেবস্য পাদাম্বুজমেব দীর্ঘনৌকা শরণমিতি শেষঃ, মহাদেবপাদপদ্মোপাসনয়া অনায়াসেন সংসারসমুদ্রং তরতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১ ॥

বদ্ধ ইতি। কো জনঃ বদ্ধঃ হীতি জিজ্ঞাসায়াং যঃ বিষয়ানুরাগী বিষয়েষু ভোগ্যবস্তুষু অনুরক্ত স এব বদ্ধ ইতি শেষঃ। রজ্জুবদ্ধগোমহিষাদিবৎ বিষয়-

বঙ্গানুবাদ।

হে দয়াশীল গুরুদেব! দুস্তর সংসার-সমুদ্রমধ্যে আমি নিমগ্ন আমার উপায় কি, এই সংসার-সমুদ্র কি প্রকারে পার হইব, বলিয়া দিউন। গুরুদেব বলিলেন, মহাদেবের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, মহাদেবের উপাসনা করিলে অনায়াসে সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায় ॥ ১ ॥

সংসারের মধ্যে কোন্ জন বদ্ধ, যে সর্ব্বদা বিষয়ভোগাভিলাষী সেই বদ্ধ। মুক্তি কাহাকে বলে, ভোগ্যবস্তুতে আস্থা না থাকা। নরক কাহাকে বলে,-

সংসারহৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ কো মোক্ষহেতুঃ কথিতঃ সএব।
দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী, কা স্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা ॥৩॥

ভোগাভিলাষী পরাধীনঃ সন্ সর্ব্বদা সুখভ্রান্ত্যা দুঃখমেবাপ্নুতে ইতি তাৎপর্য্যং। কা, বা বিকল্পে, বিমুক্তিঃ মোক্ষঃ, বিষয়ে ভোগ্যবস্তুনি বিরক্তিঃ বিরাগঃ বিষয়-ভোগাশানিবৃত্তিরেব মুক্তিরিত্যর্থঃ। কো বা ঘোরঃ ভয়ানকঃ নরকঃ নরকস্য সর্ব্বদা দুঃখদায়কত্বাৎ ভয়ানকত্বং বোধ্যং। স্বস্য নিজস্য দেহঃ শরীরং। তথাচ স্বদেহস্য সর্ব্বদা ব্যাধিকৃমিদংশনমলগন্ধাদিনা ক্লেশদায়কতয়া নরকত্বমুক্তমিতি ভাবঃ। স্বর্গপদং স্বর্গস্থানং কিমস্তি কং স্বর্গং কথয়তি, তৃষ্ণায়াঃ বিষয়পিপাসায়াঃ ক্ষয়ঃ নাশঃ। তথাচ আশানিবৃত্তিরেব স্বর্গঃ ॥ ২ ॥

সংসার ইতি। কঃ উপায়ইতি শেষং, সংসারং হরতীতি সংসারহৃৎ সংসার-মোচনসমর্থঃ শ্রুতিজঃ আত্মবোধঃ শ্রুত্যুক্তমাত্মজ্ঞানং তথাচ আত্মজ্ঞানে সতি সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ। মোক্ষহেতুঃ মুক্তিকারণং কিং কীদৃশং কথং মুক্তিঃ স্যাদি-ত্যর্থঃ। কথিতঃ পূর্ব্বোক্তঃ স এব আত্মবোধ এব আত্মজ্ঞানবিহীনস্য কুতো মুক্তিরিতি তাৎপর্য্যং। নরকস্য দ্বারং প্রবেশমার্গঃ কিং কেন নরকং প্রবিশতী-ত্যর্থঃ, একং কেবলং নারী কামিনী, লোকঃ নার্য্যৈব কেবলং নরকং প্রবিশতী-ত্যর্থঃ। প্রাণভৃতাং দেহিনাং কা ক্রিয়েতি শেষঃ। স্বর্গদা স্বর্গদায়িনী অহিংসা, হিংসাবিহীনস্যৈব স্বর্গো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

নিজের দেহই নরক। স্বর্গ কাহাকে বলে, বিষয়ভোগে তৃষ্ণা না থাকা। যাহার কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই, সে সর্ব্বদা সুখী হয়, আকাঙ্ক্ষারাহিত্যকেই স্বর্গ বলে ॥ ২ ॥

শ্রুতিশাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞান কথিত আছে সেই আত্মজ্ঞান হইলে জীব সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে এবং সেই আত্মজ্ঞানই মুক্তির হেতু, আত্মজ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না, জগতে নারীগণই নরকের হেতু, জীবগণ সংসারে নারীগণের নিমিত্তই দুঃখ পাইয়া থাকে, কোনও জীবের প্রতি হিংসা না করিলে জীবগণ সুখী হয় এবং অহিংসাই জীবের পরম ধর্ম্ম, স্বর্গদায়িনী অহিংসাই জীবগণকে স্বর্গপদ প্রদান করে ॥ ৩ ॥

শেতে সুখং কস্তু সমাধিনিষ্ঠো, জাগর্ত্তি কো বা সদসদ্বিবেকী।
কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি, তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি ॥৪॥
কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ, শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ততোষঃ।
জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমো যঃ, কো বাঽমৃতঃ স্যাৎ সুখদা নিরাশা॥৫॥

শেতে ইতি। কো জনঃ সুখং শেতে সুখেন তিষ্ঠতি, সমাধিনিষ্ঠঃ যোগনিশ্চেষ্টঃ, তথাচ যোগী এব কর্ম্মত্যাগাৎ সুখং বসতীত্যর্থঃ। কোবা জনঃ জাগর্ত্তি, সদসতোঃ কার্য্যয়োঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যযোঃ বিবেকী বিচারবান্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারকর্ত্তা এব সদা জাগরিত ইত্যর্থঃ। কে শত্রবঃ সন্তি, নিজস্য স্বস্য ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, যানি ইন্দ্রিয়াণি জিতানি বশীকৃতানি, তান্যেব ইন্দ্রিয়াণি মিত্রাণি, তথাচ আত্ম-বশীকৃতং ইন্দ্রিয়ং মিত্রং উদ্বেগনিবারকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

কো বা ইতি। বা বিকল্পে। কো জীবঃ দরিদ্রঃ দরিদ্রপদবাচ্যঃ কং জনং দরিদ্রং কথয়ন্তীত্যর্থঃ, হি নিশ্চিতং বিশালা অতিমহতী তৃষ্ণা বিষয়পিপাসা যস্য সঃ দরিদ্রঃ ইতি শেষঃ, কশ্চ শ্রীমান্ লক্ষ্মীবান্, যস্য জনস্য সমস্তে বিষয়ে অল্পে অধিকে বা তোষঃ সন্তোষঃ সএব শ্রীমানিত্যর্থঃ কস্তু কো হি জনঃ জীবন্ সন্ মৃতঃ মৃততুল্যঃ, যো জনঃ ন বিদ্যতে উদ্যমঃ ধর্ম্মাদিষূৎসাহো যস্য সঃ উদ্যমবর্জ্জিত এব মৃততুল্য ইতি যাবৎ। কো বা অমৃতঃ স্যাৎ, সুখদা সুখদায়িনী নিরাশা আশারাহিত্যং। যস্য আশা নাস্তি সএব অমৃতঃ চিরজীবিতুল্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি যোগদ্বারা নিশ্চেষ্ট সেই ব্যক্তি সুখশয়িত অর্থাৎ জগতে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি সদসৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা জাগরিত, নিজের ইন্দ্রিয়গণই শত্রু, যে সকল ইন্দ্রিয় নিজের ইচ্ছাধীন হইয়া পরিচালিত হয় সেইসকল ইন্দ্রিয়ই নিজের মিত্র॥ ৪ ॥

যাহার বিষয়ে বিশাল তৃষ্ণা আছে সেই ব্যক্তিই দরিদ্র। যে ব্যক্তি অল্প বা অধিক ভাল মন্দ সমস্ত বিষয়েই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই শ্রীমান্, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাদিবিষয়ে উৎসাহবর্জ্জিত, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃততুল্য, যাহার কোন বিষয়ে আশা নাই, সেই জন অমৃত অর্থাৎ অমরতুল্য চিরজীবী ॥ ৫ ॥

পাশো হি কো যো মমতাভিমানঃ, সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা স্ত্রী।
কো বা মহান্ধো মদনাতুরো যঃ, মৃত্যুশ্চ কো বাপযশঃ স্বকীয়ম্ ॥৬॥
কো বা গুরুর্যো হি হিতোপদেষ্টা, শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্তএব।
কো দীর্ঘরোগো ভবএব সাধো!, কিমৌষধং তস্য বিচারএব ॥৭॥

পাশো ইতি। কঃ পাশঃ বন্ধনসাধনং রজ্জুবদিতি তাৎপর্য্যং, সুরেব মদ্যমিব কা সম্মোহয়তি মোহজালেনাবৃণোতি, স্ত্রী কামিনী, কামিনী যথা জীবং মোহয়তি তথা ন কাপীত্যর্থঃ, সুরেব ইত্যুপমানেন কামিন্যাঃ হেয়ত্বং সূচিতং, কো বা জনঃ মহাংশ্চাসৌ অন্ধশ্চেতি মহান্ধঃ, যো জনঃ মদনেন কামেন আতুরঃ পীড়িতঃ সইতি শেষঃ, কামাতুরস্য কার্য্যাকার্য্যবোধরহিতত্বাৎ মহান্ধত্বং জ্ঞেয়ং। কোবা মৃত্যুঃ মরণং, স্বকীয়ং আত্মীয়ং অপযশঃ দুর্যশঃ। চকারঃ নিশ্চয়ে, অপযশসঃ মরণমেব শ্রেয়ঃ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥

কো বা গুরুরিতি। কোবা গুরুঃ গুরুপদবাচ্যঃ যোহি হিতং প্রিয়ং উপদিশতীতি হিতোপদেষ্টা, সদুপদেশক এব গুরুরিতি ভাবঃ। কঃ শিষ্যঃ যো জনঃ গুরুভক্তঃ গুরৌ ভক্তিমান্ সএব শিষ্য ইতি শেষঃ, দীর্ঘরোগঃ অনেকসময়স্থায়ী ব্যাধিঃ কঃ, হে সাধো! এতাদৃশসাধুচিত্তপ্রশ্নকারণাৎ শিষ্যং প্রতি সম্বোধনমিদং। ভবএব সংসারএব, পুনঃপুনঃ সংসারযন্ত্রণৈব দীর্ঘরোগ ইতি ভাবঃ। তস্য দীর্ঘরোগস্য ঔষধং কিং, বিচারএব। এবশব্দো নির্দ্ধারণে॥ সদসদ্বিবেচকএব সংসারযন্ত্রণাং মোচয়তীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অহঙ্কার ও মমকার এই দুইটী সংসারের বন্ধনরজ্জু, এই দুইটী যাহার নাই, সে সংসারী নহে, মদ্যপান করিলে লোক যেমন মোহিত হয়, কামিনীগণ ব্যবহৃত হইলে জনসকল সেইরূপ মোহিত হইয়া থাকে, সুতরাং কামিনীসংসর্গ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কামাতুর ব্যক্তিরাই মহান্ধ, তাহারা সদসৎ বিবেচনা করিতে পারে না এবং তাহাদের কার্য্যাকার্য্য বোধও থাকে না, নিজের যে কোন কারণেই হউক, অপযশ হইলেই মৃত্যুতুল্য হয়, মৃত্যুতে ও অপযশে কোন প্রভেদ নাই, যাহাতে অপযশ না হয় সেইরূপ চেষ্টা করাই উচিত ॥ ৬ ॥

যে হিতোপদেশদানে সমর্থ সেই গুরু। যে ব্যক্তি গুরুভক্তিমান্ সেই শিষ্য, সংসারযন্ত্রণাই দীর্ঘরোগ, সদসৎ বিবেচনা করিলেই সংসার যন্ত্রণারূপ দীর্ঘরোগ নষ্ট হয়, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনাই, ভবযন্ত্রণারূপ রোগের ঔষধ ॥ ৭ ॥

কিং ভূষণাদ্ভূষণমস্তি শীলং, তীর্থং পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধম্।
কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা, শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যম্ ॥৮॥
কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি, সৎসঙ্গতির্দানবিচারতোষঃ।
কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগা, অপাস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥৯॥

কিমিতি। ভূষণাৎ ভূষণং স্বর্ণাদ্যলঙ্কারং অপেক্ষ্য ভূষণং সৌন্দর্য্যসাধনং কিমস্তি, শীলং স্বভাবঃ, সচ্চরিত্রতায়াঃ অন্যৎ ভূষণং শোভাবর্দ্ধকং নাস্তীত্যর্থঃ। পরং উত্তমং তীর্থং দেবস্থানং কিং, বিশুদ্ধং নির্ম্মলং কৌটিল্যাদিরহিতং স্বস্য মনঃ অন্তঃকরণং, অত্র জগতি কিং বস্তু হেয়ং ত্যাজ্যং, কনকং স্বর্ণং কান্তা চ কামিনীচ হেয়েতি শেষঃ। তথাচ কামিনীকাঞ্চনত্যাগশীলস্য শান্তিঃ সর্ব্বদৈব ইতি ভাবঃ। সদা নিত্যং কিং বস্তিতি শেষঃ শ্রাব্যং শ্রোতব্যং গুরুবেদবাক্যং সর্ব্বদাগুরুমুখাৎ বেদবাক্যমেব শ্রোতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কে ইতি। ব্রহ্মগতেঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ ব্রহ্মলাভস্য চেত্যর্থঃ কে হেতবঃ কানি কারণানি সন্তি কিং কৃতে ব্রহ্মলাভঃ স্যাদিত্যর্থ। সদ্ভিঃ সহ সঙ্গতিঃ মিলনং দানং অর্থত্যাগঃ বিচারঃ সদসদ্বিবেচনা তোষঃ সর্ব্বদা সন্তোষঃ, তথাচ সৎসঙ্গাদিভিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। সন্তঃ সাধবঃ কে সন্তি বিদান্ত কান্ সাধূন্ কথয়ন্তী-ত্যর্থঃ, অখিলেষু বস্তুষু বীতঃ রাগঃ আসক্তিঃ যেষাং তে পরিত্যক্তবিষয়স্পৃহাঃ ইত্যর্থঃ। অপাস্তঃ নিরাকৃতঃ মোহো যৈস্তে বিগততমসঃ ইত্যর্থঃ। শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা ঐকান্তিকী ভক্তির্যেষাং তে শিবভক্তা ইত্যর্থঃ। তথাচ এবম্ভূতা জনা এব সাধব ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক স্বর্ণাদিনির্ম্মিত নানারূপ ভূষণ থাকিলেও সৎস্বভাবই মানবের উত্তম ভূষণ, বিশুদ্ধ মন হইতে উত্তম তীর্থ কিছু নাই, নির্ম্মল মনই মানবের প্রধান তীর্থ। এই সংসারে কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই শান্তি-লাভ হয়। সর্ব্বদা গুরুদেবের নিকট বেদবাক্যই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

সাধুসঙ্গ, দান, সদসদ্বিচার ও সন্তোষ এই কয়টী যাহার আছে, সে সহজে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে, যাহাদের মোহ নাই সমস্ত বস্তুতে আসক্তি নাই ও সর্ব্বদা যাহারা শিবতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্ তাহারাই সাধু ॥ ৯ ॥

কো বা জ্বরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা, মূর্খোঽস্তি কো যস্তু বিবেকহীনঃ।
কার্য্যা প্রিয়া কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ, কিং জীবনং দোষবিবর্জ্জিতং
যৎ ॥ ১০ ॥
বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা, বোধোহি কো যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ।
কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ, জিতং জগৎ কেন মনোহি
যেন ॥ ১১ ॥

কোবা ইতি। প্রাণভৃতাং প্রাণিনাং কো বা জ্বরঃ হি নিশ্চিতং চিন্তা ভাবনা-এব জ্বরঃ। কো জনঃ মূর্খোঽস্তি যস্তু জনঃ বিবেকেন বিরাগেণ হীনঃ বর্জ্জিতঃ। প্রিয়া প্রিয়করী কা ক্রিয়েতি শেষঃ কার্য্যা কর্ত্তব্যা, শিবে বিষ্ণৌচ ভক্তিঃ অনুরাগঃ, জীবনং কিং যৎ জীবনং দোষেণ অবিচারাদিনা বর্জ্জিতং শূন্যং। তথাচ। দোষ-রহিতং জীবনমেব জীবনমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিদ্যা ইতি। হীতি জিজ্ঞাসায়াং কা বিদ্যা, যা বিদ্যা ব্রহ্মগতিপ্রদা ব্রহ্ম-প্রাপ্তিপ্রদায়িনী সৈব বিদ্যেতি শেষঃ, কো হি কশ্চ বোধঃ জ্ঞানং, যস্তু বোধঃ বিমুক্তৌ হেতুঃ কারণং। তথাচ মুক্তিপ্রয়োজকং জ্ঞানমেব জ্ঞানমিত্যর্থঃ। কো লাভঃ যো হি আত্মাবগমঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং। বৈ পাদপূরণে। তথাচ। আত্ম-জ্ঞানাৎ পরো লাভো নাস্তীতি ভাবঃ। কেন জনেন জগৎ জিতং স্বায়ত্তীকৃতং যেন হি নিশ্চিতং মনঃ জিতং স্বায়ত্তীকৃতং। তথাচ স্বমনসি জিতে জগৎ জিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রাণিসকলের চিন্তাই জ্বর, যে ব্যক্তির সদসৎ বিচার নাই সেই মূর্খ, শিবে ও বিষ্ণুতে ভক্তি করাই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, যাহার জীবনে কোনও দোষ নাই, তাহার জীবনই জীবন ॥ ১০ ॥

যে বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা, যে জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, সেই জ্ঞানই জ্ঞান, আত্মজ্ঞানই মানবের লাভ, যে নিজের মন জয় করিয়াছে সে এই সমুদায় জগৎ জয় করিতে পারে ॥ ১১ ॥

শূরান্মহাশূরতমোঽস্তি কো বা, মনোজবাণৈর্ব্ব্যথিতো ন যস্তু।
প্রাজ্ঞো হি ধীরশ্চ সমশ্চ কো বা, প্রাপ্তো ন মোহো ললনা-
কটাক্ষৈঃ ॥ ১২ ॥
বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তা, দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী।
ধন্যোঽস্তু কো যস্তু পরোপকারী, কঃ পূজনীয়ঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠঃ ॥১৩॥

শূরইতি। শূরাৎ বীরাৎ শূরমপেক্ষ্যেত্যর্থঃ মহাশূরতমঃ মহাবীরঃ কোবা অস্তি বর্ত্ততে যস্তু জনঃ মনোজবাণৈঃ কন্দর্পশরৈঃ ন ব্যথিতঃ ন পীড়িতো ভবতি কন্দর্প-জেতৈব মহাবীর ইত্যর্থঃ প্রাজ্ঞঃ জ্ঞানবান্ ধীরঃ স্থিরমতিঃ সমশ্চ সমতাজ্ঞানবান্ কোবা ভবতীতি শেষঃ, যৈঃ ললনায়াঃ কামিন্যাঃ কটাক্ষৈঃ ঈষদ্বীক্ষিতৈঃ মোহং আত্মজ্ঞানশূন্যত্বং ন প্রাপ্তঃ। তথাচ। স্ত্রীকটাক্ষাবিধুরএব ধীরাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বিষাদিতি। বিষাৎ বিষমপেক্ষ্য বিষং কিং সর্পাদিবিষাদ্যধিকং বিষং কিমস্তীত্যর্থঃ। সমস্তাঃ সমগ্রাঃ বিষয়াঃ, তথাচ বিষয়এব বিষমিত্যর্থঃ। সদা নিত্যং দুঃখী কঃ, বিষয়ানুরাগী বিষয়তৃষ্ণাবান্, তথাচ বিষয়াভিলাষীএব দুঃখমশ্নুতে। কো জনঃ ধন্যঃ কৃতার্থঃ যঃ পরোপকারী, তথাচ, পরোপকারী জন এব জগতি ধন্যঃ, কো জনঃ পূজনীয়ঃ পূজার্হঃ, শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা যস্য সঃ, তথাচ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাবান্ জনএব জগতি পূজনীয় ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি কামবাণে পীড়িত না হয়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, যে জন স্ত্রীলোকের কটাক্ষে মোহপ্রাপ্ত না হয়, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত, জ্ঞানবান্, এবং সমদর্শী, তদপেক্ষা পণ্ডিত বা জ্ঞানী কেহ নাই ॥ ১২ ॥

সমগ্র অনিত্য বিষয়ই বিষ, তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী বিষ আর কিছু নাই। যে সর্ব্বদা বিষয়াভিলাষী সেই ব্যক্তিই দুঃখী, যে জন পরোপকারী অর্থাৎ পরের উপকার করিয়া থাকে সেই জনই ধন্য, যে ব্যক্তির শিবের প্রতি ভক্তি আছে ও শিবতত্ত্ব জানিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক সেই ব্যক্তিই জগতে পূজনীয় ॥১৩॥

সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি কিম কার্য্যং, কিং বা বিধেয়ং বিদুষা প্রযত্নাৎ।
স্নেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মাঃ, সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥১৪॥
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা, নার্য্যা পিশাচ্যা নচ বঞ্চিতো যঃ।
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী, দিব্যং ব্রতং কিঞ্চ সমস্ত-
দৈন্যম্ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্ব ইতি। সর্ব্বাসু অবস্থাসু সর্ব্বকালেম্বিত্যর্থঃ কিং ন কার্য্যং ন কর্ত্তব্যং অকার্য্যং কিমস্তীত্যর্থঃ। বিদুষা পণ্ডিতেন প্রযত্নাৎ যত্নসহকারেণ কিংবা বিধেয়ং কিং কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। উত্তরতি। স্নেহঃ মমতা পাপং পাপকার্য্যং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ, পঠনং বেদশাস্ত্রাদিপাঠঃ ধর্ম্মাঃ ধর্ম্ম্যকর্ম্মাণিচ বিদুষা কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তব্যানিচ ইত্যর্থঃ, হীতি জিজ্ঞাসায়াং। সংসারমূলং সংসারকারণং কিমস্তি, চিন্তা, তথাচ চিন্তয়ৈব সংসারপরম্পরা বর্দ্ধতে ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৪ ॥

বিজ্ঞইতি। বিজ্ঞাৎ জ্ঞানবতঃ মহাবিজ্ঞতমঃ কোবা অস্তি বর্ত্ততে, পিশাচ্যা পিশাচ্যা ইব ঘৃণিতয়া নার্য্যা স্ত্রিয়া যঃ নচ বঞ্চিতঃ প্রতারিতঃ নারী যস্য কিমপি কর্ত্তুং শক্নোতি সএব মহাপ্রাজ্ঞ ইতি ফলিতার্থঃ। হীতি জিজ্ঞাসায়াং। প্রাণভৃতাং জীবানাং কা শৃঙ্খলা, নারী, শৃঙ্খলা লৌহনির্ম্মিতবন্ধনসাধনবিশেষঃ, দিব্যং উত্তমং ব্রতং কিং, সমস্তেষু জনেষু দৈন্যং দীনতা, তথাচ নম্রতা এব উত্তমো নিয়মঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সকল অবস্থাতেই স্নেহ এবং পাপকর্ম্ম বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম করাই পণ্ডিতগণের একান্ত উচিত, চিন্তাই সংসারের মূল, অর্থাৎ চিন্তা করিলেই সংসারপরম্পরা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব অনর্থক চিন্তা করা নিতান্ত অনুচিত ॥ ১৪ ॥

সংসারে বিজ্ঞ হইতেও বিজ্ঞতম কে আছে, যে পিশাচীর ন্যায় ঘৃণিত নারীগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত না হয় সেই বিজ্ঞতম, জীবগণের নারীই শৃঙ্খলাস্বরূপ, সকলের নিকট দীনতাই উত্তম ব্রত, যাহার নম্রতা আছে, তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাতুং ন শক্যঞ্চ কিমস্তি সর্ব্বৈ, র্যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্।
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দুরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি
কো বা ॥ ১৬ ॥

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্বিধেয়ো, মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ ॥
মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং, সৎসঙ্গতি নির্ম্মমতেশভক্তিঃ ॥১৭॥

জ্ঞাতুমিতি। সর্ব্বৈঃ জনৈঃ জ্ঞাতুং বেদিতুং ন শক্যং কিং অস্তি সর্ব্বজন-বিদিতং কিমস্তীতার্থঃ। যোষিতাং স্ত্রীণাং মনঃ তদীয়ং যৎ চরিতং তচ্চেতি শেষঃ, তথাচ স্ত্রীনাং মনঃ তচ্চরিতঞ্চ ন কৈরপি জ্ঞায়তে ইতি ভাবঃ। সর্ব্বজনৈঃ দুস্ত্যজা কা অস্তীতি শেষঃ, দুরাশা, দুঃখদায়িনী আশা দুস্ত্যজা ইত্যর্থঃ। কোবা জনঃ পশু-রস্তি ভবতি, বিদ্যয়া জ্ঞানেন বিহীনঃ, তথাচ বিদ্যাবর্জ্জিতএব পশুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বাস ইতি। কৈঃ লোকৈঃ সহ বাসঃ সঙ্গশ্চ ন বিধেয়ঃ ন কর্ত্তব্যঃ, মূর্খৈঃ বিদ্যাবিহীনৈঃ নীচৈঃ খলৈঃ দুষ্টৈঃ পাপৈঃ পাপাচারৈঃ, তথাচ এবম্ভূতৈঃ জনৈঃ সহ বাসঃ সঙ্গশ্চ ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। মুমুক্ষুণা মুক্তিমিচ্ছুনা জনেন ত্বরিতং শীঘ্রং কিং বিধেয়ং কর্ত্তব্যং, সদ্ভিঃ সহ সঙ্গতিঃ মিলনং নির্ম্মমতা মমতারাহিত্যং ঈশে ঈশ্বরে ভক্তিঃ অনুরাগ। তথাচ মোক্ষার্থিভিঃ সাধুসঙ্গাদিকং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। চকারাঃ পরস্পর প্রাধান্য বোধকাঃ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ।

পুরুষসকল স্ত্রীগণের মন ও তাহাদের চরিত্র জানিতে পারে না, জানিবার জন্য চেষ্টা করিলেও চেষ্টা বিফল হয়। দুঃখপ্রদা আশাকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, বিদ্যাবিহীন জনই পশু অর্থাৎ পশুর মত কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

মূর্খ এবং নীচস্বভাব পাপাচার ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ বা বাস করা উচিত নহে, তাহাদের সহিত সঙ্গ করিলে নানারূপ বিপদ উপস্থিত হয়। মুক্তিপ্রার্থী জনের সাধুসঙ্গ, পরমেশ্বরে ভক্তি ও মমতা ত্যাগ করা একান্ত উচিত। সাধুসঙ্গ প্রভৃতি না করিলে মুক্তির উপায় উদ্ভাবিত হয় না ॥ ১৭ ॥

লঘুত্বমূলঞ্চ কিমর্থিতৈব
গুরুত্বমূলং যদযাচনঞ্চ।
জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্ম,
কো বামৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ॥ ১৮॥
মূকোঽস্তি কোবা বধিরশ্চ কোবা
বক্তুং ন যুক্তং সময়ে সমর্থঃ।
তথ্যং সুপথ্যং ন শৃণোতি বাক্যং
বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি নারী॥ ১৯॥

লঘুত্ব ইতি। লঘুত্বমূলং লঘুত্বকারণং কিং, অর্থিতৈব যাচ্ঞা এব, তথাচ যাচ্ঞয়ৈব মানবঃ লঘুর্ভবতীত্যর্থঃ। যচ্চ অযাচনং তদেব ইতি শেষঃ গুরুত্বমূলং মহত্ত্বকারণং, তথাচ যাচ্ঞাবহিতঃ পুমান্ মহানিত্যর্থঃ। কো হি কো জনঃ জাতঃ জন্মবান্, যস্য জনস্য পুনর্ন জন্ম, ন যোনিসম্বন্ধো ভবতীতি শেষঃ, তথাচ যস্য পুনর্জননং ন ভবতি তস্যৈব জন্ম সফলমিত্যর্থঃ। কো বা জনঃ মৃতঃ মরণং প্রাপ্তঃ, যস্য পুনর্মৃত্যুঃ মরণং ন ভবতীতি শেষঃ। তথাচ যস্য পুনঃপুনঃ মৃত্যুর্ন ভবতি সএব মৃত ইতি তাৎপর্য্যং, মুক্তাত্মনাং মৃত্যুর্ন ভবতীতি বোধ্যং॥ ১৮॥

মূকো ইতি। কো বা জনঃ মূকঃ বাক্যরহিতঃ কো বা বধিরঃ শ্রবণেন্দ্রিয়-রহিতশ্চ অস্তি বর্ত্ততে, সময়ে যথাকালে সভাদিসময়ে ইত্যর্থঃ, যুক্তং যুক্তিসঙ্গতং বক্তুং কথিতুং ন সমর্থঃ ন শক্তঃ, তথাচ সভাদৌ যুক্তিসঙ্গতকথনাসমর্থ এব মূক ইত্যর্থঃ। তথ্যং যথার্থং সুপথ্যং হিতকরং বাক্যং য ইতি শেষঃ ন শৃণোতি নাকর্ণয়তি স এব বধির ইতি পূরণীয়ং। বিশ্বাসপাত্রং বিশ্বাসস্থানং কিং নাস্তি, নারী, স্ত্রী, তথাচ স্ত্রীষু বিশ্বাসো ন কর্ত্তব্য ইতি ফলিতার্থঃ॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ।

যে সংসারী ব্যক্তি যাচ্ঞা না করে, সেই মহান্, যে যাচ্ঞা করে সে ব্যক্তি লঘু অর্থাৎ যাচ্ঞাকারী ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করিয়া থাকে। যাহার পুনর্জন্ম হয় না, তাহারই জন্ম সফল, যাহার পুনর্ব্বার মৃত্যু হয় না, তাহারই মৃত্যু, অর্থাৎ মুক্ত ও জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণই অন্যান্য জীব অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ॥ ১৮॥

যে ব্যক্তি কথা বলিবার সময় যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারে না, সেই মূক অর্থাৎ বোবা, যে ব্যক্তি হিতকর যথার্থ বাক্য শ্রবণ না করে, সেই ব্যক্তিই বধির। স্ত্রীগণই বিশ্বাসের অযোগ্য পাত্র, স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নয়॥ ১৯॥

তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং
কিমুত্তমং সচ্চরিতং যদস্তি।
ত্যাজ্যং সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্
দেয়ং পরং কিং ত্বভয়ং সদৈব ॥ ২০ ॥
শত্রোর্মহাশত্রুতমোঽস্তি কো বা
কামঃ সকোপোঽনৃতলোভতৃষ্ণাঃ।
ন পূর্য্যতে কো বিষয়ৈঃ সএব
কিং দুঃখমূলং মমতাভিধানম্ ॥ ২১ ॥

তত্ত্বমিতি। একং কেবলং তত্ত্বং যাথার্থ্যং কি; অদ্বিতীয়ং শিবং মঙ্গলং, তথাচ মঙ্গলময়ং ব্রহ্মৈব যথার্থং বস্থিতি ভাবঃ। উত্তমং বস্থিতি শেষঃ কিং অস্তি, যৎ সচ্চরিতং সদাচরণং, তদেব উত্তমং বস্থিত্যর্থঃ ত্যাজ্যং ত্যাগার্হং সুখং কিং, সম্যক্ সর্ব্বপ্রকারেণ স্ত্রিয়মেব ত্যক্তুমর্হতীতি শেষঃ। তথাচ স্ত্রীসঙ্গসুখমেব সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিতি ভাবঃ। দেয়ং দানযোগ্যং কিং অস্তীতি শেষঃ, সদা অভয়মেব পরং কেবলং দেয়মিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

শত্রো ইতি। শত্রোঃ রিপোঃ মহাশত্রুতমঃ কো বা অস্তি, কোপেন সহ বর্ত্তমানঃ সকোপঃ কামঃ কন্দর্পঃ কামাৎ কোঽপি বলবান্ শত্রুঃ নাস্তীতি তাৎপর্য্যং। অনৃতলোভতৃষ্ণাঃ অপি শত্রবঃ ইতি পূরণীয়ং। বিষয়ৈঃ ভোগাদিভিঃ কো ন পূর্য্যতে, স এব কাম এব, কামঃ কদাপি ন ভোগৈঃ তৃপ্যতি উত্তরোত্তরং বর্দ্ধত এব ইতি ভাবঃ। দুঃখমূলং দুঃখকারণং কিং, মমতাভিধানং। তথাচ মমতৈব জীবানাং দুঃখকারণং যস্য মমতা নাস্তি সঃ সর্ব্বদৈব আনন্দমগ্নত ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

জগতে মঙ্গলময় ব্রহ্মই কেবল অদ্বিতীয় যথার্থ বস্তু, সংসারে সচ্চরিত্রতাই উত্তম পদার্থ, স্ত্রীসঙ্গসুখ জীবগণের সর্ব্বথা ত্যাগার্হ, জীবের প্রতি সর্ব্বদা অভয় দানকে উত্তম দান বলে ॥ ২০ ॥

কাম ক্রোধ লোভ তৃষ্ণা মোহ প্রভৃতি জীবের পরমশত্রু, কামাদি ভোগদ্বারা উপশমিত হয় না, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। একমাত্র মমতা জীবের দুঃখের কারণ, যিনি মমতা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই জগতে যথার্থ সুখী ॥ ২১ ॥

কিং মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্য
সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং সদৈব।
কিং কর্ম্ম কৃত্বা নহি শোচনীয়ং
কামারি-কংসারি-সমর্চ্চনাখ্যম্ ॥ ২২ ॥
কস্যাস্তি নাশে মনসোহি মোক্ষঃ
ক্ব সর্ব্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্তৌ।
শল্যং পরং কিং নিজমূর্খতৈব
কে কে হ্যুপাস্যা গুরুদেববৃদ্ধাঃ ॥ ২৩ ॥

কিমিতি। মুখস্য কিং মণ্ডনং ভূষণং, সাক্ষরতা বিদ্যাবত্ত্বং, তথাচ যস্য মুখে সরস্বতী বিরাজতে তন্মুখমেব মুখমিতি ভাবঃ। সত্যং কিং, সদৈব সর্ব্বদৈব ভূতানাং প্রাণিনাং হিতং হিতকরবাক্যং, তথাচ হিতবচনমেব সত্যবাক্যমিত্যর্থঃ। কিং কর্ম্ম কার্য্যং কৃত্বা নহি শোচনীয়ং তথাচ কীদৃশে কর্ম্মণি কৃতে শোকো ন জায়ত ইতি ভাবঃ, কামারিঃ মহাদেবঃ কংসারিঃ কৃষ্ণঃ তয়োঃ সমর্চ্চনং পূজনং আখ্যা যস্য তৎ কর্ম্ম ইতিশেষঃ, তথাচ শিবকৃষ্ণপূজনে ন শোকইতি ফলিতার্থঃ ॥২২॥

কস্যেতি। কস্য বস্তুনঃ নাশে মোক্ষঃ মুক্তিরস্তি, হীতি জিজ্ঞাসায়াং, মনসঃ চিত্তস্য, চিত্তচাঞ্চল্যনাশে সতি মুক্তির্ভবতীত্যর্থঃ। ক্ব কুত্র সর্ব্বথা ভয়ং নাস্তি ইত্যর্থঃ। পরং বলবত্তরং শল্যং শঙ্কুঃ কিং, নিজস্য স্বস্য মূর্খতৈব, তথাচ মূর্খস্য সর্ব্বদৈব শল্যবেধবৎ দুঃখং ভবতীতি তাৎপর্য্যং। কে কে হীতি জিজ্ঞাসায়াং উপাস্যাঃ সেবনীয়াঃ, গুরুঃ হিতোপদেশকঃ দেবঃ গণেশাদিঃ বৃদ্ধঃ প্রাচীনজনঃ, তথাচ এতে এব ভজনীয়াঃ নান্যা ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

বাহ্যশোভাবর্দ্ধক আরোপিত ভূষণাদি অপেক্ষা বিদ্যাবত্তাই মুখের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। সর্ব্বদা প্রাণিগণের হিতকর বাক্যকেই সত্য বাক্য বলে। কৃষ্ণ ও মহাদেবের উপাসনা করিলে কখনও শোক পাইতে হয় না, অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যেই শোকতাপাদি ভোগ করিতে হয় ॥ ২২ ॥

চিত্তচাঞ্চল্য নষ্ট হইলেই মুক্তি হয়, মুক্তি হইলে আর কোন প্রকার ভয় থাকে না, নিজের অজ্ঞানতাই সর্ব্বদা দেহপ্রবিষ্ট শঙ্কুর ন্যায় দুঃখ জন্মাইয়া থাকে, যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ তাহার কোনরূপ দুঃখ হয় না, জগতে গুরু দেবতা বৃদ্ধগণের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, গুরুর উপাসনায় হিতোপদেশ পাওয়া যায়, দেবতার উপাসনায় ইহলোকে ও পরলোকে সুখ হয়, বৃদ্ধগণের উপাসনায় বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সুতরাং ইহাদিগের উপাসনা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

উপস্থিতে প্রাণহরে কৃতান্তে
কিমাশু কার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ।
বাক্কায়চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নং
মুরারিপাদাম্বুজচিন্তনঞ্চ ॥ ২৪ ॥
কে দস্যবঃ সন্তি কুবাসনাখ্যাঃ
কঃ শোভতে যঃ সদসি প্রবিদ্যঃ।
মাতেব কা বা সুখদা সুবিদ্যা
কিমেধতে দানবশাৎ সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥

উপস্থিতে ইতি। প্রাণহরে জীবননাশকে কৃতান্তে যমে উপস্থিতে সতি সুধিয়া পণ্ডিতেন আশু শীঘ্রং প্রযত্নাৎ প্রযত্নমাশ্রিত্য কিং কার্য্যং কর্ত্তব্যং, বাক্কায়চিত্তৈঃ বাক্যদেহমনোভিঃ সুখদং সুখদায়িনং যমঘ্নং মৃত্যুভয়নিবারকং মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাম্বুজচিন্তনং কার্য্যমিতি শেষঃ। তথাচ জীবননাশকালে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবনমেবোচিতমিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

কে ইতি। কে দস্যবঃ চৌর্য্যবৃত্তয়ঃ সন্তি বিদ্যন্তে, কুবাসনাখ্যাঃ, কুৎসিতাভিপ্রায়নামানঃ, জীবানাং কুৎসিতাভিপ্রায় এব দস্যুরিতি ফলিতার্থঃ। কো জনঃ শোভতে, যঃ সদসি সভায়াং প্রবিদ্যঃ জ্ঞানবান্ বিদ্বানিব ন কোঽপি সভায়াং শোভতে ইতি তাৎপর্য্যং। মাতা ইব সুখদা সুখদায়িনী কা, সুবিদ্যা, বিদ্যয়া সুখং ভবতীতি যাবৎ। দানবশাৎ কিং বর্দ্ধতি শেষঃ এধতে বদ্ধতে, সুবিদ্যা শুভকরী বিদ্যা দানাদেব বর্দ্ধত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যত্নসহকারে শরীর মন বাক্য দ্বারা মৃত্যুভয়নিবারক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মচিন্তা করাই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

জীবগণের নিজ নিজ পরদার পরদ্রব্য হরণাদিরূপ কুৎসিত অভিপ্রায়ই দস্যুগ্রস্তের ন্যায় দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, কেবল বিদ্বান্ ব্যক্তি সভাস্থলে শোভা পায়, শুভকরী বিদ্যা জননীর মত জীবের সুখ বিধান করে, যত দান করে বিদ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সামান্য ধনের ন্যায় বিদ্যা দান করিলে ক্ষয় হয় না ॥ ২৫ ॥

কুতোহি ভীতিঃ সততং বিধেয়া
লোকাপবাদাদ্ভবকাননাচ্চ।
কো বাতিবন্ধুঃ পিতরশ্চ কে বা
বিপৎসহায়ঃ পরিপালকা যে ॥ ২৬ ॥
বুদ্ধ্বা ন বোধ্যং পরিশিষ্যতে কিং
শিবপ্রসাদং সুখবোধরূপম্।
জ্ঞাতেতু কস্মিন্ বিদিতং জগৎ স্যাৎ
সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥

কুতো ইতি। কুতঃ কস্মাৎ সততং সর্ব্বদা ভীতিঃ ভয়ং বিধেয়া কর্ত্তব্যা, লোকৈরপবাদঃ অপযশঃ তস্মাৎ ভবকাননাৎ সংসাররূপবনাচ্চ, সংসারাৎ লোক-নিন্দায়াশ্চ ভয়ং কার্য্যং। লোকাপবাদসংসারাভ্যাং যাদৃশী ভীতিঃ তাদৃশী নান্যস্মাৎ ভয়ে সত্যেব তন্নিবারণোপায়চেষ্টা ভবতীতি তাৎপর্য্যং। কোবা অতিবন্ধুঃ অতিসুহৃদ্, বিপদি সহায়ঃ, বিপত্তিকালে যঃ উপকরোতি সএব বন্ধুরিত্যর্থঃ। কে চ পিতরঃ, যে পরিপালকাঃ, অন্নবস্ত্রাদিভিঃ প্রতিপালক এব পিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধা ইতি। কিং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা বোধ্যং জ্ঞাতব্যং ন পরিশিষ্যতে নাবশিষ্যতে, সুখবোধরূপং সুখজ্ঞানাত্মকং শিবপ্রসাদং শিবসন্তোষং, তথাচ সুখজ্ঞানাত্মকং মহাদেবপ্রসন্নত্বং জ্ঞাত্বা অন্যো বোধ্যঃ নাবশিষ্যতে তদ্বোধেনৈব চরিতার্থত্বাদিতি ভাবঃ। কস্মিন্ বস্তুনি জ্ঞাতে সতি জগৎ বিদিতং জ্ঞাতং স্যাৎ, সর্ব্বাত্মকে সর্ব্ব-স্বরূপে পূর্ণরূপে ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে, ব্রহ্মণি বিদিতে সতি সর্ব্বং জ্ঞাতং ভবেৎ তস্য সার্ব্বত্রিকত্বাৎ ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহা হইতে জীবগণ ভয় পায় তাহা বর্জ্জনের জন্য সতত চেষ্টা করিয়া থাকে অতএব লোকাপবাদ ও সংসারারণ্য হইতে সর্ব্বদা ভীত হওয়া উচিত, তাহা হইলে লোকনিন্দা ও সংসার হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা হইবে, চেষ্টা হইলেই লোক-নিন্দাদি হইতে মুক্তিলাভ হইবে। যে ব্যক্তি বিপদের সময় সহায় হয় সেই পরম-বন্ধু, যিনি অন্নবস্ত্রাদিদ্বারা ভরণপোষণ করেন তিনিই পিতা ॥ ২৬ ॥

সুখ ও জ্ঞানরূপ শিবপ্রসাদের বোধ হইলে অন্য কোন বিষয়বোধের আবশ্যকতা হয় না, সর্ব্বজগন্ময় পূর্ণরূপ ব্রহ্মের বোধ হইলে এই চরাচর সমস্ত জগতের বোধ হয়, অতএব হে মানবগণ! মহাদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যত্নবান হও ॥ ২৭ ॥

কিং দুর্ল্লভং সদ্গুরুরস্তি লোকে
সৎসঙ্গতির্ব্রহ্মবিচারণা চ।
ত্যাগোহি সর্বস্য শিবাত্মবোধঃ
কো দুর্জ্জয়ঃ সর্ব্বজনৈর্মনোজঃ ॥ ২৮ ॥
পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মম্
প্রাচীনশাস্ত্রেঽপি নচাত্মবোধঃ।
কিন্তদ্বিষং ভাতি সুধোপমং স্ত্রী
কে শত্রবো মিত্রবদাত্মজাদ্যাঃ ॥ ২৯ ॥

কিমিতি। লোকে জগতি কিং দুর্ল্লভং দুষ্প্রাপ্যং অস্তি বর্ত্ততে সদ্গুরুঃ সদুপদেশকঃ সদ্ভিঃ সহ সঙ্গতিঃ সঙ্গমঃ ব্রহ্মণো বিচারণা কিং ব্রহ্ম ইতি বিচারঃ, সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ত্যাগঃ শিবাত্মনো বোধঃ জ্ঞানং হীতি সমুচ্চয়ে, তথাচ এত এব জগতি দুর্ল্লভা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজনৈঃ কো দুর্জ্জয়ঃ জেতুমশক্যঃ, মনোজঃ কন্দর্পঃ কামজয়ো দুষ্কর ইতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥

পশো ইতি। কো জনঃ ধর্ম্মং ন করোতি নাচরতি, পশোঃ পশুঃ অতিপশুঃ ইত্যর্থঃ। পশুব্যবহারিণ এব ধর্ম্মং নাচরন্তীতি ভাবঃ। কস্য বা ইত্যাহ, প্রাচীনশাস্ত্রেঽপি শ্রুতিস্মৃত্যাদিশাস্ত্রেঽপি নচ আত্মবোধঃ আত্মজ্ঞানং ভবতীতি শেষঃ। পশোঃ পশুবদাচারস্যৈব আত্মজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। সুধোপমং সুধাবৎ প্রতীয়মানং যৎ বিষং ভাতি শোভতে তৎ বিষং কিং কিমাখ্যং, স্ত্রী, স্ত্রীতুল্যং অমৃতোপমং বিষং অন্যৎ নাস্তীতি তাৎপর্য্যং। বিষমিব স্ত্রীজনঃ জনং সংজ্ঞাহীনং করোতি ইতি ভাবঃ। কে শত্রবঃ মিত্রবৎ, আত্মজাদ্যাঃ, স্ত্রীপুত্রাদয়ঃ প্রকৃতশত্রবোঽপি মিত্রাণীব আচরন্তি মোহয়ন্তি চ ইতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধুসঙ্গ, সদ্গুরু, ব্রহ্মবিচার, বিষয়ত্যাগ শিব ও আত্মার বোধ জগতে দুর্ল্লভ। জগতে কামই দুর্জ্জয়, উহাকে কেহও জয় করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

যাহারা পশু অর্থাৎ পশুর ন্যায় কুব্যবহারী তাহারাই ধর্ম্মকার্য্য করে না, পশুর ন্যায় ব্যবহারশালী ব্যক্তিগণের প্রাচীন স্মৃত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান জন্মে না। স্ত্রীগণই অমৃতোপম বিষ, উহারা এই চরাচর জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীপুত্রাদিগণই নিজের শত্রু, কিন্তু মিত্রের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে, স্ত্রীপুত্রাদির জন্যই লোকে সংসারে নানারূপ ক্লেশ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

বিদ্যুচ্চলাঃ কিং ধনযৌবনায়ু-
র্দানং পরং কিঞ্চ সুপাত্রদত্তম্।
কণ্ঠঙ্গতৈরপ্যসুভির্ন কার্য্যম্
কিং কিং বিধেয়ং মলিনং শিবার্চ্চা॥ ৩০॥
অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্
সংসারমিথ্যাত্বশিবাত্মতত্ত্বং।
কিং কর্ম্ম যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ
কাস্থা ন কার্য্যা সততং ভবাব্ধৌ॥ ৩১॥

বিদ্যুদিতি। বিদ্যুদিব চলং চঞ্চলং কিং ধনং ধান্যাদি যৌবনং আয়ুঃ জীবনকালঃ এতান্যেব চঞ্চলানি অস্থিরাণীত্যর্থঃ। পরং উত্তমং দানং কিং, সুপাত্রদত্তং, দানযোগ্যপাত্রাপিতধনাদিকমুত্তমং দানমিত্যর্থঃ। কণ্ঠঙ্গতৈঃ বহির্গমনোন্মুখৈরপি অসুভিঃ প্রাণৈঃ কিং ন কার্য্যং কর্ত্তব্যং, মলিনং পাপং, প্রাণত্যাগোঽপি বরং নতু পাপাচরণমিতি ভাবঃ। কিং বিধেয়ং কর্ত্তব্যং, জনৈরিতি শেষঃ শিবার্চ্চা শিবপূজনং॥ ৩০॥

অহর্নিশমিতি। অহর্নিশং রাত্রিন্দিবং কিং বস্ত্বিতি শেষঃ পরিচিন্তনীয়ং বিভাবনীয়ং সংসারস্য মিথ্যাত্বং শিবস্য আত্মতত্ত্বং যথার্থতত্ত্বং। কিং কর্ম্ম কার্য্যং, যৎ মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতিকরং তদেব কর্ম্ম ইতি শেষঃ। ক কুত্র আস্থা ন কার্য্যা, কস্মিন্ বস্তুনি আদরো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। সততং নিত্যং ভবাব্ধৌ সংসারার্ণবে আদরো ন কার্য্য ইতিভাবঃ॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ।

ধন যৌবন আয়ু প্রভৃতি অতিশয় চঞ্চল, সুতরাং ইহাদিগের প্রতি আস্থা করা উচিত নয়, সৎপাত্রে দানকেই উত্তম দান বলে, প্রাণনাশ হইলেও কদাচ পাপকার্য্য করিবে না, সর্ব্বদা মহাদেবের পূজাদি করাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অন্য কোন দুঃখ থাকে না॥ ৩০॥

সংসার মিথ্যা, শিব অর্থাৎ আত্মাই যথার্থ বস্তু, দিবারাত্রি ইহাই চিন্তা করিবে, যে কার্য্য করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হয়, জীবগণের তাহাই করা উচিত, সংসারের প্রতি শ্রদ্ধা করা উচিত নয়॥ ৩১॥

কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা,
প্রশ্নোত্তরাখ্যা মণিরত্নমালা।
তনোতু মোদং বিদুষাং সুরম্যম্
রমেশগৌরীশকথেব সদ্যঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা মণিরত্নমালা সমাপ্তা ॥

কণ্ঠমিতি। রমেশগৌরীশয়োঃ কথা ইব সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ প্রশ্নোত্তরাখ্যা প্রশ্নোত্তরময়ী মণিরত্নমালা কণ্ঠং গতা উচ্চারিতা। মালাপক্ষে কণ্ঠে আরোপিতা, বা অথবা শ্রবণং গতা শ্রুতা। বা বিকল্পে। সতীতি শেষঃ। বিদুষাং পণ্ডিতানাং সুরম্যং মনোহরং মোদং হর্ষং তনোতু ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিতয়া শাঙ্করী বাখ্যয়া সমেতা মণিরত্নমালা সমাপ্তা ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রশ্নোত্তরনামক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ কৃষ্ণ ও মহাদেবের কথার ন্যায় আনন্দ অনুভব করুন ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞাননৌকা।

॥ ওঁ ॥ তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধি--
র্বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

তপইতি। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরবোধকং ওঁ--পদং গ্রন্থকারস্য মঙ্গলাচরণং। তপঃ দেবোপাসনা যজ্ঞঃ যজনং দানং পরসন্তোষোৎপাদকো ত্যাগঃ তৈঃ বিশুদ্ধা নির্ম্মলা বুদ্ধিঃ জ্ঞানং যস্য সঃ তুচ্ছবুদ্ধ্যা অকিঞ্চিৎকরত্ববুদ্ধ্যা নৃপাদৌ পদে বিরক্তঃ রাজ্যপদাদ্যভিলাষবর্জ্জিতঃ সন্ সর্ব্বং বিষয়াদিকং পরিত্যজ্য যৎ তত্ত্বং যথার্থবস্তু আপ্নোতি প্রাপ্নোতি নিত্যং অক্ষয়ং পরং নিত্যজ্ঞানাদিমৎ তৎ ব্রহ্ম অহমেবাস্মি ভবামি। তথাচ এতাদৃগ্‌জ্ঞানবন্ত এব জগতি স্বস্থাঃ মুক্তাশ্চ ভবন্তি অন্যে বিষয়ভোগিনঃ কেবলং দুঃখভাগিনঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ পদদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে বুঝা যায়। গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিবার মানসে ওঁপদ উপন্যস্ত করিয়াছেন ॥

তপ, যজ্ঞ ও দানপ্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ ঋষিগণ নিকৃষ্ট বিবেচনায় রাজ্যাদিপদ ও অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করতঃ উপাসনা করিয়া যে পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ অবিনাশি ব্রহ্মই আমি, যাঁহাদের এরূপ জ্ঞান হয়, তাঁহারাই জগতে ধন্য ও মুক্ত; অন্যান্য জীবগণ কেবল দুঃখভোগী হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং
সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্।
যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥
যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপম্
নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্।
অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ম্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৩ ॥

দয়ালুমিতি। দয়ালুং দয়াশীলং ব্রহ্মণি নিষ্ঠা ঐকান্তিকী ভক্তির্যস্য তং প্রশান্তং উদ্বেগরহিতং গুরুং হিতোপদেষ্টারং ভক্ত্যা ভক্তিভাবেন সমারাধ্য সম্প্রাপ্য স্বরূপং স্বস্য ব্রহ্মণঃ যথার্থরূপং বিচার্য্য বেদাদিশাস্ত্রেণ বিতর্ক্য নিদিধ্যাস্য বিচিন্ত্যচ ইতি শেষঃ। বিদ্বান্ জ্ঞানবান্ জনঃ যৎ তত্ত্বং আপ্নোতি লভতে তৎ নিত্যং সত্যং পরং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অহমেবাস্মি ভবামি ॥ ২ ॥

যদিতি। যৎ আনন্দরূপং সুখস্বরূপং প্রকাশস্বরূপং স্বতঃপ্রকাশং নিরস্তঃ নিরাকৃতঃ প্রপঞ্চো যেন তৎ চরাচরজগদ্বহির্ভূতমিত্যর্থঃ। পরিচ্ছেদশূন্যং। পরিমাণহীনং মহৎপরিমাণমিত্যর্থঃ তুরীয়ং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাতীতং অহং ব্রহ্ম ইতি বৃত্ত্যা বুদ্ধ্যা একং কেবলং গম্যং বোধ্যং তৎ পরং অদ্বিতীয়ং নিত্যং ব্রহ্ম অহমেবাস্মি। ব্রহ্মৈবাহং নান্য ইত্যেবং জ্ঞানবানেব মুক্ত ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ভক্তিসহকারে দয়াশীল ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রশান্ত গুরুদেবের আরাধনা এবং ব্রহ্মের স্বরূপবিচার ও ধ্যানপ্রভৃতি কার্য্যদ্বারা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই অদ্বিতীয় নিত্য পরমব্রহ্মই আমি ॥ ২ ॥

যিনি আনন্দময় প্রকাশস্বরূপ চরাচরাতীত পরম ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট জ্ঞানিব্যক্তিগণের জ্ঞেয় তুরীয় অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থার বহির্ভূত অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সেই ব্রহ্ম আমি ॥ ৩ ॥

যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তম্
বিনষ্টং সচাপি যদাত্মপ্রবোধঃ।
মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তম্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥
নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈ
সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্।
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্বৈতমেকম্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥

যদিতি। যস্য আত্মনঃ ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ অজ্ঞানতো জ্ঞানাভাবেন সমস্তং বিশ্বং ভাতি প্রকাশতে, ব্রহ্মজ্ঞানাভাববতামেব জগৎ সত্যত্বেন প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। বিনষ্টং নাশবৎ বিশ্বং ভাতীতি যৎ ইতি শেষেণান্বয়ঃ। সচ আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ প্রবোধঃ জ্ঞানং। তথাচ ব্রহ্মজ্ঞানবতাং বিশ্বং নশ্বরত্বেন প্রতীয়ত ইতি ভাবঃ। অপি নিশ্চয়ে। মনোবাচাং অতীতং অবাঙ্মনসগোচরং অনির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ বিশুদ্ধং নির্গুণং বিমুক্তং দুঃখানধিকরণং পরং অদ্বিতীয়ং নিত্যং সনাতনং তৎ ব্রহ্ম অহমেবাস্মি ॥ ৪ ॥

নিষেধইতি। ইদং ন ইদং ন ইতি নিষেধবাক্যে কৃতে সতীত্যর্থঃ। তথা নেতি নেতি ইত্যাদ্যুপনিষদাদ্যুক্তবাক্যেন ব্রহ্মনির্দ্ধারণকারিণামিত্যর্থঃ সমাধিস্থিতানাং যোগমগ্নানাং ঋষীণামিতি শেষঃ পূর্ণং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণং যদ্ ব্রহ্ম আত্মা ভাতি প্রকাশতে যোগযুক্তাঃ মুনয়ঃ যৎ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। অবস্থাত্রয়েণ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থা-

---

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্রহ্মের জ্ঞানাভাববশতঃ এই সমস্ত জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, যাহার জ্ঞান হইলে সমস্ত জগৎ নশ্বর বলিয়া বোধ হয়, বাঙ্মনের অগোচর নির্গুণ ও দুঃখাতীত নিত্য অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মই আমি ॥ ৪ ॥

ইহা (ঘটপটাদি) ব্রহ্ম নয়, ইহা (আকাশাদি) ব্রহ্ম নয়, এই প্রকার উপনিষদাদি শাস্ত্রোক্ত নিষেধবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণকারী সমাধিস্থ মুনিগণের

যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দি বিশ্বম্
যদা ভাতি সত্ত্বে তদা ভাতি সর্ব্বম্।
যদালোচনে হৈমময়ং সমস্তং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥
অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহম্
শিবং সঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্।
নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনম্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

ত্রয়েণ অতীতং অদ্বৈতং সজাতীয়দ্বিতীয়রহিতং নিত্যং ধ্বংসপ্রাগভাববর্জ্জিতং পরং স্থূলবিষয়বহির্ভূতং একং পদার্থান্তরসাদৃশ্যরহিতং তৎ ব্রহ্ম অহমেবাস্মি ॥ ৫ ॥

যদা ইতি। যস্য ব্রহ্মণঃ আনন্দলেশৈঃ আনন্দকণৈঃ বিশ্বং জগৎ সদা নিত্যং আনন্দি আনন্দময়ং ভবতীতি শেষঃ যদা সত্ত্বে আত্মনি ভাতি প্রকাশতে যদিতি শেষ, তদা সর্ব্বং বিশ্বং ভাতি প্রকাশতে। যস্য আনন্দেন জগতামানন্দঃ যস্য প্রকাশে জগতাং প্রকাশঃ ইতি ভাবঃ। যস্য ব্রহ্মণঃ আলোচনে গোচরে সমস্তং হৈমময়ং জগৎ হেমবদুজ্জ্বলং জ্যোতিঃস্বরূপমিত্যর্থঃ যদ্দর্শনে সতি সমস্তং জগৎ জ্যোতির্ম্ময়বৎ প্রকাশতে ইতি ভাবঃ। নিত্যং পরং তৎ ব্রহ্ম অহমেবাস্মি ॥ ৬ ॥

অনন্তমিতি। ন বিদ্যতে অন্তো যস্য তৎ বিভুং সর্ব্বব্যাপিনং সর্ব্বেষাং যোনিং কারণ। ন বিদ্যতে ঈহা চেষ্টা যস্য তৎ শিবং মঙ্গলময়ং সঙ্গহীনং নির্লিপ্তং যৎ

বঙ্গানুবাদ।

অন্তঃকরণে যে পূর্ণব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থার বহির্ভূত অদ্বিতীয় নিত্য সেই ব্রহ্মই আমি ॥ ৫ ॥

যে ব্রহ্মের আনন্দলেশমাত্রে জগৎ আনন্দময় হয়, যে ব্রহ্মের প্রকাশে জগৎ প্রকাশ হয়, যাহার গোচরে সমস্ত জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকে, সেই পরমব্রহ্মই আমি ॥ ৬ ॥

যাহার অন্ত নাই যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের কারণ যিনি মঙ্গলময় সঙ্গবর্জ্জিত

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যা--
দবিদ্যাবিলাসঃ সমস্তং প্রপঞ্চম্।
তদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যন্নিমিত্তম্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৮

ওঁকারেণ গম্যং জ্ঞেয়ং ন বিদ্যতে আকারো যস্য তৎ অত্যুজ্জ্বলং জ্যোতির্ম্ময়ং মৃত্যু-হীনং তৎ নিত্যং পরং ব্রহ্ম অহমেবাস্মি॥ ৭॥

যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে আনন্দসিন্ধৌ নিত্যানন্দসাগরে পুমান্ নিমগ্নঃ স্যাৎ মিথ্যাবাসনাদিজন্য-দুঃখাপনয়নেন চিদানন্দসমুদ্রে নিবিষ্টো ভবতীতি ভাবঃ। তদা তস্মিন্ কালে অবিদ্যাবিলাসভূতং সমস্তপ্রপঞ্চং ভ্রমজ্ঞানজনিতং সকলং জগৎ ন স্ফুরতি ন প্রকাশতে, মিথ্যাজ্ঞানজন্যদুঃখাদিকং নিবর্ত্তত ইতি তাৎপর্য্যং। তত্রেত্যাহ। যৎ অদ্ভুতং অলৌকিকং নিমিত্তং কারণং তৎ পরং নিত্যং ব্রহ্ম অহমেবাস্মি॥ ৮॥

স্বরূপ ইতি। স্বরূপস্যানুসন্ধানং বিদ্যতে যস্য তদ্রূপঃ স্বরূপানুসন্ধানতৎপরঃ ব্রহ্মস্বরূপভাবনানিরত ইত্যর্থঃ অতএব তুরীয়ঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাবস্থাতীতঃ।

বঙ্গানুবাদ।

ওঁকাররূপ বেদমন্ত্র দ্বারায় জ্ঞেয়, যিনি নিরাকার ও জ্যোতির্ম্ময় ও মৃত্যুবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মই আমি॥ ৭॥

পুরুষ যখন ব্রহ্মানন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, তখন আর এই ভ্রমজ্ঞানজন্য সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ জগতে ব্রহ্মের ভেদবুদ্ধি থাকে না, অভেদজ্ঞান হইলেই পুরুষ মুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে যিনি নিমিত্ত সেই পরমব্রহ্মই আমি॥ ৮॥

স্বরূপানুসন্ধানরূপস্তুরীয়ঃ
পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ।
শৃণোতি বা নিত্যং মদ্‌যুক্তচিত্তো
ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকা সম্পূর্ণা ॥

ভক্তিরেব ভাবোঽসাধারণধর্ম্মো যস্য স ভক্তিভাবাপন্ন ইত্যর্থঃ। য ইতিশেষঃ। মনুষ্যঃ আদরাৎ পঠেৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং পঠতীত্যর্থঃ মদ্‌সক্তচিত্তঃ মদ্‌গতহৃদয়ঃ সন্ নিত্যং সর্ব্বদা শৃণোতি বা। স ইত্যাহং। অত্রৈব ইহৈব জগতি বেদপ্রমাণাৎ "স বৈ বিষ্ণুঃ ব্রহ্মধ্যায়ী" ইত্যাদি বেদবচনাৎ বিষ্ণুঃ বিষ্ণুতুল্যো ভবেৎ। পরং নিত্যং তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম অহমেবাস্মি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতয়া শাঙ্কর্য্যা ব্যাখ্যয়া সমেতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকা সমাপ্তা ॥ • ॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানশালী সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থার বহির্ভূত ভক্তিভাবাপন্ন যে মানব এই গ্রন্থ পাঠ করে, অথবা বিষ্ণুগতচিত্ত হইয়া শ্রবণ করে, সে এই জগতে বিষ্ণুতুল্য হয়। ব্রহ্মানুসন্ধানকারী ব্যক্তি যে বিষ্ণুতুল্য, ইহা বেদে কথিত আছে ॥ ৯ ॥

হস্তামলকম্।

কস্ত্বং শিশো! কস্য কুতোঽসি গন্তা,
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধম্
মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥
নাহং মনুষ্যো নচ দেবযক্ষৌ,
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।

ক ইতি। ধ্যানেন কমপি শিশুং দৃষ্ট্বা আত্মবোধায় পৃচ্ছতি। অথবা শিশুরূপধারিণং জ্ঞানপ্রদানায়াবির্ভূতং মহাদেবং প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা পৃচ্ছতি। হে শিশো! ত্বং কঃ দেবাদিষু মধ্যে কতমঃ কস্য পুত্র ইতি শেষঃ। অসি ত্বং কুতঃ কুত্র গন্তাসি গমিষ্যসি, তে তব কিং নাম কুতঃ কস্মাৎ আগতোঽসি, অসি ত্বং প্রীতিবিবর্দ্ধনঃ মম আনন্দোৎপাদকঃ ত্বাং দৃষ্ট্বা মম নৈসর্গিকানন্দো জায়তে ইতি ভাবঃ। মৎপ্রীতয়ে মম সন্তোষায় সুপ্রসিদ্ধং সুস্পষ্টং এতৎ বদ কথয়। তব পরিচয়েন মাং কৃতার্থয় ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নেতি। অহং মনুষ্যো ন, দেবযক্ষৌ নচ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ন, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী ন, গৃহী গৃহস্থো ন, বনস্থো ন, নচ ভিক্ষুঃ ভিক্ষোপজীবী। অহং

বঙ্গানুবাদ।

ধ্যানের দ্বারা কল্পিত কোনও অনির্ব্বচনীয় শিশুরূপ পুরুষকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে শিশো! তুমি কে কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় গমন করিবা, তোমার নাম কি, তোমাকে দর্শন করিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে, তুমি স্পষ্টরূপে উত্তর প্রদান করিয়া আমার প্রীতি উৎপাদন কর ॥ ১ ॥

আমি মনুষ্য, দেব, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নহি। ব্রহ্মচারী বা গৃহী

ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো,
ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥
নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ,
নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।
রবিলোকচেষ্টানিমিত্তং যথাহং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা। ৩ ॥
যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপম্,
মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকম্
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

নিজঃ স্বয়ং বোধরূপঃ জ্ঞানস্বরূপোঽহমাত্মা ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নিমিত্তমিতি। অয়ং প্রত্যক্ষদৃশ্যমানো রবিঃ সূর্য্যঃ যথা লোকানাং চেষ্টায়াঃ নিমিত্তং কারণং। তথেতি শেষঃ। মনশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রামপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তং হেতুভূতঃ নিরস্তঃ অপাকৃতঃ অখিলঃ সমগ্রঃ উপাধিঃ নিদ্রালস্যপ্রভৃতির্যেন সঃ। আকাশকল্পঃ নিরুপাধিত্বাৎ আকাশতুল্যঃ। য ইতি শেষঃ। সোঽহং নিত্যোপলব্ধিঃ নিত্যজ্ঞানং তৎস্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

যমিতি। অগ্ন্যুষ্ণবৎ বহ্নেরুষ্ণতাবৎ নিত্যবোধঃ স্বরূপং যস্য তং অগ্নেরুষ্ণতা যথা ন পৃথক্ প্রতীয়তে ব্রহ্মণো নিত্যজ্ঞানং তদ্বদ্বোধ্যং, নিষ্কম্পং নিশ্চলং একং

বঙ্গানুবাদ।

বা ভিক্ষুক নহি, আমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ২ ॥

সূর্য্য যেমন জীবগণের চেষ্টার প্রতি কারণ, সেইরূপ যিনি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দর্শনাদিপ্রবৃত্তির প্রতি কারণ, সর্ব্বপ্রকার নিদ্রালস্যাদি উপাধিবিহীন নিষ্ক্রিয়হেতুক আকাশতুল্য সেই আমি নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্‌ত্বেন নৈবাস্তি জাতু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫

অদ্বিতীয়ং যং আশ্রিত্য অবোধাত্মকানি অজ্ঞানস্বরূপাণি মনশ্চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তন্তে স্বস্বকার্য্যে প্রবৃত্তানি ভবন্তি সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ৪ ॥

মুখেতি। দর্পণে দৃশ্যমানঃ মুখাভাসকঃ মুখপ্রতিবিম্বঃ মুখাৎ তস্য মুখাভিন্নত্বাদিত্যর্থঃ জাতু কদাচিৎ পৃথক্‌ত্বেন নৈবাস্তি দর্পণে মুখপ্রতিবিম্বঃ যথা মুখাৎ ন পৃথক্ বস্তু ইত্যর্থঃ তদ্বৎ তথা ধীষু বুদ্ধিষু চিদাভাসকঃ জ্ঞানপ্রতিবিম্বঃ জীবোঽপি, নিত্যজ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো ন পৃথগিত্যর্থঃ সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নি ও উষ্ণতা যেমন পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান হইতে পৃথক্ বস্তু নয়, নিত্যজ্ঞানরূপ নিশ্চল অদ্বিতীয় স্বরূপ যাহাকে আশ্রয় করিয়া অচেতন অজ্ঞানরূপ ইন্দ্রিয়সকল দর্শনাদিরূপ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গণ স্বাধীনভাবে কখনও কার্য্যক্ষম হয় না, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ॥ ৪ ॥

দর্পণে দৃশ্যমান মুখপ্রতিবিম্ব, প্রকৃত মুখ হইতে যেমন পৃথক্ পদার্থ নহে, সেইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ জীব ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়, বুদ্ধির অভাব হইলে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ জীবের প্রতীতি হয় না, ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে জীব বলিয়া বেদান্তাদিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ॥ ৫ ॥

যথা দর্পণাভাবেনাভাসহানৌ,
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৬ ॥
মনশ্চক্ষুরাদের্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো,
মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

যথেতি। দর্পণাভাবেন আভাসহানৌ সতি যথা কল্পনাহীনং প্রকৃতং একং কেবলং মুখং বিদ্যতে, দর্পণাভাবাৎ প্রতিবিম্বাভাবে সতি কেবলং প্রকৃতং মুখমেব বিদ্যতে কল্পিতমুখমবলপ্যতে ইতি ভাবঃ। তথা তদ্বৎ ধীবিয়োগে বুদ্ধিবিরহে সতি যঃ নিরাভাসকঃ প্রতিবিম্বহীনঃ, বুদ্ধ্যভাবেন প্রতিবিম্বরূপজীবাভাবাৎ প্রকৃতং ব্রহ্মৈব তিষ্ঠতীতি তাৎপর্য্যং, সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ৬ ॥

মনইতি। যঃ স্বয়ং মনশ্চক্ষুরাদিবিমুক্তঃ ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। এবং মনশ্চক্ষুরাদেঃ মনশ্চক্ষুরাদিঃ ইন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। যং বিনা চক্ষুরাদিকং স্বস্বকার্য্যাক্ষমং ভবতীতি ভাবঃ। মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে মনসঃ কেনচিদপরিগণিতত্বাৎ মনঃপদং পৃথগুক্তমিতি চিন্তনীয়ং। সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন দর্পণাভাবহেতুক প্রতিবিম্বের অভাব হইলে কেবল যথার্থ মুখই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধির অভাবে যাহার প্রতিবিম্বরূপ জীবের অভাব হয় ও যিনি বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৬ ॥

যিনি ইন্দ্রিয়বিহীন ও ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়স্বরূপ অর্থাৎ যাহার অধিষ্ঠানদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল পরিচালিত হয় এবং যিনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অর্থাৎ স্থূলেন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে জানিতে পারা যায় না। আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৭ ॥

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥
যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবির্ন
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যম্।
অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

য ইতি। যঃ স্বতঃ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপোঽপি, শরাবঃ মৃত্তিকাদিনির্ম্মিতপাত্রবিশেষস্তদুদকস্থ একোঽদ্বিতীয়ঃ ভানুঃ রবির্যথা নানেব ভাতীতি শেষঃ। তথৈবাহং। ধীষু বুদ্ধিষু নানেব বিভাতি প্রকাশতে, নানাপাত্রস্থজলে প্রতিবিম্বিতো রবিঃ যথা বহুত্বেন প্রতীয়তে তথা ব্রহ্ম নানাবুদ্ধিষু নানারূপত্বেন প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ। সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ৮ ॥

যথেতি। যথা অনেকচক্ষুষাং প্রকাশঃ প্রকাশকঃ রবিঃ ক্রমেণ প্রকাশ্যং বস্ত্বিতি শেষঃ। ন প্রকাশীকরোতি, রবিঃ যাবতীয়পদার্থান্ যুগপদেব প্রকাশয়তীতি ভাবঃ। তথা তদ্বৎ অনেকা ধিয়ঃ যেন যুগপৎ প্রকাশিতা ইত্যাদি পূরণীয়ং, যঃ একপ্রবোধঃ অদ্বিতীয়জ্ঞানরূপঃ সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অনেক পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত একসূর্য্য যেমন অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াও দ্বিতীয়রহিত এবং নানাবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হয়েন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৮ ॥

অনেক পদার্থের প্রকাশক এক সূর্য্য যেমন ক্রমে ক্রমে বস্তুপ্রকাশ না করিয়া এককালীন সমস্ত বিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যিনি অদ্বিতীয় বোধরূপ এককালীন অনেক বুদ্ধিকে প্রকাশ করেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৯ ॥

বিবস্বৎপ্রভাতং যথা রূপমক্ষং,
প্রগৃহ্লাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্।
তথাভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥
যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু,
স্থিরাস্বপ্যনন্যবিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবম্,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

বিবস্বদিতি। যথা বিবস্বতা সূর্য্যেণ প্রভাতং প্রকাশিতং অক্ষং চক্ষুঃ রূপং প্রগৃহ্লাতি অভাতং অপ্রকাশিতং নৈবং ন রূপং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। সূর্য্যালোকং বিনা চক্ষুঃ রূপপ্রত্যক্ষে ন কারণং কিন্তু সূর্য্যালোকেন প্রকাশিতং রূপং গৃহ্লাতীতি ফলিতার্থঃ। তথা তদ্বৎ একো বিবস্বান্ ভাতঃ প্রকাশিতঃ সন্ যস্য তেজসা ইত্যধ্যাহার্য্যং অক্ষং চক্ষুঃ আভাসয়তি প্রকাশয়তি সোঽহং নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১০ ॥

যথেতি। এক সূর্য্যঃ যথা চলাসু অপ্সু অনেকোঽপি এবং স্থিরাসু অপ্সু ইত্যর্থঃ। অনন্যবিভাব্যস্বরূপঃ স্থিরঃ প্রতীয়তে ইতি শেষঃ তথা একঃ অদ্বিতীয়শ্চ য ইতি শেষঃ। চলাসু চঞ্চলাসু প্রভিন্নাসু চঞ্চলভিন্নাসু স্থিরাস্বিত্যর্থঃ ধীষু বুদ্ধিষু এবং সূর্য্যবৎ স্থিরচঞ্চলত্বভেদেন নানারূপত্বেন প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। সূর্য্যো যথা [illegible] স্থিরচঞ্চলত্বভেদেন বহুবিধো দৃশ্যতে তথা যো নানাবুদ্ধিষু স্থিরচঞ্চলত্বভেদেন [illegible] দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

চক্ষু যেমন সূর্য্যালোকদ্বারা প্রকাশিত রূপাদি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সূর্য্যও যাহার তেজঃপুঞ্জদ্বারা প্রকাশিত হইয়া চক্ষুঃপ্রভৃতি বস্তু সমুদায়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১০ ॥

এক সূর্য্য যেমন জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থির ও চঞ্চলভেদে নানাবিধ আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যিনি স্থির ও চঞ্চলভেদে নানাবুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১১ ॥

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কম্,
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং,
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপম্
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩ ॥

ঘন ইতি। ঘনেন মেঘেন আচ্ছন্না আচ্ছাদিতা দৃষ্টির্দর্শনং যস্য সঃ অতিমূঢ়ঃ অতিশয়াজ্ঞানবান্ সো জনঃ ঘনেনাচ্ছন্নং ঘনেনাবৃতং অর্কং সূর্য্যং যথা নিষ্প্রভং প্রভাহীনং মন্যতে জানাতি তস্যেতি শেষঃ। মূঢ়দৃষ্টেঃ অজ্ঞানান্ধস্য তথা তদ্বৎ যঃ বদ্ধবদ্ভাতি মায়োপহিতবৎ প্রকাশতে, বিষয়ৈঃ নির্লিপ্তোঽপি লিপ্তবৎ ভাতীত্যর্থঃ। সোঽহং নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১২ ॥

সমস্তেম্বিতি। সমস্তেষু বস্তুষু যাবতীয়পদার্থেষু অনুস্যূতং অনুবিদ্ধং একং অদ্বিতীয়ং বিয়দ্বৎ আকাশমিব সদা শুদ্ধং নির্ম্মলং অচ্ছস্বরূপং নির্লিপ্তমিত্যর্থঃ। যং সমস্তানি বস্তূনি ন স্পৃশন্তি নস্থাবিলং কর্ত্তুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। সোঽহং নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মা ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

মেঘাচ্ছন্নচক্ষু অতিমূঢ় মানবগণ মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যকে যেমন প্রভাহীন বলিয়া মনে করে, সেই মূঢ়দৃষ্টি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে যিনি সেইরূপ বদ্ধের ন্যায় ও মায়াযুক্তের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ॥ ১২ ॥

যিনি সমস্তবস্তুতে সংলগ্ন ও অদ্বিতীয়, যাহাকে কোন পদার্থ স্পর্শ করিতে পারেনা অর্থাৎ যিনি নির্লিপ্ত, আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ আমি সেই নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা ॥ ১৩ ॥

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাম্,
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বম্
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো! ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হস্তামলকম্ সমাপ্তম্।

উপাধাবিতি। সন্মণীনাং শুদ্ধস্ফটিকাদিমণীনাং উপাধৌ যথা ভেদতা ভেদঃ [illegible]ত ইতি শেষঃ সন্নিহিতবস্ত্বন্তরপ্রভয়া স্ফটিকাদিমণিঃ যথা নানাবর্ণশালি- [illegible] প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ। বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি তবাপি তথা তদ্বৎ ভেদতা প্রতীয়তে [illegible]। বুদ্ধিভেদাদেব তব ভেদ ইত্যর্থঃ, চন্দ্রকাণাং চন্দ্রপ্রতিবিম্বানাং জলে জলমধ্যে যথা চঞ্চলত্বং অস্থিরত্বং লক্ষ্যতে ইতি শেষঃ, হে বিষ্ণো! ইহ জগতি তবাপি তথা চঞ্চলত্বং লক্ষ্যতে ইতি শেষঃ। বুদ্ধিভেদেন স্থিরস্যাপি তব চাঞ্চল্য- প্রতীতিরিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধস্ফটিকাদি মণি যেমন নিকটস্থ অন্যান্য বস্তুর প্রভায় নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ বুদ্ধিভেদে তোমারও নানারূপতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইলে যেমন চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, হে বিষ্ণো! তোমারও এই জগতে বুদ্ধিভেদে তদ্রূপ চঞ্চলতা লক্ষ্য হয় ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথ ভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা সমাপ্তা, বঙ্গানুবাদশ্চ সমাপ্তঃ ॥

কৌপীনপঞ্চকং

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো
ভিক্ষান্নমাত্রেণচ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণং চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ১ ॥

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ২ ॥

বেদান্ত ইতি। বেদান্তবাক্যেষু বেদান্তশাস্ত্রোক্তকথাসু সদা নিত্যং রমন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ ভিক্ষাপ্রাপ্তান্নাদিনা তুষ্টিমন্তঃ সন্তোষবন্তঃ অশোকং শোকরহিতং অন্তঃকরণং যথা স্যাৎ তথা চরন্তঃ বিচরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ কৌপীনধারিণঃ খলু নিশ্চিতং ভাগ্যবন্তঃ ভাগ্যশালিনঃ। কৌপীনবতাং কুতোঽপি ভয়ং শোকতাপাদিবা নাস্তীত্যত উক্তং ভাগ্যবন্ত ইতিভাবঃ ॥ ১ ॥

মূলমিতি। কেবলং তরোঃ বৃক্ষস্য মূলং আশ্রয়ন্তঃ তরুমূলবাসিন ইত্যর্থঃ পাণিদ্বয়ং হস্তদ্বয়ং ভোক্তুং অমন্ত্রয়ন্তঃ অপ্রেরয়ন্তঃ ভোজনায় কেবলং হস্তদ্বয়ং ন প্রেরয়ন্তীত্যর্থঃ। শ্রীমপি লক্ষ্মীমপি কন্থামিব কুৎসয়ন্তঃ নিন্দন্তঃ। কন্থাশব্দেন সূত্রবদ্ধচ্ছিন্নবস্ত্রচয়ো বোধ্যঃ। কৌপীনবন্তঃ খলু নিশ্চিতং ভাগ্যবন্তঃ শুভাদৃষ্টশালিনঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বদা বেদান্তশাস্ত্রপর্য্যালোচনায় নিরতভিক্ষাপ্রাপ্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নাদিদ্বারায় সন্তুষ্ট, শোকশূন্য হৃদয়ে সর্ব্বদা বিচরণকারী কৌপীনধারী ব্যক্তিগণই জগতে ধন্য ও ভাগ্যশীল ॥ ১ ॥

বৃক্ষমূল যাঁহাদের বাসস্থান, কেবল ভোজনের জন্য যাঁহারা হস্তদ্বয় ব্যবহার করে না লক্ষ্মীকে সামান্য কন্থা বা সূত্রবদ্ধ ছিন্ন বসনের ন্যায় যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই কৌপীনধারী মহাত্মগণই সংসারে ভাগ্যবান্ ও মহাপুরুষ, নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোনরূপ দুঃখ হয় না ॥ ২ ॥

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৩ ॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৪ ॥

স্বইতি। স্বস্য নিজস্য আনন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সন্তোষবন্তঃ নিজানন্দেনৈব সর্ব্বদা আনন্দিন ইত্যর্থঃ। সুশান্তানাং নিশ্চলানাং সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিমন্তঃ প্রত্যক্ষাদিমন্ত ইত্যর্থঃ। অহর্নিশং রাত্রিন্দিবং ব্রহ্মসুখে ব্রহ্মচিন্তাজন্যানন্দে রমন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ কৌপীনধারিণঃ খলু নিশ্চিতং ভাগ্যবন্তঃ শুভাদৃষ্টবন্তঃ ॥ ৩ ॥

দেহাদীতি। দেহাদীনাং শরীরেন্দ্রিয়াণাং ভাবং ধর্ম্মং দর্শনস্পর্শনাদীন্ তদভাবাদীংশ্চ পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বেচ্ছানুসারেণ দেহাদিকং চালয়ন্ত ইত্যর্থঃ। আত্মনি পরমাত্মনি স্বস্য আত্মানং অবলোকয়ন্তঃ পশ্যন্তঃ। অন্তং মধ্যং বহিঃ কালমিতি শেষঃ ন স্মরন্তঃ সুখকালং দুঃখকালং বা ন স্মরন্ত ইতি ভাবঃ। কৌপীনবন্তঃ খলু নিশ্চিতং ভাগ্যবন্তঃ শুভাদৃষ্টবন্তঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহারা সর্ব্বদা নিজের হৃদয়ানন্দেই আনন্দিত, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল শান্তভাবে নিজ নিজ দর্শনাদিকার্য্য করিয়া থাকে, দিবারাত্রি যাঁহারা ব্রহ্মচিন্তাজনিত সুখ অনুভব করেন ও যাঁহারা কৌপীনধারী তাঁহারাই জগতে শুভাদৃষ্টশালী ও ধন্য ॥ ৩ ॥

যাঁহারা শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের বিষয় স্বেচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করেন ও পরমাত্মাতে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন, অন্ত মধ্য আদি কিছুই স্মরণ করেন না, সেই কৌপীনধারী মহাত্মারাই জগতে ভাগ্যবান্ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো
ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীশ্রীপতিনাগভট্ট-চার্য্যবিরচিতশাঙ্করীব্যাখ্যাসমেতং কৌপীনপঞ্চকম্ সমাপ্তম্।

ব্রহ্মাক্ষরমিতি। পাবনং পবিত্রং ব্রহ্মাক্ষরং ব্রহ্মেত্যক্ষরচয়ং উচ্চরন্ত অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি বিভাবয়ন্তঃ চিন্তয়ন্তঃ। ভিক্ষালব্ধং অশ্নন্তি যে তে ভিক্ষাশিনঃ ভিক্ষা-লব্ধান্নভোজিন ইত্যর্থঃ। দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ বিচরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু নিশ্চিতং ভাগ্যবন্তঃ শুভাদৃষ্টশালিনঃ॥ ৫॥ ০॥ ০॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহারা ব্রহ্ম এই অক্ষর কয়টি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তা করেন, ভিক্ষাপ্রাপ্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নাদিদ্বারা শরীরধারণ করেন, এবং অনবরত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন, কৌপীনধারী সেই মহাত্মা ব্যক্তিগণই ধন্য ও জগতে ভাগ্যবান্॥ ৫॥

ব্রহ্মনামাবলীমালা।

সকৃচ্ছ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং যতো ভবেৎ।
ব্রহ্মনামাবলীমালা সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥
অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসন্দেহঃ পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ২ ॥

সকৃদিতি। সকৃৎ বারমেকং শ্রবণমাত্রেণ যতঃ ব্রহ্মনামাবলীশ্রবণমাত্রতঃ ব্রহ্মজ্ঞানং ভবেৎ। সেতি শেষঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মুক্তিসিদ্ধয়ে মুক্তয়ে ব্রহ্মনামাবলীমালা তন্নাম গ্রন্থঃ প্রণীয়ত ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

অসঙ্গ ইতি। ন বিদ্যতে সঙ্গো যস্য সঃ প্রাণিসঙ্গবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ অহং অসঙ্গঃ নির্লিপ্তঃ পুনঃ পুনঃ সর্ব্বদা ন বিদ্যতে সন্দেহো যস্য সঃ সর্ব্বদা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানবানিত্যর্থঃ অহং সচ্চিদানন্দরূপঃ জ্ঞানসুখাত্মাত্মকঃ অহং অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ অহমেব কেবলং অহং মত্তো নান্যোঽস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

একবার শ্রবণ করিলে যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, প্রাণিগণের মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য সেই ব্রহ্মনামাবলীমালা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি ॥ ১ ॥

আমি সঙ্গবর্জ্জিত ও নির্লিপ্ত অর্থাৎ কোন বিষয়ে আমার আসক্তি নাই, আমার কোনরূপ সন্দেহ নাই, আমি আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ, আমি অবিনাশী, আমিই কেবল আমা হইতে অন্য কোনও পদার্থ নাহি ॥ ২ ॥

নিত্যশুদ্ধো বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহমব্যয়ঃ।
ভূমানন্দস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৩ ॥
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৪ ॥
শুদ্ধচৈতন্যরূপোঽহমাত্মারামোঽহমেবচ।
অখণ্ডানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৫ ॥

নিত্যইতি। অহং নিত্যশুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ অবিদ্যাবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ বিমুক্তঃ দুঃখানবচ্ছিন্নসুখবান্ অহং নিরাকারঃ হস্তপদাদিবিশিষ্টাকৃতিরহিতঃ অহং অব্যয়ঃ অবিনাশী অহং নিত্যানন্দস্বরূপঃ অহমেব মত্তো নান্য ইত্যর্থঃ অহং অব্যয়ঃ ক্ষয়োদয়রহিতঃ ॥ ৩ ॥

নিত্য ইতি। অহং নিত্যঃ অহং নিরবদ্যঃ অনিন্দিতঃ অহং নিরাকারঃ অক্ষয়ঃ অহং পরমানন্দরূপঃ অহমেব অহং অব্যয়ঃ। ব্রহ্মনামাবলীগ্রন্থোক্তশ্লোকানাং উপাসনাপ্রযোজকত্বাৎ ন পুনঃ পুনঃ একার্থপ্রয়োগোক্তির্দোষায়েতি বিভাবনীয়ং ॥ ৪ ॥

শুদ্ধইতি। অহং শুদ্ধচৈতন্যরূপঃ নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপঃ অহং আত্মনা স্বয়মেব রমতে ক্রীড়তে আত্মারামঃ অহমেব কেবলঃ অহমেব পুরুষ ইত্যর্থঃ অহং অখণ্ডানন্দরূপঃ অহং অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ অহমেব মত্তোঽন্যো নিত্যো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি মুক্ত নিত্য নির্ম্মল, আমি নিরাকার আমি অক্ষয় আমি নিত্যানন্দস্বরূপ আমি অব্যয়, অহং পদবাচ্য আমি ॥ ৩ ॥

আমি নিত্য ও অনিন্দনীয় আমি নিরাকার আমি অক্ষয় আমি পরমানন্দস্বরূপ ও অহংপদবাচ্য অক্ষয় ব্রহ্ম আমি ॥ ৪ ॥

আমি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আমি আত্মারাম আমি অখণ্ডানন্দস্বরূপ আমি ক্ষয়রহিত আমিই অহংপদবাচ্য আমা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নাই ॥ ৫ ॥

স্বয়ম্প্রকাশরূপোঽহং চিন্ময়োঽহং পরোঽস্ম্যহম্
অদ্বৈতানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥
শাশ্বতানন্দরূপোঽহং শান্তোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥
তত্ত্বাতীতঃ পরাত্মাহং মধ্যাতীতঃ পরঃ শিবঃ।
মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৮ ॥

স্বয়মিতি। অহং স্বয়ম্প্রকাশরূপঃ মৎপ্রকাশকো নাস্তীত্যর্থঃ। অহং চিন্ময়ঃ জ্ঞানময়ঃ অহং পরঃ প্রকৃতেরিতি শেষঃ। অহমস্মি অহমেব অহং অদ্বৈতানন্দরূপঃ অদ্বিতীয়ানন্দস্বরূপঃ অহং অব্যয়ঃ অহমেব নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শাশ্বতেতি। অহং শাশ্বতানন্দরূপঃ নিত্যানন্দস্বরূপঃ অহং শান্তঃ বুদ্ধ্যাদি-গুণবান্ অহং প্রকৃতেঃ পরঃ ভিন্নঃ অহং প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপঃ সকলপদার্থগত-চেতনস্বরূপঃ অহং অব্যয়ঃ অহমেব অহংপদবাচ্যঃ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বেতি। অহং পরমাত্মা তত্ত্বাতীতঃ নির্গুণঃ সগুণো বা ইত্যাদিবিচারা-তীতঃ, মধ্যাতীতঃ মধ্যভাবরহিতঃ পরঃ শিবঃ শিবস্বরূপঃ মায়ায়াঃ অতীতঃ মায়া-রহিতঃ পরং প্রধানং জ্যোতিঃ জ্যোতিঃস্বরূপঃ অহং অব্যয়ঃ অহমেব ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি নিজেই প্রকাশস্বরূপ, আমি জ্ঞানময়, আমি পরমাত্মা, আমি অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ অহংপদার্থ, আমি ক্ষয়রহিত পরমব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি শান্ত এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্, আমি যাবতীয় পদার্থগত চেতনস্বরূপ, আমিই অহংপদবাচ্য বিনাশহীন ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

আমি তত্ত্বাতীত পরমাত্মা অর্থাৎ আমি যথার্থ কি অযথার্থ তাহা কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, আমি মধ্যভাবরহিত প্রধান ও মঙ্গলময় অর্থাৎ আমার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি কোন ভাব নাই এবং আমি মায়াবিহীন পরম জ্যোতিঃস্বরূপ অহংপদবাচ্য, আমিই ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

নামরূপব্যতীতোঽহং চিদাকারোঽহমচ্যুতঃ।
সুখপ্রকাশরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥
মায়াতৎকার্য্যদেহাদির্মম নাস্ত্যেব সর্ব্বদা।
স্বপ্রকাশৈকরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥
গুণত্রয়ব্যতীতোঽহং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহম্।
অনন্তানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১১ ॥

নামেতি। অহং নামরূপাভ্যাং ব্যতীতঃ নামরূপবিহীনঃ অহং চিদাকারঃ জ্ঞানাকারঃ অহং অচ্যুতঃ অবিকারী অহং সুখপ্রকাশরূপঃ অনন্যাধীনপ্রকাশস্বরূপঃ অহমেব অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ ॥ ৯ ॥

মায়েতি। সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্ কালে মম মায়া অবিদ্যা তস্যাঃ কার্য্যং দেহাদিঃ শরীরপ্রভৃতিঃ নাস্ত্যেব অহং স্বপ্রকাশৈকরূপঃ স্বতঃপ্রকাশিতরূপবান্ অহমেবাহং অব্যয়ঃ ক্ষয়রহিতঃ ॥ ১০ ॥

গুণেতি। অহং গুণত্রয়ব্যতীতঃ গুণত্রয়েণ সত্ত্বরজস্তমঃপ্রভৃতিগুণেন নির্লিপ্তঃ ব্রহ্মাদীনাং দেববৃন্দানাং অহং সাক্ষী, মামাশ্রিত্য দেবাঃ দেবত্বসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ অহং অনন্তানন্দরূপঃ অহং অব্যয়ঃ অহমেব অহংপদবাচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমার নাম ও রূপাদি নাই, আমি জ্ঞানাকার অন্য কোনরূপ আমার আকৃতি নাই, আমার বিনাশ নাই, আমি নিজেই প্রকাশস্বরূপ, আমাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, আমিই অক্ষর ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

আমার মায়া নাই এবং মায়ারচিত দেহাদি নাই, আমি স্বভাবতই প্রকাশস্বরূপ, আমি অক্ষয় আমিই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

আমি সত্ত্বরজতমঃ প্রভৃতি গুণদ্বারা নির্লিপ্ত এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সাক্ষী অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে, আমি অসীম আনন্দময়, আমি অক্ষয়, অহংপদবাচ্য আমিই ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

অন্তর্যামিস্বরূপোঽহং কূটস্থঃ সর্ব্বগোঽস্ম্যহম্ ॥
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥
দ্বন্দ্বাদিসাক্ষিরূপোঽহমচলোঽহং সদোদিতঃ।
সর্ব্বস্বরূপরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥
নিষ্কলোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽহং সর্ব্বাত্মা চ সনাতনঃ।
অক্ষরস্বরূপশ্চাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তরিতি। অহং অন্তর্যামিস্বরূপঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডবৃত্তান্তং স্বয়মেব জানামি ইত্যর্থঃ অহং কূটস্থঃ শরীরাদিনিষ্ঠঃ অহং সর্ব্বগঃ সর্ব্বব্যাপী অস্মি ভবামি অহং পরমানন্দরূপঃ অহমেব অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥

দ্বন্দ্বেতি। দ্বন্দ্বাদীনাং সুখদুঃখশীতগ্রীষ্মপ্রভৃতীনাং অহং সাক্ষিরূপঃ প্রবর্ত্তক ইতি যাবৎ, অহং অচলঃ নিশ্চলঃ। অহং সদা নিত্যং উদিতঃ উদয়ো যস্য সঃ নিত্যোদয় ইত্যর্থঃ অহং সর্ব্বরূপস্বরূপঃ যাবতীয়রূপস্বরূপঃ অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অহমেব ব্রহ্ম ইতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

নিষ্কল ইতি। অহং নিষ্কলঃ নির্লিপ্তঃ অহং নিষ্ক্রিয়ঃ ক্রিয়াহীনঃ সর্ব্বেষাং আত্মা সনাতনঃ নিত্যঃ অহং অক্ষরস্বরূপঃ বর্ণরূপঃ। অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অহমেব ব্রহ্ম ইতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি অন্তর্যামিস্বরূপ অর্থাৎ যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত আমি যুগপৎ জানিতে পারি, আমি কূটস্থ অর্থাৎ শরীরপ্রভৃতি বিষয়ে বর্ত্তমান, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি পরমানন্দরূপ, আমি অক্ষয় ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

আমি দ্বন্দ্বাদি সাক্ষিস্বরূপ অর্থাৎ সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি আমাকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, আমি নিশ্চল আমার নিত্যই বিকাশ, আমি সকলরূপ-স্বরূপ অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থের মূর্ত্তিস্বরূপ, অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত আমিই ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

আমি নির্লিপ্ত, আমি ক্রিয়াহীন, আমি নিত্য ও যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠাতা, আমি ককারাদি বর্ণস্বরূপ, অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত আমিই ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

প্রজ্ঞানঘন এবাহং বিজ্ঞানঘন এবচ।
অকর্ত্তাহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥
নিরাধারস্বরূপোঽহং সর্ব্বাধারোঽহমেবচ।
আপ্তকামস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥
তাপত্রয়বিমুক্তোঽহং দেহত্রয়বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥

প্রজ্ঞান ইতি। অহমেব বিজ্ঞানঘনঃ বিজ্ঞানযুক্তঃ এব এবং প্রজ্ঞানঘনঃ প্রজ্ঞানযুক্তঃ অহং অকর্ত্তা ন কদাপি পদার্থ করোমীত্যর্থ অহং অভোক্তা ন বিষয়-ভোগবান্ অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ অহমেব ব্রহ্ম ইতিশেষঃ ॥ ১৫ ॥

নিরাধার ইতি। অহং নিরাধারস্বরূপঃ মম অধিকরণং নাস্তীত্যর্থঃ। অহমেব সর্ব্বেষাং পদার্থানাং আধারঃ আশ্রয়ঃ অহং আত্মনঃ স্বস্য কামঃ অভিলাষঃ তৎস্বরূপঃ অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ অহমেব ব্রহ্ম ইতিশেষঃ ॥ ১৬ ॥

তাপ ইতি। অহং তাপত্রয়ৈঃ আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাদিতাপৈঃ বিমুক্তঃ নাহং তাপত্রয়েণ পরাভূয়ে ইত্যর্থঃ। দেহত্রয়াৎ স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহাদিভ্যঃ বিলক্ষণঃ বিভিন্নঃ নাহং দেহবানিত্যর্থঃ। অস্মি অহং অবস্থাত্রয়াণাং জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তিপ্রভৃতীনাং সাক্ষী দ্রষ্টা অহং অবস্থাত্রয়বহির্ভূত ইতিভাবঃ। অহং অহংপদ-বাচ্যঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ অহমেব ব্রহ্ম ইতিশেষঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি প্রজ্ঞান, আমি বিজ্ঞান। আমি কর্ত্তা নহি ও ভোক্তা নহি, অহংপদে যাহা বোধ হয় তাহা আমি, আমিই অক্ষয় ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥

আমার আধার নাই আমিই সকল বস্তুর আধার, অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় পদার্থ বিরাজমান, আমি নিজের অভিলাষস্বরূপ অর্থাৎ আমার অভিলাষ নাই অহংপদবাচ আমিই ব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

আমি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকনামক দুঃখত্রয়ের বহির্ভূত। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিন প্রকার দেহের মধ্যে আমার কোনও দেহ নাই, আমি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ অর্থাৎ আমার কোন অবস্থা নাই, অহংপদবাচ্য আমিই ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৭

দৃগ্ দৃশ্যাদিপদার্থোঽস্তি পরস্পরবিলক্ষণঃ।
দৃগ্ ব্রহ্ম দৃশ্যা মায়েতি সর্ব্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১৮॥
ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্ ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১৯॥
অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাদ্বিবিচ্যৈব পুনঃ পুনঃ।
স এব মুক্তো বিদ্বান্ স ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২০॥

দৃগিতি। পরস্পরবিলক্ষণঃ ইতরেতরভিন্নঃ দৃগ্ দ্রষ্টা দৃশ্যা জগৎ তদাদিঃ পদার্থঃ অস্তি বর্ত্ততে, দৃগ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব সকলবস্তূনাং দ্রষ্টা ইতি ভাবঃ। দৃশ্যা মায়া দৃশ্যা-পদেন মায়ৈবাভিহিতা এবঞ্চ মায়া জগদেব নানাদিতি বিভাবনীয়ং, সর্ব্বঃ সকলঃ বেদান্তডিণ্ডিমঃ বেদান্তশাস্ত্রবেত্তা ইতি প্রাহেতি শেষঃ॥ ১৮॥

ঘটইতি। ঘটঃ কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট জলাধারবিশেষঃ কুড্যং ভিত্তিবিশেষঃ, তৎপ্রভৃতিঃ হি নিশ্চিতং মৃত্তিকামাত্রমেব কেবলং মৃত্তিকাপরিণামএব তদ্বৎ তথা সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্মাভিন্নং নেতি ভাবঃ। বেদান্তডিণ্ডিমঃ বেদান্তশাস্ত্রবিদ্ ইতি প্রাহেতি শেষঃ॥ ১৯॥

অহমিতি। যো জনঃ পুনঃ পুনঃ বিবিচ্য তর্কাদিনা বিচার্য এব অহং সাক্ষী দ্রষ্টা ইতি বিদ্যাৎ জানীয়াৎ সএব জনঃ মুক্তঃ স বিদ্বান্ পণ্ডিতঃ বেদান্তডিণ্ডিমঃ বেদান্তশাস্ত্রদর্শী ইতি প্রাহেতি শেষঃ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ।

পরস্পর বিভিন্ন দৃগ্ দৃশ্যা প্রভৃতি পদার্থ আছে। ব্রহ্মের নাম দৃক্ অর্থাৎ দ্রষ্টা মায়া দৃশ্যাশব্দে অভিহিত। এই জগৎ কেবল মায়ামাত্র। ইহা বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন॥ ১৮॥

ঘট ও কুড্য (ভিত্তি) প্রভৃতি সমস্তই মৃত্তিকামাত্র সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মাভিন্ন কোন পদার্থ নাই। ইহা বেদান্তশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি তর্কদ্বারা বিচারপূর্ব্বক আমি যাবতীয় পদার্থের সাক্ষী এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই মুক্ত ও বিদ্বান্। ইহা বেদান্তশাস্ত্রে কথিত আছে॥ ২০॥

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেবতু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২১ ॥
অন্তর্জ্যোতির্বহির্জ্যোতিঃ প্রত্যগ্‌জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবো-
হস্ম্যহং ॥ ২২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ বিরচিতা ব্রহ্মনামাবলীমালা সমাপ্তা ॥

ব্রহ্ম ইতি। ব্রহ্ম সত্যং নিত্যং জগৎ মিথ্যা অনিত্যং জীবঃ প্রাণী ব্রহ্মৈব অপরঃ ব্রহ্মাতিরিক্তঃ তু নিশ্চিতং ইদমেব সচ্ছাস্ত্রং যথার্থশাস্ত্রং। বেদান্তডিণ্ডিম বেদান্তজ্ঞঃ ইতি প্রাহেতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

অন্তরিতি। অহং অন্তঃ অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ অন্তঃস্থতেজোরূপঃ বহির্জ্যোতি বহিঃস্থতেজোরূপঃ প্রত্যক্‌জ্যোতিঃ শূন্যস্থতেজোরূপঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ জ্যোতির্জ্যোতিঃস্বরূপঃ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপঃ আত্মনঃ স্বস্য জ্যোতিঃ তেজোময়ঃ ইত্যর্থঃ। পরাৎপরঃ ন মে পরোঽস্তীতি ভাবঃ অস্মি অহং শিবঃ মঙ্গলময়ঃ তথাচ ব্রহ্মণো মম ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপদার্থাৎ ভেদো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা ॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই বেদান্তাদি সাধুশাস্ত্রের মর্ম্ম ॥ ২১ ॥

আমি যাবতীয় পদার্থের অন্তঃস্থ তেজোস্বরূপ, শূন্যস্থ তেজঃরূপ, জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ, আমি নিজের তেজঃস্বরূপ, আমিই মঙ্গলময় ও পরাৎপর। আমাভিন্ন কেহই নাই অর্থাৎ আমি সর্ব্বময় ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিত বঙ্গানুবাদ ॥

আত্মবোধঃ।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্‌।

মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥ ১ ॥

বোধোঽন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্‌।

পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি ॥ ২ ॥

তপোভিরিতি। তপোভিঃ তপশ্চরণাদিভিঃ ক্ষীণপাপানাং নিষ্পাপানাং বীতস্ত্যক্তঃ রাগঃ বিষয়াভিলাষো যৈস্তেষাং অতএব শান্তানাং সুখবতাং মুমুক্ষূণাং মুক্তিমিচ্ছূনাং সাধকানাং অপেক্ষ্যৈঃ পশ্চাৎ চরমজ্ঞানলাভায় আত্মবোধঃ অয়মিতি-শেষঃ বিধীয়তে প্রণীয়তে। আত্মবোধং বিনা সাধকানাং সাধনং ন সিদ্ধিমাপ্নোতি তৎসিদ্ধয়ে অয়ং আত্মবোধনামকো গ্রন্থঃ প্রণীয়ত ইতি ভাবঃ॥ ১ ॥

বোধ ইতি। অন্যসাধনেভ্যঃ বোধাতিরিক্তকর্ম্মানুষ্ঠানাদিরূপমুক্তিহেতুভ্যঃ বোধাতিরিক্তসৎকর্ম্মানুষ্ঠানাদিরূপমুক্তিকারণান্যপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ বোধঃ জ্ঞানং হি নিশ্চিতং সাক্ষাৎ কারণান্তরানধীন ইত্যর্থঃ। মোক্ষেষু মুক্তিষু একং কেবলং সাধনং কারণং, পাকস্য পাককার্য্যস্য বহ্নিবৎ, জ্ঞানং বিনা মোক্ষঃ ন সিধ্যতি, অন্যান্য-

---

বঙ্গানুবাদ।

তপস্যাদ্বারা যাহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে ও যাহাদের বিষয়ভোগে স্পৃহা নাই ও যাহারা শান্তিলাভ করিয়াছে, সেই সকল মুক্তিলাভেচ্ছু সাধকদিগের জন্য এই আত্মবোধনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি॥ ১ ॥

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানাদিরূপ মুক্তির কারণ অপেক্ষায় জ্ঞানই মুক্তির প্রতি একমাত্র প্রধান কারণ, অগ্নিব্যতীত অন্যান্যজলাদি কারণদ্বারা যেমন পাককার্য্য সম্পন্ন

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসঙ্ঘবৎ॥ ৩॥
পরিচ্ছিন্নইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব॥ ৪॥

জলাদিরূপকারণান্তরসত্ত্বেঽপি বহ্নিং বিনা যথা পাকো ন সিধ্যতি তদ্বৎ জ্ঞানং বিনা মুক্তির্নোৎপদ্যত ইতিভাবঃ॥ ২॥

অবিরোধিতয়েতি। কর্ম্ম যাগাদ্যনুষ্ঠানং অবিরোধিতয়া বিরোধাভাবেন অবিদ্যাং অজ্ঞানং ন বিনিবর্ত্তয়েৎ নাশয়েৎ কর্ম্মাজ্ঞানয়োঃ একত্র স্থিতিনিয়মাৎ ন পরস্পরং বিনাশকমিত্যর্থঃ, কর্ম্মণা অবিদ্যা নাপসরতীতি তাৎপর্য্যং, তেজঃ সূর্য্যকিরণাদিকং তিমিরসঙ্ঘবৎ অন্ধকারচয় ইব বিদ্যা আত্মজ্ঞানং অবিদ্যাং অজ্ঞানং অনাত্মনি আত্মত্বজ্ঞানাদিকং নিহন্ত্যেব নাশয়ত্যেব, অন্ধকারচয়েন যথা সূর্য্যকিরণাদিকমপসরতি তথা আত্মজ্ঞানেনাজ্ঞানমপসরতি সুতরাং আত্মবোধঃ সাক্ষান্মোক্ষহেতুরিতি ফলিতার্থঃ॥ ৩॥

নন্বু অবিদ্যানাশে কিং ভবতীত্যতআহ পরিচ্ছিন্ন ইতি। অজ্ঞানাৎ পরিচ্ছিন্নইব খণ্ডপরিমাণবানিব ভাতীতি শেষঃ, মেঘস্য অপায়ে বিগমে অংশুমান্ সূর্য্যইব তস্য

বঙ্গানুবাদ।

হয় না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানাদিদ্বারা মুক্তি সিদ্ধ হয় না সুতরাং মুক্তিলাভ ইচ্ছা করিলে আত্মবোধের প্রয়োজন। ইহা বুঝিয়াই পরমকারুণিক শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আত্মবোধনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন॥ ২॥

অজ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের পরস্পর কোন বিরোধ নাই, একাধারে উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয় না, কিন্তু অন্ধকার সমূহ যেমন সূর্য্যাদির তেজকে নাশ করিতে সমর্থ হয় তদ্রূপ আত্মজ্ঞান অবিদ্যাকে নাশ করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং আত্মজ্ঞান মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ॥ ৩॥

সূর্য্য যেমন মেঘাচ্ছাদিত হইলে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়, মেঘের বিগমে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মা অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পরি-

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলম্।
কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥
সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥

অজ্ঞানস্য নাশে সতি কেবলঃ বিশুদ্ধঃ আত্মা স্বয়ং স্বেনৈব প্রকাশতে হি বিরাজত এব নতু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানাদিকমপেক্ষতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নন্বিদ্যানাশে জ্ঞানস্য কাবস্থেত্যতআহ অজ্ঞান ইতি। জলং কতকরেণুবৎ নির্ম্মলীবীজচূর্ণবৎ জ্ঞানং আত্মজ্ঞানং অজ্ঞানকলুষং অজ্ঞানাবিলং জীবং জীবাত্মানং জ্ঞানাভ্যাসাৎ নির্ম্মলং অজ্ঞানহীনং কৃত্বা স্বয়ং নশ্যেৎ নাশং প্রাপ্নুয়াৎ নির্ম্মলীবীজগুড়িকা যথা মলিনং জলং নির্ম্মলীকৃত্য স্বয়ং বিনশ্যতি তদ্বৎ আত্মজ্ঞানং অজ্ঞানমোহিতং জীবং বিমুক্তং কৃত্বা স্বয়ং বিনশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

নন্ সংসারঃ সতঃ বিমুক্তৌ কিমতআহ সংসার ইতি। রাগদ্বেষাদিভিঃ সঙ্কুলঃ মিশ্রিতঃ সংসারঃ হি নিশ্চিতং স্বপ্নতুল্যঃ স্বপ্নবৎ অমূলকঃ স্বকালে অজ্ঞানাবস্থায়াং সত্যবৎ ভাতি প্রকাশতে প্রবোধে আত্মজ্ঞানে সতীতি শেষঃ। অসত্যবৎ মিথ্যাবৎ ভবেৎ, স্বপ্নো যথা স্বপ্নাবস্থায়াং সত্যত্বেন জাগরণাবস্থায়াং অসত্যত্বেন প্রতী-

---

বঙ্গানুবাদ।

চ্ছিন্নের ন্যায় দীপ্তি পায়, অজ্ঞানের নাশ হইলে অতিবিশুদ্ধভাবে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নির্ম্মলী বীজের চূর্ণ যেমন মলিন জলকে নির্ম্মল করিয়া নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান অজ্ঞানকলুষিত জীবকে বিমুক্ত করিয়া নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয় ও জাগরণাবস্থায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ রাগ দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষদ্বারা পরিপূর্ণ এই সংসার অজ্ঞানাবস্থায় সত্য বলিয়া বোধ হয় অজ্ঞান নষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞানের উদ্রেক হইলে আর সত্য বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আত্মজ্ঞান মুক্তির প্রতি

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়ো বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥

য়তে তদ্বৎ রাগদ্বেষাদিসত্তাকালে সংসারঃ সত্যত্বেন আত্মজ্ঞানে সতি অসত্যত্বেন প্রতীয়ত ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৬ ॥

তাবদিতি। যাবৎ যৎকালাবধি অদ্বয়ং অদ্বিতীয়ং অধিষ্ঠীয়তে অস্মিন্নিত্যধিষ্ঠানং সর্ব্বেষাং পদার্থানাং অধিষ্ঠানং অধিকরণং ব্রহ্ম ন জ্ঞায়তে বুধ্যতে যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ তাবৎ তৎকালাবধি শুক্তিকারজতং যথা, শুক্তিকায়াং রজতমিব জগৎ সত্যং সত্যবৎ ভাতি প্রকাশতে, ভ্রমাৎ শুক্তিকায়াং রজতত্ববুদ্ধিরিব ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ জগতি সত্যতাবুদ্ধিরিতি তাৎপর্য্যং ॥ ৭ ॥

সচ্চিদিতি। হাটকে সুবর্ণে কটকাদিবৎ বলয়কুণ্ডলাদিবৎ বিবিধাঃ নানাপ্রকারাঃ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ ঘটপটাদয়ঃ অনুস্যূতে সকলবস্ত্বধিষ্ঠাতরি নিত্যে সচ্চিদাত্মনি জ্ঞানানন্দস্বরূপে বিষ্ণৌ ভগবতি বিকল্পিতাঃ মায়য়া আরোপিতাঃ, বলয়কুণ্ডলাদয়ো

বঙ্গানুবাদ।

প্রধান কারণ, আত্মজ্ঞান না হইলে সংসার ত্যাগ করা যায় না, সংসারত্যাগ না করিলে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৬ ॥

ভ্রমবশতঃ যেমন ঝিণুকে রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে ভ্রম দূর হইলে কেবল ঝিণুকেরই বোধ হয়, তদ্রূপ জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু অদ্বিতীয় সকল বস্তুর অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে আর জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। অতএব মানবগণ! যাহাতে ব্রহ্মময়জ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হও ভ্রমপ্রযুক্ত সর্ব্বদা দুঃখভোগ করা উচিত নয় ॥ ৭ ॥

সুবর্ণরজতাদি নির্ম্মিত বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি যেমন সুবর্ণাদি হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তদ্রূপ নিত্যানন্দস্বরূপ সকল বস্তুর অধিষ্ঠাতা নিত্য পরমেশ্বরে কল্পনা দ্বারা আরোপিত নানাপ্রকার ঘটপটাদি ব্যক্তি সকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥
নানোপাধিবশাদেব জাতি-নামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদবৎ ॥ ১০ ॥

যথা সুবর্ণাদিতোঽভিন্নাঃ তথা ঘটপটাদিব্যক্তয়ো বিষ্ণোরভিন্না ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৮ ॥

যথেতি। নানোপাধিনা গতঃ সঙ্গতঃ ঘটপটাদিগত ইত্যর্থ. বিভুঃ সর্ব্বব্যাপী আকাশো যথা আকাশইব নানোপাধিগতঃ বিভুঃ হৃষীকেশঃ পরমাত্মা তদ্ভেদাৎ উপাধীনাং ভেদাৎ ভিন্নবৎ ভাতি প্রকাশতে তন্নাশাৎ উপাধিবিনাশাৎ একবৎ ভবেৎ আকাশো যথা ঘটপটাদিগতঃ সন্ ভিন্নবৎ প্রতীয়তে তদ্বৎ জগদীশ্বরঃ উপাধিভেদাৎ ভিন্নবৎ প্রতীয়তে উপাধিনাশে সতি জগদীশ্বরঃ এক এব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

নানেতি। তোয়ে জলে রসবর্ণাদিভেদবৎ নানোপাধিবশাদেব আত্মনি পরমাত্মনি জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিকং নাম হর্য্যাদিকং, আশ্রয়ঃ বস্ত্বধিকরণং ইত্যাদয়ঃ

বঙ্গানুবাদ।

নহে, ভ্রমাধীন জীবগণের কল্পনাবশতই ঘটাদিব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় বস্তুত যাবতীয় পদার্থ হইতে ভিন্ন নাই ॥ ৮ ॥

সর্ব্বব্যাপী আকাশ যেমন ঘটপটাদিভেদে ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি নানাবিধ ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, ঘটপটাদির নাশ হইলে একই আকাশ বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর উপাধিভেদে হরি শিব ব্রাহ্মণাদিজাতির প্রবর্ত্তক ইত্যাদি নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন কিন্তু অজ্ঞানাদিরূপ উপাধির নাশ হইলে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর বর্ত্তমান থাকেন। তখন আর ব্রহ্মা শিব ব্রাহ্মণাদিজাতির প্রবর্ত্তক ইত্যাদি নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন না। একব্রহ্ম বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জলে যেমন দ্রব্যান্তর পারদাদির সংযোগে তিক্তাদিরস ও নীলাদিবর্ণ আরোপিত হইয়া নীলজল তিক্তজল ইত্যাদি ভিন্নভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥ ১১॥
পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥ ১২॥

আরোপিতাঃ ভবন্তীতি শেষঃ। জলে যথা বস্তন্তরসংযোগাৎ তিক্তাম্লমধুরাদিরসাঃ পীতত্বাদিবর্ণশ্চ আরোপিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ পরমাত্মনি অজ্ঞানাদ্যুপাধিবশাৎ জাতিনামাশ্রয়াদয় আরোপিতা ভবন্তি নতু যথার্থত আত্মনি নামাদয় ইতি ভাব॥ ১০॥

পঞ্চীকৃত ইতি। অপঞ্চ পঞ্চকৃতং পঞ্চীকৃতং তদেব মহাভূতং তস্মাৎ সম্ভবতি যৎ তৎ পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং একীভূতক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমসঞ্জাত মিত্যর্থঃ। কর্ম্মণা প্রাণিহিংসাযাগাদ্যনুষ্ঠানাদিকর্ম্মণা সঞ্চিতং অর্জ্জিতং কর্ম্মণৈব শরীরং ইতি শ্রুতেঃ শরীরং জীবদেহঃ সুখদুঃখানাং ভোগায়তনং ভোগাধীনং উচ্যতে কথ্যতে সুখদুঃখাদিভোগায়ৈব জীবদেহ ইতি তাৎপর্য্যং॥ ১১॥

পঞ্চইতি। পঞ্চ প্রাণাঃ প্রাণবায়বঃ। প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌচ বায়ব ইত্যমরঃ। মনঃ অন্তঃকরণং বুদ্ধির্জ্ঞানং দশ ইন্দ্রিয়াণি ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণহস্তপদ-

---

বঙ্গানুবাদ।

জলের প্রকৃতবর্ণ শুক্ল ও মধুর রস, তদ্রূপ নানারূপ অজ্ঞানাদি উপাধিবশতঃ জাতি নাম আশ্রয় প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার নাম বা জাতি কিছুই নাই, আত্মজ্ঞানের অভাবহেতুক তাহা বুঝা যায় না॥ ১০॥

ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই পাঁচটী ভূত একত্র মিলিত হইলে তাহাকেই পঞ্চীকৃত বলে। একত্র মিলিত পাঁচটী ভূতময় দেহকে মহাভূত বলিয়া থাকে, সেই দেহ হইতে উৎপন্ন এবং সৎ অসৎ প্রভৃতি কর্ম্ম জন্য জীবের শরীরকে সুখদুঃখের ভোগায়তন বলে অর্থাৎ জীবের শরীর ভোগাধীন ভোগ না হইলে নাশ হয় না, সুখদুঃখের ভোগশেষ হইলে জীবদেহ নষ্ট হইয়া যায়॥ ১১॥

প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পাঁচটী প্রাণবায়ু ও মন বুদ্ধি ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ হস্ত পদ মুখ গুহ্য লিঙ্গ এই দশটী ইন্দ্রিয়যুক্ত অপঞ্চীকৃত ভূত নির্ম্মিত

অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চকোষাবিয়োগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা ১৪ ॥

মুখগুহ্যলিঙ্গপ্রভৃতীনি তৈঃ সমন্বিতং যুক্তং অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং অমিলিতপৃথিব্যাদি-ভূতসঙ্ঘাতং সূক্ষ্মাঙ্গং সূক্ষ্মশরীরং ভোগসাধনং সুখদুঃখভোগকারণং উচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

অনাদ্যেতি। কারণোপাধিঃ কারণদেহঃ অনাদিঃ অতএব অবিদ্যা অনুমিত্য-তিরিক্তজ্ঞানাবিষয়া অনির্ব্বাচ্যা বক্তুমশক্যা শাক্যাগোচরা ইত্যর্থঃ। কারণোপাধিং বক্তুং জ্ঞাতুং চাশক্যা অনাদিশ্চ ইতি ফলিতার্থঃ। উপাধিত্রিতয়াৎ স্থূলসূক্ষ্মকারণ-দেহেভ্যঃ অন্যং ভিন্নং আত্মানং অবধারয়েৎ কারণদেহাদ্যুপাধিভিন্নং আত্মানং ধারণয়া বিজানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চইতি। শুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধঃ আত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকঃ মণিরিতিযাবৎ যথা যদ্বৎ তত্তদ্রূপং ধত্তে ইতি শেষঃ। তথেত্যাহ। পঞ্চকোষাদিঃ অন্নময়মনোময়-বিজ্ঞানানন্দময়প্রভৃতিঃ তেষাং যোগেন তত্তন্ময় ইব তত্তদাকারইব স্থিতঃ জাতঃ।

বঙ্গানুবাদ।

অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ পৃথিব্যাদি ভূতজন্য সূক্ষ্মশরীর জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু অর্থাৎ স্থূলশরীরে সূক্ষ্মশরীর না থাকিলে সুখদুঃখের ভোগ হয় না ॥ ১২ ॥

কারণদেহের আদি নাই ও কি তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না এবং অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অবিষয়, ইহা পুরাতন মুনিগণ বলিয়াছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ হইতে ভিন্ন যে আত্মা তাহাকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জানা যায়, ইহাই অবধারণ করিবে ॥ ১৩ ॥

বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি যেমন নীল পীত প্রভৃতি দ্রব্যের সংযোগে সেই সেই রূপকে ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিশুদ্ধ আত্মা অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় প্রভৃতি পঞ্চবিধ দেহের সংযোগে সেই সেই দেহস্বরূপ

বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা। ১৫ ॥
সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬ ॥

স্ফটিকমণিঃ যথা নীলপীতাদিবস্ত্রসংযোগাৎ নীলপীতাদিরূপং ধত্তে তদ্বৎ নির্ম্মল-আত্মা অন্নময়াদিপঞ্চদেহযোগাৎ তত্তদাকৃতিং ধত্তে ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

বপুরিতি। তুষাদিভিঃ তুষাদ্যভিধেয়ৈঃ বল্কলবিশেষৈঃ যুক্তং আবৃতং বপুঃ শরীরং অবঘাততঃ মুষলাদ্যাঘাতেন পরিত্যাজ্য ইতি শেষঃ তণ্ডুলং যথা তণ্ডুলমিব মুষলাদ্যাঘাতেন ধান্যাৎ যথা তণ্ডুলং প্রকাশিতং ভবতি তদ্বদত্যর্থঃ কোষৈঃ অন্নময়াদিকোষৈঃ যুক্তং বপুঃ শরীরং যুক্ত্যবঘাততঃ যুক্তিরূপাঘাতেন পৃথক্ কৃত্বেতি শেষঃ অন্তরং শরীরাদিভিঃ শুদ্ধং নির্ম্মলং আত্মানং বিবিচ্যাৎ বিজানীয়াৎ তথাচ যুক্তিমূলকেন তর্কাদিনা দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনঃপ্রভৃতীন্ নিরস্য তদতিরিক্তং নির্ম্মলং আত্মানং বিজানীয়াদিতি ফলিতার্থঃ ॥ ১৫ ॥

সদেতি। সদা নিত্যং আত্মা সর্ব্বগতোঽপি সর্ব্বব্যাপী অপি সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ বস্তুনি ন অবভাসতে প্রকাশতে স্বচ্ছেষু বিমলদ্রব্যেষু প্রতিবিম্ববৎ সূর্য্যাদি-

বঙ্গানুবাদ।

হইয়া থাকে, উক্ত দেহের নাশ হইলে আত্মা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত আত্মার দেহ নাই ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, আত্মতত্ত্বের জ্ঞানাভাব-বশতই আত্মাকে দেহী বলিয়া বোধ হয় ॥ ১৪ ॥

মুষলাদির আঘাতদ্বারা যেমন ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির হইয়া লোক-লোচনের বিষয় হয়, সেইরূপ যুক্তিতর্কদ্বারা দেহ আত্মা নয় যে হেতুক মৃত্যু হইলে দেহে চৈতন্য থাকে না, ইন্দ্রিয়ও আত্মা নয় যে হেতুক চক্ষু প্রভৃতি নষ্ট হইলে আর তাহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি কার্য্য হয় না, এই প্রকার নানারূপ যুক্তিতর্ক-দ্বারা দেহাদিকে নিরাস করিয়া বিশুদ্ধ আত্মাকে জানিবে, তর্কব্যতীত আত্মাকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই ॥ ১৫ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্।
তদ্বৃত্তিসাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭ ॥
ব্যাপৃতেষ্বিন্দ্রিয়েষ্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাম্।
দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮ ॥

তেজোময়পদার্থপ্রতিবিম্ববৎ বুদ্ধাবেব অবভাসতে প্রকাশতে নতু মৃত্তিকাদিস্থ অসদ্বুদ্ধিষু বা, সদ্বুদ্ধাবেব আত্মা প্রকাশতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

দেহ ইতি। দেহঃ শরীরং ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদিঃ মনঃ অন্তঃকরণং দেহাদীনাং বুদ্ধিঃ জ্ঞানং প্রকৃতিরদৃষ্টং তেভ্যো বিলক্ষণং বিভিন্নং তেষাং বৃত্তিষু কার্য্যেষু সাক্ষিণং সাক্ষিস্বরূপং আত্মানং সদা নিত্যং রাজবৎ রাজানমিব বিদ্যাৎ জানীয়াৎ রাজকর্ম্মচারী কার্য্যকর্ত্তাপি যথা রাজৈব কর্ত্তা ভবতি তদ্বৎ দেহাদয়ো কার্য্যকারিণোঽপি আত্মৈব কর্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যাপৃতেষ্বিতি। অবিবেকিনাং অজ্ঞানিনাং অভ্রেষু মেঘেষু ধাবৎসু গচ্ছৎসু সৎসু ধাবন্নিব গচ্ছন্নিব শশী যথা দৃশ্যতে। তথেতি শেষঃ। ইন্দ্রিয়েষু ব্যাপৃতেষু, দর্শনাদি

বঙ্গানুবাদ।

আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী হইলে ও সকল বস্তুতে প্রকাশ পায় না, সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেমন নির্ম্মলবস্তু কাচাদিতেই প্রতিফলিত হয় তদ্রূপ আত্মা সদ্বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হয় ॥ ১৬ ॥

রাজপুরুষগণ যে সকল কার্য্য করে তাহাতে যেমন রাজারই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়, তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গমন দর্শনাদি কার্য্য করিলেও আত্মারই কর্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। আত্মা না থাকিলে কখনই দেহপ্রভৃতি গমনপ্রভৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হইত না। দেহ ইন্দ্রিয়প্রভৃতি হইতে ভিন্ন এবং সকলকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

আকাশে মেঘের গমনাগমন দেখিয়া অজ্ঞ বালকেরা যেমন চন্দ্রকেই গমনশীল মনে করে, তদ্রূপ অজ্ঞ জীবগণ ইন্দ্রিয়াদির দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপার

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়গুণাঃ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যাস্যন্তেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ ॥ ২০ ॥

ব্যাপারবৎসু আত্মা ব্যাপারী ইব দৃশ্যতে ইতি শেষঃ। নতু বাস্তবিকঃ আত্মনো ব্যাপারঃ ॥ ১৮ ॥

আত্ম ইতি। দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ আত্মানং চৈতন্যং আশ্রিত্য যথা যদ্বৎ স্বকীয়ার্থেষু স্বস্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে প্রবর্ত্তন্তে তথা ইতি শেষঃ স্বকীয়ার্থেষু গমন দর্শনাদিকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে। লোকঃ যথা সূর্য্যালোকং বিনা কার্য্যং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদ্বদ্দেহাদয়ঃ আত্মচৈতন্যং বিনা গমনদর্শনাদিকার্য্যং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়েতি। অবিবেকেন অজ্ঞানবশতঃ গগনে নীলতাদিবৎ নীলপীতবর্ণত্বা-দিবৎ অমলে সচ্চিদাত্মনি নিত্যজ্ঞানানন্দময়ে আত্মনি অবিবেকেন দেহেন্দ্রিয়াণাং গুণাঃ গমনদর্শনাদীনি কর্ম্মাণি। অত্র চকার উহনীয়ঃ। অধ্যাস্যন্তে আরোপ্যন্তে,

---

বঙ্গানুবাদ।

দেখিয়া আত্মারই ব্যাপার মনে করিয়া থাকে বাস্তবিক আত্মার কোনও ব্যাপার নাই ॥ ১৮ ॥

লোকসকল সূর্য্যালোককে আশ্রয় করিয়া যেমন নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ দর্শনাদিরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, আত্মার চৈতন্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়সকল কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥

লোকসকল অজ্ঞানবশতঃ আকাশে যেমন নীলিমাদি দর্শন করে ও রূপবিহীন আকাশে নীলাদিরূপের আরোপ করে, তদ্রূপ নির্ম্মল আত্মাতে অজ্ঞান ব্যক্তিগণ

অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যন্তেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ ॥ ২১ ॥
রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদিবুর্দ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

অজ্ঞানাৎ আকাশে যথা নীলত্বাদিকমারোপ্যতে তথা আত্মনি দর্শনাদয় আরোপ্যন্তে নতু বাস্তবিকদর্শনাদয়ঃ আত্মনি বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

অজ্ঞানাদিতি অম্বুগতে জলে প্রতিবিম্বিতে চন্দ্রে অম্ভসঃ জলস্য চলনাদিঃ চঞ্চলত্বাদি যথা কল্প্যতে আরোপ্যতে তথা অজ্ঞানাৎ জ্ঞানাভাবাৎ মানসোপাধেঃ অন্তঃকরণাদ্যুপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চ আত্মনি কল্প্যন্তে ইতি শেষঃ। তথাচ যথা জলসঞ্চলনাৎ প্রতিবিম্বিতচন্দ্রস্য চঞ্চলত্বং তথা মানসোপাধেঃ কর্তৃত্বাদিকং আত্মনঃ অজ্ঞানাৎ অবগম্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

রাগেচ্ছেতি। বুদ্ধৌ সত্যাং রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদিঃ প্রবর্ত্ততে জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থানুসারতঃ বুদ্ধৌ বিদ্যমানায়ামেব রাগেচ্ছাপ্রভৃতয়ঃ তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ সুষুপ্তৌ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং তন্নাশে বুদ্ধিনাশে সতীত্যর্থঃ নাস্তি সুখদুঃখাদিঃ ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ।

দেহপ্রভৃতির গুণ ও কর্ম্মকে আরোপ করিয়া থাকে। প্রকৃত আত্মাতে কোনরূপ কর্ম্ম নাই ॥ ২০ ॥

ভ্রান্তিবশতঃ যেমন প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে জলের চঞ্চলতাদি কল্পিত হইয়া থাকে তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাববশতঃ অন্তঃকরণাদির কর্তৃত্বাদি আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে আত্মজ্ঞান হইলে আর তাদৃশ বোধ হয় না ॥ ২১ ॥

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থানুসারে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, বুদ্ধির সদ্ভাবেই রাগ ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, সুষুপ্ত্যবস্থাকালে বুদ্ধির নাশ হইলে আর সুখ দুঃখাদি থাকে না, সেই কারণে বুঝা যাইতেছে যে, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বুদ্ধির গুণ আত্মার গুণ নহে, আত্মার গুণ হইলে সর্ব্বদাই সুখ দুঃখাদি প্রকাশ পাইত, যে হেতু আত্মার বিনাশ নাই। জীবের বুদ্ধি অনিত্য সুতরাং তাহার

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্তসে ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ বুদ্ধৌ সত্যামেবাবস্থানুসারতঃ বুদ্ধেস্তু বুদ্ধেরেব সুখাদয়ো গুণাঃ ন আত্মনঃ তথাচ সুখাদয়ো গুণাঃ ন আত্মনঃ তথাচ সুখাদয়ো বুদ্ধাবেব তিষ্ঠন্তি নতু আত্মনীতি বিভাবনীয়ং ॥ ২২ ॥

প্রকাশ ইতি। অর্কস্য সূর্য্যস্য প্রকাশঃ তোয়স্য জলস্য শৈত্যং শীতলতা অগ্নেঃ উষ্ণতা যথা স্বভাবঃ সূর্য্যজলাগ্নিপ্রভৃতীনাং প্রকাশ-শীতত্বোষ্ণত্বাদয়ো যথা স্বভাবসিদ্ধাঃ গুণাঃ। তথেত্যাহ্। আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্য নিত্যনির্ম্মলতা স্বভাব ইতি শেষঃ আত্মনি সত্তাজ্ঞানানন্দনিত্যত্বনির্ম্মলত্বাদীনি স্বভাবতএব বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

আত্মন ইতি। আত্মনঃ সচ্চিদংশঃ সত্ত্বজ্ঞানাংশঃ বুদ্ধেঃ বৃত্তিশ্চ ইতিদ্বয়ং অবিবেকেন অজ্ঞানেন সংযোজ্য একীকৃত্য জানামি জ্ঞানবান্ ইতি মত্বা জীবঃ প্রবর্ত্ততে কৃতিমান্ ভবতি। তথাচ সত্ত্বজ্ঞানাংশং বুদ্ধিবৃত্তিং অজ্ঞানেন একীকৃত্য অহং জানামি অহং করোমি ইতি বুদ্ধ্যা সকলকার্য্যেষু যত্নবান্ ভবতীতি ফলিতার্থঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ধর্ম্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতিও অনিত্য। অজ্ঞানবশতই সুখ দুঃখাদিকে আত্মার গুণ বলিয়া বোধ হয়। ইহা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারেন. যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই তাহারাই সুখ দুঃখাদিকে আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

সূর্য্যের প্রকাশ জলের শীতলত্ব অগ্নির উষ্ণত্ব যেমন স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তদ্রূপ আত্মার সত্তা জ্ঞান আনন্দ নিত্যত্ব নির্ম্মলত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ গুণ, অন্যান্য সুখ দুঃখাদি গুণ তাঁহার নাই। ২৩ ॥

আত্মবৃত্তি সত্তা ও জ্ঞানাংশ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অজ্ঞানদ্বারা যোগ করিয়া, জীব আমি কর্ত্তা আমি জ্ঞানবান্ বলিয়া সকল কার্য্যে যত্ন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥ ২৫ ॥
রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

আত্মন ইতি। আত্মনঃ বিক্রিয়া বিকারো নাস্তি বুদ্ধেঃ বোধং জ্ঞানং জাতু কদাচিদপি নেতি নাস্তি ইতি পারমার্থিকমিতি শেষঃ। জীবঃ সর্ব্বং আত্মনি বিকারং বুদ্ধৌ বোধাদিকঞ্চ অলং জ্ঞাত্বা মিলিতং বুদ্ধা অহমিত্যাহং জ্ঞাতা জ্ঞানবান্ দ্রষ্টা ইতি মত্বা মুহ্যতি মোহেনাবৃতো ভবতি ॥ ২৫ ॥

রজ্জুরিতি জীবঃ রজ্জুসর্পবৎ সর্পে রজ্জুমিব আত্মানং জ্ঞাত্বা আত্মনি জীবত্বেন আরোপিতং আত্মানং বুদ্ধা ভয়ং বহেৎ লভেত রজ্জৌ সর্পবুদ্ধ্যা যথা জনঃ বিভেতি তদ্বৎ জীবঃ আত্মানং জীবত্বেন আরোপিতং জ্ঞাত্বা বিভেতীত্যর্থঃ। নাহং জীবঃ পরমাত্মা ইতি জ্ঞানং চেৎ জীবঃ নির্ভয়ো ভবেৎ। তথাচ সর্পভ্রমবিষয়া রজ্জুঃ যথা লোকানাং ভয়ং বহেৎ তদ্বজ্জীবোঽপি আত্মানং জীবং মত্বা ভয়ং বহেদিত্যর্থঃ। যদা আত্মানং পরমাত্মানং বুধ্যতে তদা জীবস্য ন কুতোঽপি ভীতিরিতি ধ্যেয়ং ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই বুদ্ধিরও বোধ নাই, কিন্তু জীব আত্মার বিকার বুদ্ধির বোধশক্তিকে একত্র মিলিত জানিয়া, আমি জ্ঞানী আমি সকল পদার্থের সাক্ষী, এইরূপ বোধ করিয়া মোহে আবৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মা ভিন্ন সাক্ষী ও জ্ঞানবান্ কেহই নাই ॥ ২৫ ॥

রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন ভ্রমদূর না হওয়া পর্য্যন্ত লোকের ভয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মাতে জীবত্বের আরোপ করিলে জীবই ভয় পাইয়া থাকে, তাহার পর শাস্ত্রাদি দর্শনদ্বারা 'আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা' এইরূপ জ্ঞান হইলে ভয়দূর হয়, অর্থাৎ আত্মবোধ হইলে আর নরকাদি দুঃখ হইতে ভয় হয় না ॥ ২৬ ॥

আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণিচ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥ ২৭ ॥
স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
ন দীপস্যান্যদীপেচ্ছা তথা স্বাত্মা প্রকাশতে ॥ ২৮ ॥

আত্মেতি। একোঽদ্বিতীয়ঃ আত্মা দীপঃ প্রদীপঃ ঘটাদিবৎ বুদ্ধ্যাদীনি ইন্দ্রিয়াণিচ অবভাসয়তি প্রকাশয়তি স্বশ্চাসৌ আত্মা চেতি স্বাত্মা জড়ৈঃ অচেতনৈঃ তৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ নাবভাস্যতে প্রকাশ্যতে। প্রদীপঃ যথা ঘটাদিকং প্রকাশয়তি কিন্তু ঘটাদিভিঃ প্রদীপঃ ন প্রকাশ্যতে তদ্বৎ আত্মা ইন্দ্রিয়াদীনি প্রকাশয়তি কিন্তু ইন্দ্রিয়াদিভিঃ আত্মা ন প্রকাশ্যতে ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্ববোধেইতি। আত্মনঃ বোধরূপতয়া জ্ঞানরূপতয়া স্বস্য আত্মনঃ বোধে বিষয়ে অন্যবোধেচ্ছা ন প্রয়োজনবতীতি শেষঃ। যথা দীপস্য বোধে বিষয়ে অন্যদীপেচ্ছা ন প্রয়োজনবতীতি শেষঃ, তথা তদ্বৎ স্বাত্মা প্রকাশতে তথাচ প্রজ্বলিতপ্রদীপ-বোধং প্রতি অন্যপ্রদীপস্য যথা ন প্রয়োজনং তথা আত্মবোধং প্রতি অন্যবোধস্য ন প্রয়োজনং বোধরূপতয়া আত্মা স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রদীপ যেমন ঘটাদিকে প্রকাশ করে কিন্তু ঘটাদি প্রদীপকে প্রকাশ করিতে পারেনা, তদ্রূপ অদ্বিতীয় আত্মবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সকলকে প্রকাশ করে, কিন্তু জড় অর্থাৎ অচেতন ইন্দ্রিয়াদি আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আত্মা নিজেই প্রকাশিত হয় তজ্জন্য কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করিতে হয় না ॥ ২৭ ॥

যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপকে দেখিবার জন্য অন্য প্রদীপের আবশ্যক হয় না তদ্রূপ জ্ঞানময় আত্মবোধের জন্য অন্য বোধের আবশ্যক হয় না আত্মা নিজেই বোধগম্য ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২৯ ॥
আবিদ্যকং শরীরাদি দৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরম্।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩০ ॥

নিষিধ্যেতি। নেতি নেতি ইতি বাক্যতঃ উপনিষদাদিবাক্যতঃ নিখিলোপাধীন্ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ নিষিধ্য নিরস্য মহাবাক্যৈঃ তত্ত্বমসি ইত্যাদি বেদান্তাদিশাস্ত্রবাক্যৈঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ঐক্যং একীভূতত্বং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। তথাচ দেহঃ আত্মা ন মনঃ আত্মা ন ইত্যাদিভিঃ বাক্যৈঃ দেহাদীনাং আত্মভিন্নত্বং অবধার্য্য পশ্চাৎ তত্ত্বমসি ইত্যাদিমহাবাক্যৈঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ অভিন্নত্বং বোধনীয়মিতি ফলিতার্থঃ ॥ ২৯ ॥

আবিদ্যকমিতি। আবিদ্যকং অবিদ্যাকল্পিতং দৃশ্যং শরীরাদি বস্থিতি শেষঃ বুদ্বুদবৎ জলবিম্ববৎ ক্ষরং বিনশ্বরং এতদ্বিলক্ষণং শরীরাদিভিন্নং নির্ম্মলং অহং ব্রহ্ম ইতি বিদ্যাৎ জানীয়াৎ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ইহা আত্মা নয় ইহা আত্মা নয় এইরূপ উপনিষদাদি বাক্য দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় উপাধিগণকে নিষেধ করিয়া তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা জীবাত্মারও পরমাত্মার অভেদ অবধারণ করিতে হইবে। বেদান্তাদিশাস্ত্র বাক্য ব্যতীত অভেদ বোধে অন্য কোনরূপ সদুপায় নাই ॥ ২৯ ॥

অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানজনিত লোকলোচনের গোচর শরীরপ্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর, সুতরাং ইহা হইতে ভিন্ন ও নির্ম্মল ব্রহ্মই আমি, এইরূপ বোধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনও দুঃখ দূর হইবে না ॥ ৩০ ॥

দেহাভাবান্ন মে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া নচ॥ ৩১॥
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৩২॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ॥ ৩৩

দেহেতি। দেহাভাবাৎ দেহভিন্নত্বাৎ মে মম জন্ম উৎপত্তিঃ জরা বার্দ্ধক্যং কার্শ্যং কৃশতা লয়ঃ বিনাশঃ এতদাদয়ঃ ন বিদ্যন্তে ইতি শেষঃ নিরিন্দ্রিয়তয়া ইন্দ্রিয়হীনতয়া শব্দাদিবিষয়ৈঃ শব্দরূপরসস্পর্শপ্রভৃতিভিঃ নচ সঙ্গঃ ন সম্বন্ধঃ মম ইন্দ্রিয়াদিবিষয়-সম্বন্ধো নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

অমনইতি। অমনস্ত্বাৎ মনো বিহীনত্বাৎ মে মম দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ো ন, ন সন্তীত্যর্থঃ। অপ্রাণঃ আত্মা প্রাণহীনঃ অমনাঃ মনোবিহীনঃ শুভ্রঃ নির্ম্মল ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ শ্রুতিবাক্যাৎ মম দুঃখাদিরাহিত্যং অনুমেয়মিতি ভাবঃ॥ ৩২॥

নির্গুণইতি। অস্মি অহং নির্গুণঃ গুণহীনঃ নিষ্ক্রিয়ঃ ক্রিয়াহীনঃ নিত্যঃ নির্ব্বিকল্পঃ বিকল্পবর্জ্জিতঃ নিরঞ্জনঃ অবিদ্যাজনিতমলিনতাবিহীনঃ নির্ব্বিকারঃ বিকারশূন্যঃ নিরাকারঃ আকৃতিরহিতঃ নিত্যমুক্তঃ নির্ম্মলঃ স্বচ্ছঃ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি দেহ হইতে ভিন্ন সুতরাং আমার জন্ম বার্দ্ধক্য কৃশতা বিনাশ প্রভৃতি নাই। আমার ইন্দ্রিয় নাই সুতরাং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই॥ ৩১॥

আমি মনোবিহীন এই হেতু আমার দুঃখ রাগ দ্বেষ ও ভয়প্রভৃতি নাই আত্মা প্রাণহীন আত্মা মনোবিহীন আত্মা নির্ম্মল ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা আমার মনোবিহীনত্ব প্রভৃতি অনুমান করিতে হইবে নতুবা অন্যরূপে জানা যাইবে না॥ ৩২॥

আমি নির্গুণ ক্রিয়াবর্জ্জিত নিত্য ও সন্দেহশূন্য, আমার কোনরূপ মলিনতা নাই আমার বিকার নাই আকার নাই আমি নিত্যমুক্ত অর্থাৎ আমি কখনও বদ্ধ হইনা, আমি নির্ম্মল স্বচ্ছস্বরূপ॥ ৩৩॥

অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতো হচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলো হচলঃ ॥ ৩৪ ॥
নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥ ৩৫ ॥
এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥ ৩৬ ॥

অহমিতি। অহং আকাশবৎ সর্ব্বেষাং বহিঃ অন্তঃ অভ্যন্তরে গতঃ স্থিতঃ অচ্যুতঃ অক্ষয়ঃ সদা নিত্যং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমঃ তুল্যঃ শুদ্ধঃ নির্লিপ্তঃ নিঃসঙ্গঃ-সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ম্মলঃ মালিন্যরহিতঃ অচলঃ স্থিরঃ ভবামীতি শেষঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যেতি। নিত্যশুদ্ধবিমুক্তং একং প্রধানং অদ্বয়ং অখণ্ডানন্দং সত্যং সত্যস্বরূপং জ্ঞানং জ্ঞানময়ং যৎ অনন্তং তৎ পরং ব্রহ্ম অহমেব ॥ ৩৫ ॥

এবমিতি। নিরন্তরং সর্ব্বদা এবং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ধ্যাত্বা অস্মি অহং ব্রহ্মৈব ইতি বাসনা রসায়নং ঔষধবিশেষঃ রোগানিব অবিদ্যাবিক্ষেপান্ অবিদ্যা-জনিতদুঃখাদীন্ হরতি নাশয়তি ব্রহ্মচিন্তাদুঃখং হরতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি সকল পদার্থের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আকাশের মত অবস্থান করি ও সর্ব্বদা সমভাব ধারণ করি আমি শুদ্ধ ও সঙ্গবর্জ্জিত নির্ম্মল এবং আমি স্থির ॥ ৩৪ ॥

বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাহাকে অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দ বিমুক্ত নিত্য শুদ্ধ সত্য জ্ঞানময় অনন্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে সেই পরব্রহ্ম আমি ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্তানুসারে ধ্যানপরায়ণ জীবগণের আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান, রসায়ন ঔষধ যেমন রোগ নাশ করে তদ্রূপ সংসারদুঃখাদিকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ॥ ৩৭॥
আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা॥ ৩৮॥
রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতে॥ ৩৯॥

বিবিক্তইতি। বিবিক্তদেশে নির্জনস্থানে আসীনঃ উপবিষ্টঃ বিরাগঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ অনন্যধীঃ তন্ময়মানসঃ মুনিরিতি পূরণীয়ং অনন্তং একং তং আত্মানং ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ॥ ৩৭॥

আত্মইতি। সুধীঃ সদ্বুদ্ধিমান্ ধিয়া বুদ্ধ্যা অখিলং সমগ্রং দৃশ্যং বস্তু আত্মন্যেব প্রবিলাপ্য সদা নিত্যং নির্ম্মলাকাশবৎ একং আত্মানং ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ॥ ৩৮॥

রূপইতি। পরমার্থবিৎ জনঃ সর্ব্বরূপবর্ণাদিকং বিহায় ত্যক্ত্বা পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণ সহ ইতি শেষঃ অবতিষ্ঠতে॥ ৩৯॥

বঙ্গানুবাদ।

নির্জ্জনদেশে উপবেশন করত বাসনাবর্জ্জিত জিতেন্দ্রিয় ও অনন্যমনাঃ হইয়া অদ্বিতীয় অনন্ত আত্মাকে চিন্তা করিবে॥ ৩৭॥

সদ্বুদ্ধিমান্ পুরুষ সমুদায় রূপপ্রভৃতি পদার্থকে পরমাত্মাতে লয়করতঃ নির্ম্মল আকাশের মত পরমাত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে তাহা হইলে আর সংসারদুঃখ অনুভব করিতে হইবে না। ৩৮॥

পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পূর্ণজ্ঞানানন্দময় পরমাত্মার সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। অজ্ঞান ব্যক্তিগণই অনিত্য বস্তুতে মমতাত্যাগ না করিয়া কেবল দুঃখময় সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে॥ ৩৯॥

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০ ॥
এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১ ॥
অরুণেনেব বোধেন পূর্ব্বতস্তিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ॥

জ্ঞাতৃইতি। পরাত্মনি পরমেশ্বরে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ ন বিদ্যতে চিদানন্দস্বরূপত্বাৎ স্বয়মেব স্বেনৈব দীপ্যতে প্রকাশতে হি। ৪০ ॥

এবমিতি। এবং উক্ত প্রকারেণ আত্মারণৌ আত্মরূপাগ্নিগর্ভকাষ্ঠবিশেষে সততং সর্ব্বদা ধ্যানেন মথনে মন্থনে কৃতে সতীতি শেষঃ উদিতা উত্থিতা অবগতিঃ জ্ঞানং সৈব জ্বালা অগ্নিশিখা সর্ব্বং অজ্ঞানেন্ধনং অজ্ঞানকাষ্ঠং দহেৎ ভস্মীভূতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বদা আত্মচিন্তনেন সঞ্জাতজ্ঞানং অজ্ঞানং নাশয়তীত্যর্থঃ জীবানাং আত্মচিন্তনমেবোচিতমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অরুণেনেতি। অরুণেন অরুণতেজসা ইব বোধেন জ্ঞানেন পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি প্রথমং বা তিমিরে অন্ধকারে অজ্ঞানেচ হৃতে নাশিতে সতি ততঃ তদনন্তরং অংশুমান্ সূর্য্য ইব আত্মা স্বয়মেব আবির্ভবেৎ প্রকাশং লভেত। তথাচ প্রথমং

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ ভেদ আত্মার নাই, জ্ঞানানন্দস্বরূপ হেতু আত্মা নিজেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন আত্মাই জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা ॥ ৪০ ॥

অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠকে ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া যেমন কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ আত্মাকে সর্ব্বদা ধ্যানাদি দ্বারা ভাবনা করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সমুদায় অজ্ঞানকে নাশ করে, অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব আর সংসারক্লেশ অনুভব করে না ॥ ৪১ ॥

সূর্য্য যেমন প্রথমে কিরণের অরুণতাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিয়া উদিত হয় তদ্রূপ আত্মা প্রথমে জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান সমূহকে বনষ্ট করিয়া নিজেই প্রকাশিত

আত্মা তু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা॥ ৪৩॥
স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে॥ ৪৪॥

অরুণেন অন্ধকারং নাশয়িত্বা পশ্চাৎ যথা সূর্য্যঃ উদেতি তথা পূর্ব্বং জ্ঞানেন অজ্ঞানং বিনাশ্য আত্মা স্বয়ং প্রকাশতে ইতি ভাবঃ॥ ৪২॥

আত্মেতি। আত্মা তু সততং নিত্যং প্রাপ্তোঽপি অবগতোঽপি অবিদ্যয়া অজ্ঞানেন অপ্রাপ্তবৎ অনবগতবৎ ভবতীতি শেষঃ স্বস্য কণ্ঠাভরণং কণ্ঠভূষণং যথা গলভূষণমিব তস্যাঃ অবিদ্যায়াঃ নাশে বিনাশে সতি প্রাপ্তবৎ অবগতবৎ ভাতি প্রকাশতে। তথাচ স্বকীয়কণ্ঠাভরণে কেনচিৎ কারণে বিস্মৃতে সতি যথা অপহৃতমিব মন্যতে বিস্মৃত্যপগমে প্রাপ্তমিব যথা কণ্ঠাভরণং ভাতি তদ্বৎ আত্মা সমীপস্থোঽপি অবিদ্যয়া অবিদ্যমানইব ভাতি অবিদ্যাপগমে বিদ্যমান ইব প্রকাশতে ইতি ফলিতার্থঃ॥ ৪৩॥

স্থাণাবিতি। স্থাণৌ শাখাবিহীনবৃক্ষে পুরুষবৎ পুরুষত্বারোপবৎ ভ্রান্ত্যা ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মণি জীবতা কৃতা আরোপিতা জীবস্য তাত্ত্বিকে পারমার্থিকে রূপে স্বরূপে

বঙ্গানুবাদ।

হয়েন আত্মার প্রকাশক কোনও পদার্থ নাই, তিনি নিজে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না॥ ৪২॥

কোনও ব্যক্তি যেমন নিজের কণ্ঠস্থিত ভূষণকে কোন কারণবশতঃ বিস্মৃত হইয়া অন্যকর্ত্তৃক অপহৃত মনে করে এবং পশ্চাৎ স্মরণ হইলে প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আনন্দিত হয় তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বদা নিকটস্থ হইলেও ভ্রমজ্ঞানবশতঃ দূরস্থ বলিয়া বোধিত হয়েন তাহার পর তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞান নষ্ট হইলে আত্মাকে নিকটস্থ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে অতএব যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য॥ ৪৩॥

মুড়া গাছকে যেমন ভ্রমবশতঃ পুরুষ বলিয়া বোধ হয় পশ্চাৎ ভ্রম নষ্ট হইলে পুরুষত্ববুদ্ধি দূর হইয়া মুড়াগাছ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মকে

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নজ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫ ॥
সম্যগ্‌বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৪৬ ॥

তস্মিন্ ব্রহ্মণি শাখাবিহীনে বৃক্ষে বা দৃষ্টে জ্ঞানে সতি নিবর্ত্ততে স্থাণৌ পুরুষত্ববুদ্ধিঃ ব্রহ্মণি জীবত্ববুদ্ধিশ্চ নিবর্ত্তিতা ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ ভ্রমজ্ঞানেনৈব স্থাণৌ পুরুষত্ববুদ্ধিবৎ ব্রহ্মণি জীবত্ববুদ্ধিঃ ভবতি ভ্রমে নষ্টে সতি ন তদ্বুদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্ত্বেতি। অহং মম ইতি অজ্ঞানং দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ তত্ত্বস্বরূপানুভবাৎ পরমার্থতত্ত্বানুসন্ধানাৎ উৎপন্নং জাতং জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ অঞ্জসা বাধন বাধতে প্রতিবোধতে। তথাচ অজ্ঞানাৎ যথা দিগ্‌ভ্রমো ভবতি পশ্চাৎ যথার্থজ্ঞানাৎ ন দিগ্‌ভ্রমঃ তদ্বৎ অহং মম ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞানং যথার্থস্বরূপানুসন্ধানজনিতং তত্ত্বজ্ঞানং অবৃণোতীতি ফলিতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥

সম্যগিতি। সম্যক্‌বিজ্ঞানবান্ যোগী জনঃ জ্ঞানচক্ষুষা জ্ঞানদৃষ্ট্যা স্বস্য আত্মন্যেব অখিলং সমগ্রং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বময়ং একং অদ্বিতীয়ং আত্মানঞ্চ ঈক্ষতে পশ্যতি ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানবশতঃ জীব বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহার পর তত্ত্বজ্ঞানাধীন জীবের পারমার্থিকস্বরূপ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। জ্ঞান হইলে আর ব্রহ্মকে জীব বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৪৪ ॥

অজ্ঞানবশত উৎপন্ন দিগ্‌ভ্রম যেমন পশ্চিমাদি দিকের যথার্থরূপ জ্ঞান হইলে বিনষ্ট হয় আর দিগ্‌ভ্রম হয় না, তদ্রূপ যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা উৎপন্ন যথার্থ জ্ঞানকে আমি আমার ইত্যাদি অজ্ঞান বিনষ্ট করে অজ্ঞান দূর হইলে যথার্থ জ্ঞানই বর্ত্তমান থাকে ॥ ৪৫ ॥

প্রকৃত জ্ঞানবান্ যোগশীল ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিজের আত্মাতেই সকল জগৎকেও সর্ব্বময় অদ্বিতীয় আত্মাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥ ৫১॥
উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলং জলে বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা॥ ৫২॥

উপাধি ইতি। মুনিঃ মননশীলঃ ব্যোমবৎ আকাশবৎ উপাধিষু তিষ্ঠতীতি উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈঃ শব্দস্পর্শাদিভিঃ নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞোঽপি মূঢ়বৎ অজ্ঞানইব তিষ্ঠেৎ আসক্তিবিহীনঃ বায়ুবৎ চরেৎ বিচরেৎ নতু কুত্রাপি স্থিরো ভবতীতি যাবৎ তথাচ মুনয়ঃ সর্ব্ববিষয়েষু তিষ্ঠন্তোঽপি নির্লিপ্তাঃ সন্তঃ বিচরন্তীতি ফলিতার্থঃ॥ ৫১॥

উপাধিবিলয়াদিতি। মুনিঃ উপাধীনাং ইন্দ্রিয়াদীনাং বিলয়াৎ পরমাত্মনি লীনত্বাৎ উপাধিবিলয়াৎ পাত্রাদিবিনাশাৎ যথা জলং জলে ব্যোম্নি বিয়ৎ, বা এবং তেজসি তেজঃ বিশতি নির্ব্বিশেষং তদ্বদিত্যর্থঃ বিষ্ণৌ পরমাত্মনি বিশেৎ প্রবিশেৎ আত্মনি লীনো ভবতীত্যর্থঃ। ৫২॥

বঙ্গানুবাদ।

মননশীল ব্যক্তিগণ আকাশ যেমন ঘটাদিতে থাকিলেও নির্লিপ্ত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও মূঢ়বৎ হইয়া এবং সকল বিষয়ে আসক্তি বিহীন হইয়া বায়ুর মত বিচরণ করেন অর্থাৎ বায়ু যেমন কোথাও স্থির হয় না তদ্রূপ মুনিগণও স্থিরভাবে কোথাও অবস্থিতি করেন না॥ ৫১॥

পাত্রাদি বিনষ্ট হইলে যেমন জলে জল মিশাইয়া যায়, আকাশে আকাশ প্রবেশ করে ও তেজে তেজ প্রবেশ করে, তদ্রূপ উপাধিগণের অর্থাৎ দেহে-ন্দ্রিয়াদির বিনাশ হইলে মুনিগণ বিষ্ণুতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন। পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে আর কোন প্রকার সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয় না॥ ৫২॥

যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

যল্লাভাদিতি। যস্য লাভাৎ অপরো লাভো ন বিদ্যতে ইতি পূরণীয়ং যৎসুখাৎ অপরং সুখং ন যস্য জ্ঞানাৎ অপরং জ্ঞানং ন তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয়েৎ বিনিশ্চিনুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥

যদিতি। যৎ দৃষ্ট্বা অপরং দৃশ্যং ন, যৎ ভূত্বা পুনর্ভবো ন, যৎ জ্ঞাত্বা অপরং জ্ঞেয়ং ন, বিদ্যতে ইতি সর্ব্বত্র পূরণীয়ং। তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয়েৎ, মুমুক্ষুরিতি কর্ত্তৃপদমূহ্যং ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে বস্তুর লাভ হইলে আর অন্যান্য বস্তু লাভের আশা হয় না এবং যে সুখ প্রাপ্ত হইলে অন্য সুখের আবশ্যক থাকে না, ও যাহার জ্ঞান হইলে অন্য বস্তু জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে। ব্রহ্মলাভ হইলে আর অন্য নশ্বর বস্তুলাভে ইচ্ছা হয় না, উহা হইতে আর শ্রেষ্ঠলাভ কিছুই নাই। অতএব যাহাতে ব্রহ্মলাভ হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। ব্রহ্মলাভ না হইলে কোন প্রকারেই মুক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ৫৩ ॥

যাহাকে দর্শন করিলে আর দৃশ্যবস্তু কিছুই থাকে না, যাহা হইলে আর পুনর্ব্বার হইতে হয় না, যাহাকে জানিতে পারিলে আর জানিবার বস্তু কিছুই থাকে না, এবং যাহার জ্ঞান হইলে অন্য জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে, ব্রহ্মের অবধারণ না হইলে অন্য কোনরূপে মুমুক্ষুদিগের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ৫৪ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

তির্য্যগিতি। যৎ তির্য্যক্ চতুর্দ্দিশং ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধদেশং অধঃ নিম্নদেশং ব্যাপ্য স্থিতং পূর্ণং জ্ঞানসুখাদিভিঃ তৃপ্তং অদ্বয়ং স্বাত্মজাতীয়দ্বিতীয়রহিতং সচ্চিদানন্দং জ্ঞানানন্দ-স্বরূপং অনন্তং অন্তরহিতং নিত্যং অক্ষয়ং একং প্রধানং তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয়েৎ ধারণয়া জানীয়াৎ ॥ ৫৫ ॥

অতদিতি। যৎ বেদান্তৈঃ বেদান্তবাক্যৈঃ তত্ত্বমসি ইত্যাদিভিঃ অতদ্ব্যাবৃত্তি-রূপেণ ইদং ন ইদং ন ইত্যাদি নিষেধেন নিশ্চিতরূপেণ ইত্যর্থঃ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে অদ্বয়ং অখণ্ডানন্দং অপরিচ্ছিন্নানন্দস্বরূপং একং প্রধানং তৎ ব্রহ্ম ইত্যবধারয়েৎ মুমুক্ষুরিতি কর্ত্তৃপদমূহ্যং ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি চতুর্দ্দিক্ এবং ঊর্দ্ধদেশ ও নিম্নদেশ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত হইয়াছেন, যিনি জ্ঞান ও সুখাদিতে পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, যিনি অদ্বিতীয় ও জ্ঞানানন্দস্বরূপ, যাহার অন্ত নাই ও যিনি নিত্য এবং প্রধান তিনিই ব্রহ্ম ইহা মুমুক্ষুব্যক্তিগণ অবধারণ করিবে। মুমুক্ষুব্যক্তি ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ব্রহ্ম জানিবার তাদৃশ প্রয়োজন হয় না। ৫৫ ॥

যিনি তত্ত্বমসি ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে অর্থাৎ "ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে" এইরূপ নিষেধদ্বারা স্থিরীকৃত এই ব্রহ্ম এইরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন ও যাহার সজাতীয় অর্থাৎ সমান দ্বিতীয় পদার্থ নাই, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ ও প্রধানরূপে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন কেবল তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিবে, বেদান্তশাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্ম নিশ্চয় করা যায় না। সুতরাং যাহাদের ব্রহ্ম নিশ্চয় করিতে বাসনা আছে তাহাদের বেদান্তশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক ॥ ৫৬ ॥

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনো ভবাঃ ॥ ৫৭ ॥
তদ্‌যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৫৮ ॥

অখণ্ডেতি। অখণ্ডানন্দরূপস্য অপরিচ্ছিন্নসুখস্বরূপস্য তস্য ব্রহ্মণঃ আনন্দলবং আনন্দলেশং আশ্রিতাঃ ভবাঃ অনিত্যাঃ ব্রহ্মাদ্যাঃ দেবাঃ তারতম্যেন উচ্চনীচাদিভেদেন আনন্দিনো ভবন্তি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদয়ঃ যদানন্দকণমালভ্য ন্যূনাধিকভাবেন নন্দন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

তদিতি। অখিলং সমগ্রং বস্তু তদ্‌যুক্তং ব্রহ্মণা মিলিতং ব্যবহারঃ ঘটপটাদি-ব্যবহারঃ তদন্বিতঃ তেন ব্রহ্মণা অন্বিতঃ যুক্তঃ তস্মাৎ হেতোঃ অখিলে সমগ্রে ক্ষীরে দুগ্ধে সর্পিরিব ব্রহ্ম সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপি ইতি নিরূপিতমিতি শেষঃ। সর্পিঃ যথা দুগ্ধং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তদ্বৎ ব্রহ্ম সর্ব্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময় সেই ব্রহ্মের আনন্দকণ লাভ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ কেহ ন্যূন কেহ অধিক ভাবে আনন্দিত হইয়া থাকেন ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই অনিত্য, কেবলমাত্র নিত্য ব্রহ্মের প্রসাদেই বিষ্ণু প্রভৃতি দেহধারী দেবগণ দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে জগৎকে সৃষ্টি, পালন ও নাশ করিতেছেন। ব্রহ্মের কৃপাবলেই চিরজীবী হইয়া আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

সমুদায় পদার্থ সেই পরমব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে ও যত প্রকার ঘটপটাদি ব্যবহার হইতেছে, তৎসমুদায় ব্রহ্মের সহিত সংমিলিত হইতেছে, সেই হেতু জানা যাইতেছে যে, সর্পি যেমন দুগ্ধকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে তদ্রূপ ব্রহ্মও সকল পদার্থকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়াছে, ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও পদার্থ নাই ॥ ৫৮ ॥

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ম্।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৬০ ॥
স্বয়মন্তর্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিঃ প্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥ ৬১ ॥

অনইতি। যৎ অনণু অক্ষুদ্রং অস্থূলং অহ্রস্বং অদীর্ঘং যৎ অজং উৎপত্তিরহিতং অব্যয়ং অক্ষয়ং অরূপগুণবর্ণাখ্যং রূপবর্ণাদিনামবর্জ্জিতং তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

যদিতি। যস্য ভাসা দীপ্ত্যা অর্কাদিঃ সূর্য্যপ্রভৃতিঃ ভাস্যতে প্রকাশ্যতে ভাস্যৈঃ প্রকাশ্যৈঃ যৎ ন ভাস্যতে প্রকাশ্যতে যৎ সূর্য্যাদিং প্রকাশয়তি সূর্য্যাদিনা ন প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ। যেন ব্রহ্মণা ইদং সর্ব্বং জগৎ ভাতি প্রকাশতে তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয়েৎ ॥ ৬০ ॥

স্বয়মিতি। স্বয়ং অন্তঃ অভ্যন্তরং বহিঃ বাহ্যদেশং ব্যাপ্য বহ্নিঃ প্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ নিখিলং জগৎ ভাসয়ন্ দীপয়ন্ ব্রহ্ম প্রকাশতে যথা অগ্নিঃ উত্তপ্তলৌহপিণ্ডং অন্তর্বহিশ্চ ব্যাপ্য ভাসয়তি স্বয়ঞ্চ প্রকাশতে তদ্বৎ সমগ্রং জগৎ দীপয়ন্ ব্রহ্ম প্রকাশতে ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি অণু নহেন, যিনি দীর্ঘ বা হ্রস্ব নহেন, যাহার উৎপত্তি নাই, যিনি অক্ষয়, যাহার রূপবর্ণাদ্যাশ্রিত নাম নাই, তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই অবধারণ করিতে হইবে ॥ ৫৯ ॥

যাহার দীপ্তিদ্বারা সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, যিনি সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েন না, যৎ কর্ত্তৃক এই সমগ্র জগৎ দীপ্তি পাইতেছে, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

অগ্নি যেমন ভিতরে ও বাহিরে থাকিয়া উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডকে প্রকাশ করিয়া নিজে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিতরে ও বাহিরে এই সমুদায় জগৎকে প্রকাশিত করিয়া নিজে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৬২ ॥
দৃশ্যতে শ্রূয়তে যৎ তদ্ ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ ॥ ৬৪ ॥

জগদিতি। ব্রহ্ম জগদ্বিলক্ষণং জগতঃ ভিন্নং ব্রহ্মণো অন্যৎ কিঞ্চন ন ন বিদ্যতে ইতি পূরণীয়ং। যথা মরৌ মরুস্থলে মরীচিকা মৃগতৃষ্ণা মিথ্যা, তথৈবেত্যাহং ব্রহ্মান্যৎ মিথ্যা ভাসতে প্রকাশতে ॥ ৬২।

দৃশ্যতে ইতি। যৎ দৃশ্যতে শ্রূয়তে তৎ ব্রহ্মণোঽন্যৎ ন বিদ্যতে সচ্চিদানন্দং অদ্বয়ং তৎ ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানাৎ অবগম্যতে ইতি শেষঃ ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগমিতি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যস্য স জ্ঞানচক্ষুঃ জনঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনং সচ্চিদাত্মানং নিরীক্ষতে পশ্যতি অজ্ঞানচক্ষুঃ অজ্ঞানান্ধঃ ভাস্বন্তং দীপ্তিমন্তং ভানুং সূর্য্যং অন্ধবৎ চক্ষুঃহীনবৎ নেক্ষেত। তথাচ অন্ধো যথা দীপ্তিশীলং সূর্য্যং ন পশ্যতি তদ্বৎ অজ্ঞানী আত্মানং ন পশ্যতি জ্ঞানবানেব পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্ম জগৎ হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু জগতে কিছুই নাই, যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে বস্তু নির্জ্জলপ্রদেশে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে হইবে। ৬২ ॥

যাহা দেখা যাইতেছে ও শুনা যাইতেছে, সে সমুদায় বস্তু ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অদ্বয় সেই ব্রহ্মকে জানা যায়, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্ম জানিবার উপায় নাই ॥ ৬৩ ॥

যাহার জ্ঞানচক্ষু আছে সেই ব্যক্তি আত্মাকে দেখিতে পায়, অন্ধ ব্যক্তি যেমন দীপ্তিশীল সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি আত্মাকে দেখিতে পায় না ॥ ৬৪ ॥

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবদ্ দ্যোততে স্বয়ম্॥ ৬৫ ॥
হৃদাকাশোদিতো হ্যাত্মা বোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে॥ ৬৬ ॥

শ্রবণাদিভিরিতি। শ্রবণাদিভিঃ বেদাদিশব্দাৎ আকর্ণনাদিভিঃ উদ্দীপ্তঃ জ্ঞানাগ্নিনা পরিতাপিতঃ জীবঃ সর্ব্বমলাৎ পাপাদিতঃ মুক্তঃ সন্ স্বয়ং স্বর্ণবৎ দ্যোততে প্রকাশতে॥ ৬৫ ॥

হৃদিতি। আত্মা হৃদাকাশোদিতঃ সন্ তমোঽপহৃৎ অজ্ঞাননাশকঃ অন্ধকারনাশকো বা বোধভানুঃ জ্ঞানসূর্য্যঃ ভাতি, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী সন্ সর্ব্বং প্রকাশতে সূর্য্যো যথা আকাশে উদিতঃ সন্ অন্ধকারমপহৃত্য সর্ব্বং প্রকাশয়তি তদ্বদাত্মাপি ইতি ভাবঃ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

বেদাদি শব্দ শ্রবণ করিলে তাহাতে জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়। অতএব সেই উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধচেতাঃ জীব সমুদায় পাপাদি হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্ণ যেমন অগ্নিদ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায় তদ্রূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৬৫ ॥

অন্ধকার নাশক সূর্য্য যেমন আকাশে উদিত হইয়া দীপ্তি পায়, তদ্রূপ জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপ আত্মা হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া দীপ্তি পায় ও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী হইয়া সমুদায় জগৎকে প্রকাশ করে, আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ জগৎকে প্রকাশ করিতে পারে না, আত্মা জ্ঞানিব্যক্তিদিগের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, যাহাদের জ্ঞান নাই তাহারা আত্মাকে জানিতে পারে না॥ ৬৬ ॥

আত্মনস্তৎপ্রকাশত্বং যৎপদার্থাবভাসনম্।
নাগ্ন্যাদিদীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবত্যান্ধ্যং যতো নিশি ॥ ২২ ॥
দেহোঽহমিত্যয়ং মূঢ়ো ধৃত্বা তিষ্ঠত্যহো জনঃ।
মমায়মিত্যপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টেব সর্ব্বদা ॥ ২৩ ॥

আত্মন ইতি। যৎপদার্থানাং ঘটাদীনাং অবভাসনং প্রকাশঃ তৎ আত্মনঃ প্রকাশত্বং অগ্ন্যাদিদীপ্তিবৎ দীপ্তিঃ আত্মন ইতি শেষঃ ন ভবতি। যতঃ হেতোঃ নিশি রাত্রৌ আন্ধ্যং অন্ধকারঃ ভবতীতি শেষঃ। তথাচ নিশি যত্রাগ্নিঃ বিদ্যতে তত্রৈবালোকঃ অন্যত্র চান্ধকারঃ, আত্মনস্তু তথা ন, তদ্দীপ্তিঃ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রৈব বিদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

দেহইতি। অয়ং পদার্থঃ মম ইতি জ্ঞাত্বাপি সর্ব্বদা ঘটদ্রষ্টেব অয়ং মূঢ়ো জনঃ অহং দেহ ইতি ধৃত্বা নিশ্চিত্য তিষ্ঠতি বর্ত্ততে। অহো ইতি বিস্ময়ে। তথাচ ঘটদ্রষ্টা যথা ঘটো মদ্ভিন্ন ইতি জানাতি তদ্বৎ অয়ং ঘটঃ মম ইতি বুদ্ধাপি অহং দেহ ইতি-মন্যতে। অতঃপরং কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহা দ্বারা যাবতীয় পদার্থের প্রকাশ হয়, তাহা আত্মারই প্রকাশ, আত্মার প্রকাশ অগ্নিপ্রভৃতির দীপ্তির ন্যায় অনিত্য নহে, অগ্নির দীপ্তি যেস্থানে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে সেই স্থানেই হইয়া থাকে ও রাত্রি হইলে অন্ধকার হয় অর্থাৎ প্রদীপের অভাব হইলে অন্ধকার হয়। অতএব জানিতে হইবে যে আত্মার দীপ্তি নিত্য, সকলসময়ে সকলস্থানেই বর্ত্তমান থাকে, অগ্নির দীপ্তি তদ্রূপ নহে। ২২।

মনুষ্য যেমন ঘটকে "আমার ঘট" এই বলিয়া মনে করে, আমি ঘট এরূপ জ্ঞান করে না, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যক্তিগণ আমার দেহ এই বলিয়া জানিয়াও আমি দেহ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে, আমার দেহ এইরূপ বোধ হইলে, দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান সহজেই জন্মিতে পারে ও সেই জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান কহে ॥ ২৩॥

ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৪ ॥
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরবদ্যোঽহমব্যয়ঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৫ ॥
নিরাময়ো নিরাভাসো নির্ব্বিকল্পোঽহমাততঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মেতি। অহং ব্রহ্ম সমঃ সর্ব্বময়ঃ শান্তঃ নির্ব্বিকারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ জ্ঞানানন্দস্বরূপঃ, অহং দেহো ন অসদ্রূপঃ ইতি জ্ঞানং বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ উচ্যতে কথ্যতে। ২৪ ॥

অহং নির্ব্বিকারঃ নিরাকারঃ নিরবদ্যঃ অনিন্দিতঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ অহং অসদ্রূপঃ দেহো ন। ইতি নিশ্চিতং বুধৈঃ ইতি জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

নিরাময় ইতি। নিরাময়ঃ রোগহীনঃ নিরাভাসঃ অভিলাষশূন্যঃ নির্ব্বিকল্পঃ কল্পনারহিতঃ অহং আততঃ বিস্তৃতঃ, হি নিশ্চিতং অহং অসৎস্বরূপঃ দেহো ন। বুধৈঃ ইতি জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ।

আমিই ব্রহ্ম ও নির্ব্বিকার ও সর্ব্বময় এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপ আমি অসৎ-স্বরূপ দেহ নহি। এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ২৪ ॥

আমি নির্ব্বিকার অর্থাৎ আমার ইষ্টানিষ্ট বস্তুবিষয়ে কোনও বিকার নাই। আমার আকার নাই আমি অনিন্দিত। আমি অক্ষয় আমি অসৎস্বরূপ দেহ হইতে ভিন্ন, পণ্ডিতগণ এইরূপ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়াছেন; আত্মা আমার, ঘটপটাদি আমার, আমি দেহস্বরূপ, আত্মাভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এইরূপ জ্ঞানকেই অজ্ঞান বলে। ২৫ ॥

আমি রোগহীন, আমার কোনরূপ অভিলাষ নাই, আমি কল্পনারহিত, আমি বিস্তৃত, আমি দেহ হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ জ্ঞান বলিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নিত্যমুক্তোঽহমচ্যুতঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ২৭।
নির্ম্মলো নিশ্চলোঽনন্তঃ শুদ্ধোঽহমজরোঽমরঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৮ ॥
স্বদেহে শোভনং সন্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্।
কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করোষি ভোঃ ॥ ২৯ ॥

নির্গুণইতি। অহং নির্গুণঃ নিষ্ক্রিয়ঃ ক্রিয়াহীনঃ নিত্যঃ নিত্যমুক্তনিত্যস্থখবান্ অচ্যুতঃ অহং অসদ্রূপঃ দেহো ন। বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইতি জ্ঞানং উচ্যতে কথ্যতে ॥ ২৭ ॥

নির্ম্মল ইতি। অহং নির্ম্মলঃ নিশ্চলঃ স্থিরঃ অনন্তঃ অন্তরহিতঃ শুদ্ধঃ স্বচ্ছঃ অজরঃ জরারহিতঃ অমরঃ মৃত্যুবর্জ্জিতঃ অহং অসদ্রূপঃ দেহো ন। বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইতি জ্ঞানং উচ্যতে। ২৮ ॥

স্বইতি। ভোঃ মূর্খ! কিং কথং স্বস্য আত্মনঃ দেহে সন্তং বর্ত্তমানং শোভনং দীপ্তিমন্তং সম্মতং সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণীতং পুরুষাখ্যং পুরুষপদেনাভিহিতং দেহাতীতং দেহশূন্যং আত্মানং শূন্যং খপুষ্পাদিবৎ মিথ্যা করোষি সন্তমপ্যাত্মানং অসন্তমিব কথং প্রতিপাদয়সীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ।

বঙ্গানুবাদ।

আমি নির্গুণ আমি ক্রিয়াবিহীন ও নিত্য এবং নিত্যসুখময় আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি, এইরূপ জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২৭

আমি নিশ্চল অর্থাৎ স্থির ও নির্ম্মল আমার অন্ত নাই, আমি বিশুদ্ধ ও মৃত্যুবিহীন এবং জরাবর্জ্জিত। আমি অসৎস্বরূপ দেহ হইতে ভিন্ন। এইরূপ জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ জ্ঞান বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

হে মূর্খ শূন্যবাদিন্! তোমরা নিজের শরীরে বর্ত্তমান দেহভিন্ন সর্ব্ববাদিসম্মত পুরুষাভিধেয় আত্মাকে খপুষ্পাদিবৎ শূন্য মনে করিতেছ কেন ॥ ২৯ ॥

স্বাত্মানং শৃণু মূর্খ ত্বং যুক্ত্যা শ্রুত্যাচ পুরুষম্।
দেহাতীতং সদাকারং সুদুর্দ্দর্শং ভবাদৃশৈঃ॥ ৩০॥
অহংশব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩১॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩২॥

স্বইতি। হে মূর্খ! ত্বং সদাকারং সৎস্বরূপং ভবাদৃশৈঃ মূর্খৈঃ সুদুর্দর্শং জ্ঞাতুমশক্যং স্বাত্মানং পুরুষং পুরুষসংজ্ঞকং স্বাত্মানং যুক্ত্যা তর্কাদিনা শ্রুত্যাচ বেদাদিনাচ দেহাতীতং দেহভিন্নং শৃণু নির্ণয়। ৩০॥

অহমিতি। অহংশব্দেন বিখ্যাতঃ এক এব স্থিতঃ পরঃ পুমান্ স্থূলস্তু স্থূলঃ সন্ অনেকতাংপ্রাপ্তঃ বহুবিধস্থূলরূপেণ স্থিতঃ কথং কেন প্রকারেণ দেহকঃ দেহশালী স্যাৎ ভবেৎ, ন কেনাপি তর্কেণ পরমপুরুষস্য দেহশালিত্বং ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যতে ইতি ভাবঃ॥ ৩১॥

অহমিতি। অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধঃ স্থিতঃ দেহঃ অদৃশ্যতয়া স্থিতঃ তথাচ অহমেব

বঙ্গানুবাদ।

হে মূর্খ! সদাকার সৎস্বরূপ আত্মা তোমাদের মত মূর্খ ব্যক্তিগণের দুর্জ্ঞেয়। পুরুষ বলিয়া যাহাকে সাংখ্যশাস্ত্রকার প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন সেই নিজের আত্মাকে যুক্তি তর্কাদিদ্বারা ও বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা দেহাতীত বলিয়া স্থির কর॥ ৩০॥

অহংশব্দপ্রতিপাদ্য আত্মা একমাত্র জগৎকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়াছেন ও স্থূলস্বরূপ হইয়া অনেকরূপে স্থিত হইয়াছেন। সেই পরমপুরুষ কোন যুক্তি তর্কাদিদ্বারা দেহশালী হইবেন, তাহার দেহশালিত্বে কোনও যুক্তি নাই॥ ৩১॥

আমি দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে স্থিত হইয়াছি, দেহ দ্রষ্টা নয় এবং দৃশ্যও নয় আমিই সমস্ত পদার্থ এই পদার্থটী আমার এইরূপ ব্যবহার ও হইতেছে তবে কি প্রকারে সেই

অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৩॥
যস্মাৎ পরমিতি শ্রুত্যা তয়া পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৪ ॥

দ্রষ্টা দৃশ্যশ্চ মম অয়ং ইতিনির্দ্দেশাৎ ব্যবহারাৎ পুমান্ কথং কেন প্রকারেণ দেহকঃ দেহশালী স্যাৎ ভবেৎ আত্মা ন দেহবানিতি ফলিতার্থঃ ॥ ৩২ ॥

অহমিতি। অহং বিকারহীনঃ দেহস্তু নিত্যং সর্ব্বদা বিকারবান্ ইতি সাক্ষাৎ যথার্থতঃ প্রতীয়তে কথং কেনোপায়েন পুমান্ আত্মা দেহকঃ দেহময়ঃ স্যাৎ ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

যস্মাদিতি। তয়া প্রসিদ্ধয়া "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" ইতিশ্রুত্যা পুরুষলক্ষণং বিনির্ণীতং অবধারিতং। কথং কেনোপায়েন বিমূঢ়েন মূর্খেন জনেন করণেন পুমান্ দেহকঃ দেহময়ঃ স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

পুরুষের দেহশালিত্ব স্থির হইবে, অর্থাৎ পরমপুরুষ দেহময় ইহা স্থির করিতে হইলে, যুক্তি তর্ক শাস্ত্র দেখাইতে হইবে, তাহার অভাব হইলে আত্মা দেহময় নহে ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

আমি বিকারহীন দেহ সর্ব্বদাই বিকারবিশিষ্ট ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে, তবে কিপ্রকারে আত্মাকে দেহময় বলিয়া জানা যাইবে। আত্মা দেহময় নহে ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

যাহার পর আর উৎকৃষ্ট পদার্থ নাই যাহা হইতে সূক্ষ্মতর ও প্রধান কিছুই নাই ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পুরুষের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, তবে কিরূপে মূর্খ-ব্যক্তিদ্বারা পুরুষ দেহময় হইবে ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুত্যা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥
অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপিচ।
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৬ ॥
তত্রৈবচ সমাখ্যাতং স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ।
জড়ঃ পরপ্রকাশ্যোঽসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥৩৭॥

সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং পুরুষ এব ইতি বা কোন পুরুষসঙ্গিতে সক্ত সিদ্ধে সতি কথং কেন প্রকারেণ পুমান্ দেহকঃ দেহময়ঃ স্যাৎ ভবেৎ, যতঃ যস্মাদ্ধেতোঃ শ্রুত্যা অপি উচ্যতে কথ্যতে পুরুষঃ নহি দেহময়ঃ। ইতীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

অসঙ্গ ইতি। পুরুষঃ অসঙ্গঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ বৃহদারণ্যকেঽপি তদভিধেয়শাস্ত্রেঽপি প্রোক্তঃ কথিতঃ অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ দেহঃ ইতিশেষঃ পুমান্ কথং দেহকঃ দেহময়ঃ স্যাৎ ভবেৎ। তথাচ দেহাত্মনোঃ অতিশয়প্রভেদ ইতিযাবৎ ॥ ৩৬ ॥

তত্রৈবেতি। তত্রৈব বৃহদারণ্যকে এব পুরুষঃ জ্যোতির্হি পুরুষ দেহঃ জড়ঃ অসৌ ঘটাদিবদ্দৃশ্যঃ কথং কেন প্রকারেণ পুমান্ স্যাৎ অতএব পরপ্রকাশ্যঃ ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সকল জগৎ আত্মস্বরূপ ইহা শ্রুতিদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, পরমাত্মা কি প্রকারে দেহময় হইবেন ॥ ৩৫ ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পুরুষ সঙ্গবিহীন ইহা কথিত হইয়াছে, দেহ অসংখ্য মলাদিসংযুক্ত তবে আত্মা কি প্রকারে দেহময় হইবেন, দেহেতে ও আত্মাতে অনেক প্রভেদ আছে ইহা জানা যাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

সেই বৃহদারণ্যক শাস্ত্রেই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় ও প্রকাশস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, দেহ ঘটপটাদির মত জড়পদার্থ ও পরপ্রকাশ্য। তবে কি প্রকারে পুরুষ দেহময় হইবে ॥ ৩৭ ॥

প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্ ॥ ৩৮ ॥
লিঙ্গঞ্চানেকসংযুক্তং চলং দৃশ্যং বিকারি চ।
অব্যাপকমসদ্রূপং তৎ কথং স্যাৎ পুমানয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মা পুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥

প্রোক্ত ইতি। আত্মা দেহাৎ বিলক্ষণঃ নিত্যশ্চ দেহপাতাদনন্তরং তৎফলং কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে। ইতি যৎ প্রোক্তং; কর্ম্মকাণ্ডেন "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যাদি কর্ম্মশাস্ত্রেণ প্রোক্তোঽপি উক্ত এব এবঞ্চ আত্মা দেহময়ঃ কথং স্যাদিতি পূর্ব্বান্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গমিতি। লিঙ্গং লিঙ্গশরীরং চকারাৎ কারণশরীরঞ্চ অনেকসংযুক্তং বহুরূপসংযুক্তং চলং চঞ্চলং দৃশ্যং কারণপ্রকাশ্যং বিকারি বিকারবিশিষ্টং অব্যাপকং অসদ্রূপং, তৎ তস্মাৎ কথং কেন প্রকারেণ পুমান্ অয়ং দেহঃ স্যাৎ ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

এবমিতি। আত্মা এবং উক্তপ্রকারেণ দেহদ্বয়াৎ স্থূলসূক্ষ্মদেহাৎ অন্যঃ

বঙ্গানুবাদ।

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ও নিত্য। দেহনাশের পর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা "যতকাল জীবন থাকিবে ততদিন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে" ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ড শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকাণ্ডদ্বারাও আত্মা যে দেহময় তাহা প্রতীয়মান হয় না ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর উভয়ই বহুবিধ স্থূলশরীরের সম্বন্ধবিশিষ্ট ও বিনাশী এবং কারণাধীন প্রকাশ্য ও বিকার বিশিষ্ট এবং অসর্ব্বব্যাপী এবং অনিত্য তাহা হইলে পুরুষ কি প্রকারে শরীরময় হইবে? অতএব বুঝিতে হইবে যে আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ॥ ৩৯ ॥

এই প্রকার আত্মা দেহদ্বয় হইতে পৃথক্ ও চৈতন্যাশ্রয় এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ

ইত্যাত্মদেহভাগেন প্রপঞ্চস্যৈব সত্যতা।
যথোক্তা তর্কশাস্ত্রেণ কিন্ততঃ পুরুষার্থতা ॥ ৪১ ॥
ইত্যাত্মদেহভেদেন দেহাত্মত্বং নিবারিতম্।
ইদানীং দেহভেদস্য হ্যসত্ত্বং স্ফুটমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

অতিরিক্তঃ পুরুষঃ চৈতন্যাশ্রয়ঃ ঈশ্বরঃ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বাধিষ্ঠাতা সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বাতীতঃ অহং অহংপদবাচ্যঃ অব্যয়ঃ অক্ষয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইতীতি। ইতি এবং প্রকারেণ আত্মনঃ দেহস্যচ ভাগেন বিভাগেন প্রপঞ্চস্য সত্যতা তর্কশাস্ত্রেণ যথা উক্তা কথিতা ততঃ তদপেক্ষয়া পুরুষার্থতা কিং পুরুষ-প্রয়োজনং কিমস্তীত্যর্থঃ ৪১।

ইতীতি। ইতি পূর্ব্বোক্তরূপেণ আত্মদেহভেদেন দেহস্য আত্মত্বং নিবারিতং আত্মা দেহো ন ইতি প্রতিপাদিতং ইদানীং সংপ্রতি দেহভেদস্য স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদস্য অসত্ত্বং স্ফুটং স্পষ্টং উচ্যতে হি আত্মনঃ ন দেহভেদ ইতি প্রতিপাদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

এবং সকলের অধিষ্ঠাতা ও অহংপদবাচ্য এবং যাবতীয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত ও অক্ষয় ॥ ৪০ ॥

তার্কিকগণ এই প্রকার আত্মা ও দেহের বিভাগ করিয়া তর্কশাস্ত্রোক্ত প্রপঞ্চের সত্যতা স্থাপন করেন। ইহা অপেক্ষা আর পুরুষার্থতা অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন কি আছে ॥ ৪১।

এই প্রকার আত্মা ও দেহের ভেদদ্বারা দেহ আত্মা এই বুদ্ধিকে খণ্ডন করিয়া দেহের আত্মত্ব নাই ও দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। সংপ্রতি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, দেহভেদও নাই অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার দেহ যাহারা স্বীকার করেন তাহা ভ্রমমাত্র অর্থাৎ উহা ব্যাবহারিক, কিন্তু পারমার্থিক নহে ॥ ৪২ ॥

চৈতন্যস্যৈকরূপত্বাদ্ভেদো যুক্তো ন কর্হিচিৎ।
জীবত্বঞ্চ মৃষা জ্ঞেয়ং রজ্জৌ সর্পগ্রহো যথা॥ ৪৩॥
রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ক্ষণেনৈব যদ্বদ্রজ্জুর্হি সর্পিণী।
ভাতি তদ্বচ্চিতিঃ সাক্ষাদ্বিশ্বাকারেণ কেবলা॥ ৪৪॥

চৈতন্যস্যেতি। চৈতন্যস্য একরূপত্বাৎ একবিধত্বাৎ ভেদঃ স্থূলসূক্ষ্মাদিনা বিভিন্নতা ন যুক্তঃ কর্হিচিৎ কুত্রচিদপি জীবত্বঞ্চ মৃষা মিথ্যা যথা রজ্জৌ সর্পগ্রহঃ সর্পবুদ্ধিঃ তথা জ্ঞেয়ং। যথা ভ্রমাদেব রজ্জৌ সর্পবুদ্ধিঃ তথা আত্মনি জীবত্ববুদ্ধিঃ ভ্রমাদেব জায়তে নতু যথার্থতঃ জীবত্বমস্তি ইতি ফলিতার্থঃ॥ ৪৩॥

রজ্জুরিতি। রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ক্ষণেনৈব ক্ষণকালেনৈব যদ্বৎ রজ্জুঃ সর্পিণী ভবতীতি শেষঃ ভ্রমাৎ যথা রজ্জৌ সর্পত্ববুদ্ধিঃ ভ্রমবিনাশে রজ্জুজ্ঞানং তদ্বদিতি ভাবঃ। তদ্বৎ তদিব রজ্জৌ সর্পভ্রম ইব কেবলা অদ্বিতীয়া চিতিঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং বিশ্বাকারেণ জগদাকারেণ ভাতি প্রকাশতে নতু বিশ্বমস্তি তাৎপর্য্যং॥ ৪৪॥

বঙ্গানুবাদ।

চৈতন্যের একরূপতাহেতুক স্থূলসূক্ষ্মাদি ভেদ করা যুক্তিযুক্ত নহে রজ্জুতে যেমন ভ্রমবশতঃ সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে তদ্রূপ জীবত্ববুদ্ধি অলীক, বাস্তবিক জীবত্ব বলিয়া কোনও পদার্থ নাই॥ ৪৩॥

ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, ভ্রম দূর হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই রজ্জুকে প্রকৃত রজ্জু বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কেবলমাত্র চিতিশক্তি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া স্থিত হইয়াছে, বিশ্বসংসার চিতিশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ নহে॥ ৪৪॥

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি নচেতরৎ ॥ ৪৫ ॥
ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ।
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৪৬ ॥

উপাদানমিতি। প্রপঞ্চস্য বিশ্বস্য উপাদানং কারণং ব্রহ্মণো অন্যৎ ন বিদ্যতে। তস্মাৎ হেতোঃ অয়ং সর্ব্বপ্রপঞ্চঃ ব্রহ্মৈব ইতরৎ নাস্তি। জগৎ ব্রহ্মময়ং নতু ব্রহ্মভিন্নমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ৪৫ ॥

ব্যাপ্যেতি। সর্ব্বং জগৎ আত্মা আত্মস্বরূপং ইতি শাসনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ ব্যাপ্যব্যাপতা মিথ্যা আত্মনঃ ব্যাপ্যত্বং অল্পদেশবৃত্তিত্বং অধিকদেশবৃত্তিত্বমিত্যাদি বিচারঃ নিষ্প্রয়োজন ইত্যর্থঃ ইতি. জগৎ আত্মস্বরূপমিতি শ্রুতিবাক্যাৎ পরে তত্ত্বে ব্রহ্মণি জ্ঞাতে বিদিতে সতীতি শেষঃ ভেদস্য জগদাত্মনোঃ ভিন্নতাবোধস্য অবসরঃ অবকাশঃ কুতঃ কথং ভবতীতি শেষঃ। তথাচ জগদাত্মনোঃ অভেদবুদ্ধৌ ভাব্যং ন পুনঃ ভেদবুদ্ধিরিতি তাৎপর্য্যং ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

এই যাবতীয় প্রপঞ্চের ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন প্রকার উপাদান নাই, সুতরাং এই সকল প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, অন্য কোনও পদার্থ নহে ইহা নানাশাস্ত্রে যুক্তির সহিত পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

"সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং" ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা, সকল জগৎ আত্মময় ও অন্যান্য পদার্থ সমস্তই মিথ্যা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে অতএব উক্ত বেদবাক্যদ্বারা যথার্থ তত্ত্বপদার্থের জ্ঞান হইলে আর আত্মা ও জগতের ভেদবুদ্ধির অবকাশ হইতে পারে না। এইটী স্থির করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪৬ ॥

শ্রুত্যা নিবারিতং নূনং নানাত্বং স্বমুখেন হি।
কথং ভাসো ভবেদন্যঃ স্থিতে চাদ্বয়কারণে ॥ ৪৭ ॥
দোষোঽপি বিহিতঃ শ্রুত্যা মৃত্যোর্মৃত্যুং স গচ্ছতি।
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রুত্যেতি। শ্রুত্যা স্বমুখেন স্বপ্রমিত্যর্থঃ নূনং নিশ্চিতং নানাত্বং জগতঃ অনেকত্বং নিবারিতং খণ্ডিতং হি এবং অদ্বয়কারণে স্থিতে চ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং নচান্য-দিত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন অদ্বয়হেতৌ স্থিরীকৃতে চ সতীতি শেষঃ অন্যো ভাসঃ দ্বৈতবোধঃ কথং ভবেৎ। তথাচ বেদাদিনা অদ্বৈতবোধে জাতে দ্বৈত-বোধঃ ন ভবতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ৪৭ ॥

দোষইতি। স জনঃ যঃ জগতঃ নানাত্বং জানাতীতি পূরণীয়ং, মৃত্যোঃ মরণানন্তরং মৃত্যুং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ইত্যুক্তং, দোষোঽপি শ্রুত্যা বিহিতঃ নিরূপিতঃ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুত্যা জগতঃ নানাত্বদর্শনাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর্ভবতি পুনঃ পুনঃ জননং ভবতি ইত্যাদি দোষা উক্তা ইতি ফলিতার্থঃ, নরঃ মায়য়া অবিদ্যয়া বঞ্চিতঃ প্রতারিতঃ সন্ ইহ জগতি নানাত্বং অনেকবিধত্বং পশ্যতি নতু জগতি যথার্থতো নানাত্বং ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শ্রুতিশাস্ত্র নিজেই জগতের নানাবিধত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই ইহার হেতুও নির্দ্দেশ করিয়াছেন তবে কিপ্রকারে পুনর্ব্বার ব্রহ্মভিন্ন পদার্থ আছে বলিয়া স্থির করা যাইবে। একবার কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক যাহাকে অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে, তাহাকে আর দ্বিতীয় বলিয়া স্থির করা যায় না ॥ ৪৭ ॥

যাহারা জগৎকে নানা (বহু) বলিয়া থাকেন, তাহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ও জন্ম ভোগ করিয়া থাকেন। ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষও শ্রুতিশাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে। মানবগণ কেবল মায়ায় বশীভূত হইয়া জগতের নানাত্ব দেখিতেছে, প্রকৃত জগৎ নানা নহে এক ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানিচ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ ॥ ৫০ ॥
সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মণ ইতি। সর্ব্বভূতানি সকলপদার্থাঃ পরমাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ জায়ন্তে তস্মাৎ ব্রহ্মজন্যত্বাৎ জগন্তীতি শেষঃ ব্রহ্মৈব ভবন্তি ইতি অবধারয়েৎ জানীয়াৎ ॥ ৪৯॥

ব্রহ্মৈবেতি। ব্রহ্ম এব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি নানাবিধানি সমগ্রাণি সকলানি কর্ম্মাণ্যপি বিভর্ত্তি ধারয়তি ইতি শ্রুতিঃ জগৌ জগাদ ॥ ৫০ ॥

সুবর্ণাদিতি। সুবর্ণাৎ জায়মানস্য কুণ্ডলাদেঃ সুবর্ণত্বং শাশ্বতং নিত্যং তথা তদ্বৎ ব্রহ্মণো জায়মানস্য জগতঃ ব্রহ্মত্বং ভবেৎ তথাচ সুবর্ণনির্ম্মিতঃ বলয়াদিঃ যথা সুবর্ণ এব যথা ব্রহ্মজাতং জগৎ ব্রহ্মৈব নত্বন্যাদিতি ফলিতার্থঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়া থাকে, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম ইহাই নিশ্চয় করিতে হইবে ॥ ৪৯ ॥

নানাবিধ রূপ এবং নাম ও যাবতীয় কর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন, ইহা স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক পদার্থ নহে ॥ ৫১ ॥

স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যস্তিষ্ঠতি স মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্ ॥ ৫২ ॥
যত্রাজ্ঞানাদ্ভবেদ্দ্বৈতমিতরস্তত্র পশ্যতি।
আত্মত্বেন যদা সর্ব্বং নেতরস্তত্র চাণ্বপি ॥ ৫৩ ॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভুতানি চাত্মত্বেন বিজানতঃ।
নৈব তস্য ভবেন্মোহো নচ শোকোঽদ্বিতীয়তঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বল্পমপীতি। যো জনঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ স্বল্পমপি কিঞ্চিদপি অন্তরং ভেদং কৃত্বা তিষ্ঠতি বর্ত্ততে স মূঢ়াত্মা মূর্খঃ তস্য ভয়ং নরকাদিভয়ং অভিভাষিতং কথিতং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ভেদজ্ঞানবতঃ ন শান্তিরিতি ফলিতার্থঃ ॥ ৫২ ॥

যত্রেতি। যত্র অবস্থায়াং অজ্ঞানাৎ তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ দ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানং ভবেৎ তত্রাবস্থায়াং ইতরঃ জ্ঞানহীনো জনঃ পশ্যতি ভেদমিতি পূরণীয়ং যদা সর্ব্বং আত্মত্বেন জানাতীতি শেষঃ তদা ইতরো জনঃ অণ্বপি অল্পমপি ন পশ্যতীতি শেষঃ আত্মজ্ঞানবান্ ভেদং ন পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মত্বেন আত্মস্বরূপত্বেন বিজানতঃ তদা তস্য জনস্য অদ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতজ্ঞানবলাৎ শোকো মোহশ্চ নৈব ভবেৎ তথাচ আত্মজ্ঞানবতাং ন শোকমোহাদয় ইতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অল্প ও ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে সে মূর্খ ও তাহার নরকাদি ভয় হয়, অর্থাৎ তাহার জন্ম মৃত্যু নরকাদিভোগ নিবারিত হয় না, ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে সুতরাং জীব ও পরমাত্মা একপদার্থ এই বোধ করাই উচিত ॥ ৫২ ॥

যে অবস্থাতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতুক দ্বৈতজ্ঞান হয় সেই অবস্থাতে মূর্খ ব্যক্তিগণ ভেদ দেখিয়া থাকে যখন সকল পদার্থে আত্মত্ববুদ্ধি হয় তখন আর কিঞ্চিৎ ও ভেদজ্ঞান জন্মে না ॥ ৫৩ ॥

যে সময় যাহার সকল বস্তুতে আত্মত্বজ্ঞান জন্মে তখন আর তাহার অদ্বৈত জ্ঞানবশতঃ শোক মোহ প্রভৃতি কিছুই থাকে না ও পুনর্ব্বার জন্মে না, দ্বৈতজ্ঞান-শীল ব্যক্তিরই শোক মোহ প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

অয়মাত্মাহি ব্রহ্মৈব সর্ব্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্দ্ধারিতং শ্রুত্যা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া ॥ ৫৫ ॥
অনুভূতোহপ্যয়ং লোকো ব্যবহারক্ষমোহপি সন্।
অসদ্রূপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ ॥ ৫৬ ॥

অয়মিতি। ব্রহ্মৈব ব্রহ্মস্বরূপঃ অয়ং আত্মাহি পরমাত্মা এব সর্ব্বাত্মকতয়া সর্ব্বস্বরূপত্বেন স্থিতঃ বৃহদারণ্যকসংজ্ঞয়া শ্রুত্যা ইতি এবং নির্দ্ধারিতং নিরূপিতং ॥ ৫৫ ॥

অন্বিতি। অয়ং লোকঃ অনুভূতোঽপি অজ্ঞানবশাৎ অবিনাশিত্বেন সর্ব্বং জানন্নপি ব্যবহারক্ষমঃ তব মম অয়ং ঘট ইত্যাদি ব্যবহারশীলঃ সন্নপি, অসদ্রূপঃ সত্তাবর্জ্জিতঃ স্বপ্নো যথা উত্তরক্ষণবাধিতঃ জাগরণাবস্থাসঞ্জাতজ্ঞানেন বিনষ্টো ভবতীতি শেষঃ তথা অদ্বৈতজ্ঞানেন বাধিতো ভবতীতি পূরণীয়ং যথা নিদ্রাবস্থায়াং সঞ্জাতস্বপ্নো জাগরণাবস্থায়াং জ্ঞানেন বিনশ্যতি তথা দ্বৈতজ্ঞানসঞ্জাতভেদবুদ্ধিঃ অদ্বৈতজ্ঞানেন বিনশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫৬।

বঙ্গানুবাদ।

পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মই সকলের আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়াছে ইহা বৃহদারণ্যক নামক শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে অতএব সকলের বুঝা উচিত যে আত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নাই ॥ ৫৫ ॥

নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থকে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, পরে জাগরণ হইলে অলীক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঘট পট আমার তোমার ইত্যাদি ব্যবহারশালী ব্যক্তিগণের অজ্ঞানবশতঃ এই জগৎ নিত্য ও আত্মা স্বতন্ত্রপদার্থ ইত্যাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে সমুদায় অজ্ঞান নষ্ট হইয়া আত্মব্যতীত কোন পদার্থ নাই এইরূপ জ্ঞান জন্মে ॥ ৫৬ ॥

স্বপ্নো জাগরণেঽলীকঃ স্বপ্নেঽপি জাগরো নহি।
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি হ্যুভয়োর্নচ ॥ ৫৭ ॥

ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতম্।
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেকশ্চিদাত্মকঃ ॥ ৫৮ ॥

স্বপ্ন ইতি। জাগরণে জাগদবস্থায়াং স্বপ্নোঽলীকঃ অসত্যঃ স্বপ্নে স্বপ্নাবস্থায়াং জাগরো নহি ন বিদ্যতে অলীক ইত্যর্থঃ। লয়ে সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দ্বয়মেব স্বপ্নো জাগরণঞ্চ নাস্তি ন বিদ্যতে। উভয়োঃ জাগরণস্বপ্নয়োঃ অবস্থয়াং লয়োঽপি সুষুপ্তি-রপি নচ ন বিদ্যতে, এবঞ্চ অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞানমলীকমিতি ফলিতার্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ত্রয়মেবেতি। গুণত্রয়বিনির্ম্মিতং সত্ত্বরজস্তমঃপ্রভৃতি গুণোৎপন্নং ত্রয়মেব দ্রষ্টা সাক্ষী গুণাতীতঃ নির্গুণঃ নিত্যঃ চিদাত্মকঃ চিৎস্বরূপঃ একো হি কেবলএব তথাচ জ্ঞানস্বরূপ আত্মৈব নিত্য ইতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন জাগরণাবস্থাতে স্বপ্ন মিথ্যা হয় ও স্বপ্নাবস্থায় জাগরণকে অলীক বলিয়া বোধ হয় ও সুষুপ্তিকালে জাগরণ স্বপ্ন উভয়ই বিদ্যমান থাকে না এবং স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় সুষুপ্তি থাকে না সুতরাং ইহা মিথ্যা হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আর দ্বৈতজ্ঞান থাকে না ॥ ৫৭ ॥

সত্ত্বরজস্তমঃপ্রভৃতি গুণত্রয়নির্ম্মিত জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি তিন অবস্থাই মিথ্যা এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ নির্গুণ জ্ঞানময় অদ্বিতীয় আত্মাই কেবলমাত্র যথার্থ পদার্থ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বন্মৃদি ঘটভ্রান্তিঃ শুক্তৌ বা রজতস্থিতিম্।
তদ্বদ্ব্রহ্মণি জীবত্বং বীক্ষ্যমাণে ন পশ্যতি ॥ ৫৯ ॥
যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা।
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতির্জীবসংজ্ঞা তথা পরে ॥ ৬০ ॥

যদ্বদিতি। যদ্বৎ যথা মৃদি মৃত্তিকায়াং ঘটভ্রান্তিঃ ঘটভ্রমঃ শুক্তৌ বা শুক্তৌচ রজতস্থিতিঃ রজতভ্রান্তিরিত্যর্থঃ তদ্বৎ তথা ব্রহ্মণি জীবত্বং জীবত্বভ্রমঃ বীক্ষ্যমাণে ব্রহ্মণি যথার্থতো জ্ঞায়মানে সতীতি শেষঃ ন পশ্যতি ন ব্রহ্মণি জীবত্বং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

যথেতি। যথা মৃদি মৃত্তিকায়াং ঘটো নাম মৃত্তিকায়াং ঘট ইতি অভিদধাতীত্যর্থঃ। কনকে স্বর্ণে কুণ্ডলাভিধা কুণ্ডলখ্যাতিঃ হি এবং শুক্তৌ রজতখ্যাতিঃ রজতভ্রান্তিঃ তথা তদ্বৎ অপরে ব্রহ্মণি জীবসংজ্ঞা। তথাহি ব্রহ্মণি জীবত্ববুদ্ধিঃ ভ্রান্তিরেবেতি তাৎপর্য্যং ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন মৃত্তিকাকে ঘট বলিয়া ভ্রম হয় এবং ঝিণুকে রৌপ্যভ্রান্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। আত্মার যথার্থজ্ঞান হইলে আর ব্রহ্মে জীবত্বভ্রম থাকে না ॥ ৫৯ ॥

যেমন মৃত্তিকাকে ঘট বলে স্বর্ণকে কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি বলিয়া থাকে ঝিণুককে রজত বলে তদ্রূপ ভ্রমবশতই ব্রহ্মকে জীব বলিয়া বর্ণনা করে। ইহা সমুদায়ই ভ্রমমূলক। ভ্রম দূর হইলে আর ব্রহ্মকে জীব বলে না মৃত্তিকাকে ঘট বলে না ও ঝিণুককে রৌপ্য বলে না। অতএব যাহাতে ভ্রমসকল নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ৬০ ॥

যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে।
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি ॥ ৬১ ॥
যথৈব শূন্যে বৈতালো গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা।
যথাকাশে দ্বিচন্দ্রত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎ স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥

যথেতি। ব্যোম্নি আকাশে যথৈব নীলত্বং। প্রতীয়তে ইত্যুক্তেন সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। যথা মরুস্থলে নীরং জলং, যথা স্থাণৌ শাখাবিহীনবৃক্ষে পুরুষত্বং, তদ্বৎ চিদাত্মনি জ্ঞানস্বরূপে আত্মনি বিশ্বং প্রতীয়তে ইতি শেষঃ। পূর্ব্বোক্তা সর্ব্বা প্রতীতিঃ যথা ভ্রমাত্মিকা আত্মনি বিশ্বপ্রতীতিরপি ভ্রমাত্মিকা ইতি বিভাবনীয়ং। ৬১।

যথৈবেতি। শূন্যে নির্জ্জনস্থানে যথা বৈতালঃ বেতালসমূহঃ ভূতগণঃ যথা শূন্যে প্রদেশে গন্ধর্ব্বাণাং পুরং নগরং আকাশে যথা দ্বিচন্দ্রত্বং চন্দ্রদ্বয়ং তদ্বৎ সত্যে ব্রহ্মণি জগৎ স্থিতং এতৎ সর্ব্বমেব ভ্রমাত্মকমিতি তাৎপর্য্যং। ৬২।

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রমবশতই আকাশে যেমন নীলিমা দেখা যায়, মরুভূমিতে যেমন জল দেখা যায়, মুড়গাছকে যেমন পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ আত্মাতে এই বিশ্ব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমাত্মাতে নামকল্পনাদ্বারা বিশ্ব আরোপিত হয় বাস্তবিক আকাশাদিতে নীলিমাদি যেমন নাই তদ্রূপ আত্মাতে বিশ্ব নাই। ৬১।

শূন্যপ্রদেশে যেমন বেতাল (ভূত) ও গন্ধর্ব্বনগর আছে বলিয়া বোধ হয়, আকাশে যেমন দুইটি চন্দ্র আছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ আছে বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক সমস্তই অলীক, ভ্রম নষ্ট হইলে আর তাদৃশ বোধ হয় না। ৬২।

যথা তরঙ্গকল্লোলৈর্জ্জলমেব স্ফুরত্যলম্।
পাত্ররূপেণ তাম্রং হি ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈস্তথাত্মতা ॥ ৬৩॥

ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ।
জগন্নাম্না চিদাভাতি জ্ঞেয়ং তত্তদভাবতঃ ॥ ৬৪ ॥

যথেতি। যথা যদ্বৎ তরঙ্গকল্লোলৈঃ জলমেব অলং অতিশয়েন স্ফুরতি তরঙ্গকল্লোলং জলমেব নান্যদিতি ভাবঃ। হি যথা পাত্ররূপেণ তাম্রং স্ফুরতি তাম্রপাত্রাদি বস্তু তাম্রমেব নান্যদিতি ভাবঃ। তথা তদ্বৎ ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈঃ ব্রহ্মাণ্ডসমূহৈঃ আত্মতা স্ফুরতীতি শেষঃ তথাচ এতৎ জগৎ আত্মভিন্নং ন ইতি তাৎপর্য্যং। ৬৩।

ঘটইতি। যথা ঘটনাম্না ঘটাখ্যয়া পৃথ্বী ভাতীতি শেষঃ। হি যথা পটনাম্না পটাভিধয়া তন্তবঃ সূত্রাণি ভান্তীতি শেষঃ। তথেত্যূহ্যং। জগন্নাম্না জগদভিধয়া চিৎ ব্রহ্ম আভাতি তত্তদভাবতঃ পৃথিব্যাদ্যতিরিক্তঘটাদিপদার্থানামভাবাৎ। ইতীত্যূহ্যং। জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন তরঙ্গমালা জল ব্যতীত কিছুই নহে, তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্রপ্রভৃতি তাম্র ভিন্ন কিছুই নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আত্মা ভিন্ন কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নহে। ৬৩।

যেমন ঘট বলিলে মৃত্তিকার বোধ হয় এবং পট বলিলে সূত্রের বো[illegible] সেইরূপ জগৎ বলিলে চিদাত্মাই প্রকাশ পায়, যেহেতুক ঘটপটাদির ন্যায় জগৎ মিথ্যা পদার্থ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও তন্তু ব্যতীত যেমন অতিরিক্ত ঘট বা পট নামক কোনও পদার্থ নাই তদ্রূপ জগন্নামক আত্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই। ৬৪।

সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।

অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকম্ ॥ ৬৫ ॥

কার্য্যকারণতা নিত্যমাস্তে ঘটমৃদোর্যথা।

তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রপঞ্চব্রহ্মণোরিহ ॥ ৬৬ ॥

সর্ব্বোঽপীতি। সর্ব্বোঽপি সর্ব্ব এব ব্যবহারঃ অয়ং ঘটঃ অয়ং পট ইত্যাদিরূপো ব্যবহারঃ জনৈঃ ব্রহ্মণা করণেন ক্রিয়তে, তু কিন্তু অজ্ঞানাৎ তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ হি নিশ্চিতং ঘটাদিকং মৃদেব ইতীমূহং ন বিজানন্তি অজ্ঞানাদেব ঘটাদিকং মৃত্তিকাত্মভিন্নমিতি ন জানন্তীতি তাৎপর্য্যং ॥ ৬৫ ॥

কার্য্য ইতি। যথা ঘটমৃদোঃ কার্য্যকারণতা নিত্যং ভাবিনী তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং ইহ জগতি প্রপঞ্চব্রহ্মণোঃ কার্য্যকারণত্বং নিত্যং বুধ্যতে ইতি শেষঃ। যথা সহজত এব সর্ব্বস্মিন্ সময়ে ঘটমৃত্তিকয়োঃ কার্য্যকারণত্বং অবগম্যতে তথা জগদ্ব্রহ্মণোঃ কার্য্যকারণত্বমবগম্যতে ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

মানবসকল ব্রহ্মদ্বারাই ঘটপটাদি সমুদায় ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অভাববশতঃ ঘট ব্যবহার করিতেছি, কি মৃত্তিকা ব্যবহার করিতেছি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৫ ॥

ঘট ও মৃত্তিকার কার্য্যকারণতা যেমন সর্ব্বদাই অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ ঘট কার্য্য মৃত্তিকা কারণ, ইহা সহজতই প্রকাশ পায়, সেইরূপ শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা এই সংসারে জগৎ ও ব্রহ্মের কার্য্যকারণতা প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ জগৎ কার্য্য ব্রহ্ম কারণ, ইহা বেদশাস্ত্র ও তর্কদ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। ৬৬।

গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্মৃদেব ভাতি বৈ বলাৎ।
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেঽপি ব্রহ্মৈবাভাতি ভাস্বরম্।। ৬৭।।
সচৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি ন শুদ্ধো ভাতি বৈ সদা।
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্।।৬৮।।

গৃহ্যমাণে ইতি। যদ্বৎ যথা ঘটে গৃহ্যমাণে সতি বলাৎ স্ববলাদেব মৃদেব ভাতি প্রকাশতে, অপি তথা প্রপঞ্চে বীক্ষ্যমাণে সতি ভাস্বরং দীপ্তিশীলং ব্রহ্মৈব ভাতি প্রকাশতে। তথাচ ঘটমৃদোঃ কার্য্যকারণয়োঃ নিত্যসম্বন্ধাৎ পর্য্যালোচনয়া বিশেষরূপেণ ঘটে বোধিতে সতি ঘটঃ মৃত্তিকা এব নান্যঃ ইতি বুধ্যতে, তদ্বৎ প্রপঞ্চব্রহ্মণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ নিত্যসম্বন্ধবলাৎ বিশেষেণ প্রপঞ্চে ব্রহ্মণি চ জ্ঞাতে সতি প্রপঞ্চো ব্রহ্ম এব নান্য ইতি বোধ এব ভবতি। ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৬৭ ॥

স ইতি। সচ আত্মা বিশুদ্ধ এবাস্তি বস্তুতঃ সদা বৈ সর্ব্বদা শুদ্ধো ন ভাতি যদ্বৎ রজ্জুঃ অনিশং নিরন্তরং জ্ঞানিনঃ অজ্ঞানিনশ্চ দ্বিবিধৈব রজ্জুত্বেন সর্পত্বেনচ ভাতীতি শেষঃ। তথাচ আত্মা জ্ঞানিনাং সম্বন্ধে বিশুদ্ধঃ অজ্ঞানিনাং সম্বন্ধে ন বিশুদ্ধঃ, যথা রজ্জুঃ জ্ঞানিনঃ রজ্জুরেব অজ্ঞানিনঃ সর্পত্বেন ভাতি ইতি তাৎপর্য্যং। ৬৮।

বঙ্গানুবাদ।

যেমন ঘটের বিষয় বিশেষ করিয়া দেখিলে মৃত্তিকাই বলবৎরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জগৎপ্রপঞ্চের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন পদার্থ প্রকাশ পায় না এবং যেমন ঘট ও মৃত্তিকার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য, তদ্রূপ প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধও নিত্য, অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম না থাকিলে প্রপঞ্চ থাকে না ॥ ৬৭ ॥

যেমন একমাত্র রজ্জু জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট রজ্জু ও সর্প এই উভয়রূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ সর্পরূপে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ হইলেও জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিশুদ্ধভাবে, অজ্ঞানিদিগের পক্ষে অবিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আত্মাকে জগন্ময় বলিয়া জানে, অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করে। ৬৮।

যথৈব মৃন্ময়ঃ কুম্ভস্তদ্বদ্দেহোঽপি চিন্ময়ঃ।
আত্মানাত্মবিভাগোঽয়ং মুধৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৬৯ ॥
সর্পত্বেন যথা রজ্জূ রজতত্বেন শুক্তিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭০ ॥
ঘটত্বেন যথা পৃথ্বী পটত্বেনৈব তন্তবঃ।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭১ ॥

যথৈবেতি। কুম্ভঃ যথৈব মৃণ্ময়ঃ দেহোঽপি তদ্বৎ চিন্ময়ঃ অয়ং আত্মানাত্মবিভাগঃ বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ মুধৈব বৃথৈব ক্রিয়তে দেহস্য চিন্ময়ত্বে সিদ্ধে আত্মানাত্মবিভাগো নিষ্প্রয়োজনক ইতি ভাবঃ। অবুধৈরিত্যপি অকারপ্রশ্লেষেণ পাঠঃ। ইতি স্বামিবিদ্যারণ্যকৃতা দীপিকা ॥ ৬৯ ॥

সর্পত্বেনেতি। যথা রজ্জুঃ সর্পত্বেন শুক্তিকারজতত্বেন বিনির্ম্মিতা জ্ঞাতা, তথা তদ্বৎ বিমূঢ়েন অজ্ঞানেন দেহত্বেন আত্মতা বিনির্ম্মিতা আরোপিতা ॥ ৭০ ॥

ঘটত্বেনেতি। যথা ঘটত্বেন পৃথ্বী পটত্বেনৈব তন্তবঃ তথা বিমূঢ়েন জনেন দেহত্বেন আত্মতা বিনির্ম্মিতা আরোপিতা ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন ঘট মৃণ্ময় তদ্রূপ দেহ চিন্ময়, তবে বৃথা কিহেতুক আত্মা ও অনাত্মার বিভাগ করেন। দেহ চিন্ময় বলিয়া বোধ হইলে আত্মা ও আত্মার ভেদ নির্ব্বাচন করা পণ্ডিতগণের নিষ্প্রয়োজন ॥ ৬৯ ॥

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও ঝিনুকে রজতভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যক্তিগণের আত্মাতে দেহত্বের ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যেমন পৃথ্বীতে ঘটত্বের আরোপ হয় ও তন্তুতে পটত্বের আরোপ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানব্যক্তিগণের আত্মাতে দেহত্বের ভ্রম হয় ॥ ৭১ ॥

কনকং কুণ্ডলত্বেন তরঙ্গত্বেন বৈ জলম্ ।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭২ ॥
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণুর্জলত্বেন মরীচিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৩ ॥
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি খড়্গত্বেনৈব লৌহতা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৪ ॥

কনকমিতি। কনকং সুবর্ণং কুণ্ডলত্বেন, জলং বৈ জলঞ্চ তরঙ্গত্বেন যথা আরোপিতং ইতি শেষঃ তথা আত্মতা দেহত্বেন বিনির্ম্মিতা আরোপিতা ॥ ৭২ ॥

পুরুষত্বেনেতি। স্থাণুঃ শাখাবিহীনো বৃক্ষঃ পুরুষত্বেন মরীচিকা মৃগতৃষ্ণা জলত্বেন বৈ যথা বিনির্ম্মিতা আরোপিতা, তথা তদ্বৎ আত্মতা দেহত্বেন বিমূঢ়েন তত্ত্বজ্ঞানহীনজনেন বিনির্ম্মিতা আরোপিতা ॥ ৭৩ ॥

গৃহত্বেনেতি। কাষ্ঠানি গৃহত্বেন লৌহতা খড়্গত্বেন যথা বিনির্ম্মিতা আরোপিতা বিমূঢ়েন জ্ঞানহীনজনেন তথা তদ্বৎ আত্মতা দেহত্বেন বিনির্ম্মিতা আরোপিতা ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন সুবর্ণকে কুণ্ডল বলিয়া বোধ হয় ও জলকে তরঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ আত্মাকে দেহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সে সমুদায় ভ্রমাত্মক বাস্তবিক সুবর্ণ কুণ্ডল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে ও জল তরঙ্গ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। তদ্রূপ আত্মাও দেহ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। ৭২ ॥

যেমন মুড়াগাছকে পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয় ও মরীচিকাকে (অর্থাৎ মরুভূমি প্রদেশে তৃষ্ণায় আতুর হইয়া সূর্য্যকিরণকে মৃগগণ জল জানিয়া ধাবিত হইয়া থাকে সেই মৃগতৃষ্ণাকে মরীচিকা কহে, এস্থলে) যেমন জল বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্মাতে মূঢ়ব্যক্তিগণের দেহত্ব ভ্রম হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে উক্ত ভ্রম নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭৩ ॥

যেমন লৌহকে খড়্গ বলিয়া ও কাষ্ঠচয়কে গৃহ বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ মূঢ়-ব্যক্তিগণের আত্মাতে দেহত্ব ভ্রম হয় ॥ ৭৪ ॥

যথা বৃক্ষবিপর্য্যাসো জলাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৫॥
পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ব্বং ভাতীব চঞ্চলং।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৬॥
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৭॥

যথেতি। যথা কস্যচিৎ ভ্রান্তস্য জনস্য জলাৎ বৃক্ষবিপর্য্যাসো ভবতি তথাচ জলে বৃক্ষপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা তস্মিন্ যথা বৃক্ষভ্রমো ভবতীতি তাৎপর্য্যং, তদ্বৎ তথা অজ্ঞানযোগতঃ অজ্ঞানবশাৎ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি। তথাচ তত্ত্বজ্ঞানাভাববতামেব আত্মনি দেহবুদ্ধিরিতি তাৎপর্য্যং॥ ৭৫॥

পোতেনেতি। পোতেন নাবা গচ্ছতঃ গমনশীলস্য পুংসঃ। যথেত্যাহং। সর্ব্বং বস্তু চঞ্চলং গমনশীলং ভাতি, তদ্বৎ অজ্ঞানযোগতঃ অজ্ঞানবলাৎ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি জানাতি যথা নৌকাগামী পুরুষঃ সর্ব্বং চঞ্চলং পশ্যতি তথা তত্ত্বানভিজ্ঞ আত্মানং দেহবত্ত্বং মন্যতে ইতি তাৎপর্য্যং॥ ৭৬॥

পীতত্বমিতি। যথা কস্যচিৎ পুংসঃ দোষাৎ পিত্তাদিদোষবশাৎ শুভ্রে বস্তুনি পীতত্বং পীতবর্ণত্বং ভবতি তদ্বৎ আত্মনি অজ্ঞানযোগতঃ দেহত্বং পশ্যতি। ভ্রমাদেব আত্মনি দেহত্ববুদ্ধিঃ জায়তে ইতি যাবৎ॥ ৭৭॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তির জলে বৃক্ষ প্রতিবিম্ব দেখিয়া উহাকেই বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হয় তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ মূঢ়ব্যক্তি আত্মাতে দেহত্ব দেখিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাতে দেহত্বের আরোপ করে॥ ৭৫॥

যেমন নৌকাগামী ব্যক্তির পক্ষে সকল বস্তুই চঞ্চল বলিয়া প্রতীতি হয় সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে দেহত্ববুদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

যেমন কোনও ব্যক্তি পিত্তাধিক্যাদি দোষবশতঃ শুভ্র বস্তুকেও পীত বলিয়া মনে করে, সেইপ্রকার অজ্ঞানবশতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ আত্মাতে দেহত্ব দর্শন করে, প্রকৃত আত্মা দেহ নহে, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে তাহা জানা যায় না॥ ৭৭॥

চক্ষুর্ভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ব্বং ভাতি ভ্রমাত্মকম্।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৮ ॥
অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত্তুলং ভাতি সূর্য্যবৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৯ ॥

চক্ষুর্ভ্যামিতি। ভ্রমশীলাভ্যাং মদমোহশিরোঘূর্ণনাদিরোগাৎ ভ্রমযুক্তাভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং সর্ব্বং বস্তু যথা ভ্রমাত্মকং ভাতি প্রকাশতে, এবং অজ্ঞানযোগতঃ অজ্ঞানবশাৎ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি ॥ ৭৮ ॥

অলাতমিতি। অলাতং ভ্রাম্যমাণঃ জ্বলদঙ্গারখণ্ডঃ ভ্রমণেনৈব অন্তরাবর্ত্তনেনৈব সূর্য্যবৎ বর্ত্তুলং বর্ত্তুলাকারং ভাতি প্রকাশতে তদ্বৎ অজ্ঞানযোগতঃ তত্ত্বজ্ঞানাভাববশাৎ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি। তথাচ। যথা অলাতং ন বর্ত্তুলং তথা আত্মনি ন দেহত্বং কিন্তু ভ্রমাদেব তাদৃক্ বোধঃ জায়তে ইতি তাৎপর্য্যং ॥৭৯॥

বঙ্গানুবাদ।

মদ মোহ ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগাধীন ব্যক্তি সর্ব্বদা ভ্রমযুক্ত চক্ষুর্দ্বারা সমস্ত পদার্থকেই ভ্রমাত্মক বলিয়া দর্শন করে, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তিগণ অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে দেহত্বের আরোপ করে, রোগবিমুক্ত ব্যক্তি যেমন সমুদায় পদার্থকে যথার্থরূপে দর্শন করে, তদ্রূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আর আত্মাতে দেহত্ববুদ্ধি হয় না। অতএব যাহাতে অজ্ঞান নষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের বিশেষ যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা অনিত্য দুঃখ নিবারণের অন্য কোনও উপায় নাই ॥ ৭৮ ॥

যেমন প্রজ্বলিত কাষ্ঠকে ঘূর্ণিত করিলে তাহাকে বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ গোলাকার বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞা[illegible]ইয়া থাকে, বাস্তবিক অলাত ও সূর্য্যের মত গোলাকার নহে আত্মাও দেহময় নহে ॥ ৭৯ ॥

মহত্ত্বে সর্ব্ববস্তূনামণুত্বন্ত্বতিদূরতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮০ ॥
সূক্ষ্মত্বে সর্ব্বভাবানাং স্থূলত্বং চোপনেত্রতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮১ ॥
কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮২ ॥

মহত্ত্বে ইতি। সর্ব্ববস্তূনাং যাবতীয়পদার্থানাং মহত্ত্বে মহৎপরিমাণে সত্যপীতি শেষঃ অতিদূরতঃ দূরত্বেন ব্যবধানতঃ অণুত্বং সূক্ষ্মত্বং ভাতীতি শেষঃ। তদ্বৎ অজ্ঞানযোগতঃ তত্ত্বজ্ঞানাভাববশাৎ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি ॥ ৮০ ॥

সূক্ষ্মত্বে ইতি। সর্ব্বভাবানাং সকলভাবপদার্থানাং সূক্ষ্মত্বে সত্যপীতি শেষঃ উপনেত্রতঃ নেত্রযন্ত্রতঃ নেত্রযন্ত্রসাহায্যাদিত্যর্থঃ স্থূলতাং পীনতাং যান্তি ভাবপদার্থাঃ ইতি উহ্যং, তদ্বৎ মূঢ়ো জনঃ আত্মনি অজ্ঞানযোগতঃ দেহত্বং পশ্যতি ॥ ৮১ ॥

কাচ ইতি। কাচভূমৌ জলত্বং জলভূমৌ হি যথা কাচতা প্রকাশতে ইতিশেষঃ অজ্ঞানযোগতঃ তদ্বৎ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি। তথাচ কাচস্থলে যথা জলভ্রমঃ জলেচ কাচভ্রমঃ ভবতি তদ্বৎ আত্মনি দেহত্বভ্রমঃ ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ৮২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন সকলভাব পদার্থ মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট হইলেও দূরত্বদোষ নিবন্ধন সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হয় নিকটে আসিলে আর সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হয় না তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই মূঢ় ব্যক্তিগণ আত্মাতে দেহত্ব দর্শন করে সন্দেহ নাই, অজ্ঞান নষ্ট হইলে আর আত্মাতে দেহত্বভ্রম হয় না ॥ ৮০ ॥

যেমন সকলভাব পদার্থ সূক্ষ্ম হইলেও নেত্রযন্ত্রের অর্থাৎ দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণাদি যন্ত্র অথবা চশমার সাহায্যপ্রযুক্ত স্থূল বলিয়া বোধ হয়, উক্ত যন্ত্রের সাহায্যগ্রহণ না করিলে স্থূল বলিয়া বোধ হয় না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাভাববশতই আত্মাতে মূঢ় ব্যক্তিগণ দেহত্ব দর্শন করে, অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আর আত্মাতে দেহত্বভ্রম হয় না। অতএব হে মানবগণ! যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যদ্বদগ্নৌ মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্নিতা পুনঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৩॥
যথৈব দিগ্‌বিপর্য্যাসো মোহাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৪॥

যদ্বদিতি। যদ্বৎ যথা অগ্নৌ মণিত্বং মণৌ সূর্য্যকান্তাদিমণৌ বা পুনঃ বহ্নিতা প্রকাশতে ইতিশেষঃ। তদ্বৎ অজ্ঞানযোগতঃ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি। তথাচ যথা অগ্নৌ মণিত্বভ্রমঃ মণৌ বা অগ্নিত্বভ্রমো ভবতি তথা তত্ত্বজ্ঞানাভাববতাং আত্মনি দেহত্বভ্রমো ভবতীতি ফলিতার্থঃ॥ ৮৩॥

যথৈবেতি। কস্যচিৎ জনস্য মোহাৎ অজ্ঞানাৎ যথৈব দিগ্‌বিপর্য্যাসঃ দিগ্‌ভ্রমো ভবতি তদ্বৎ আত্মনি যোগতঃ দেহত্বং পশ্যতি, তথাচ যথা মোহাৎ অজ্ঞানজনস্য দিগ্‌ভ্রমো ভবতি যথা অজ্ঞানাৎ আত্মনি দেহত্বভ্রমো জায়তে ইতি তাৎপর্য্যং॥ ৮৪॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন কাচচ্ছলে জলভ্রম হইয়া থাকে ও জলচ্ছলে কাচভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহত্বভ্রম হয়॥ ৮১॥ ৮২॥

যেমন অগ্নিতে মণিত্বভ্রম হয় ও মণিতে অগ্নিত্বভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহত্বভ্রম হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, অজ্ঞান নষ্ট হইলে আর আত্মাতে দেহত্ববুদ্ধি জন্মে না॥ ৮৩॥

যেমন কোনও ব্যক্তির মোহপ্রযুক্ত দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌কে পশ্চিম ও পশ্চিমদিক্‌কে পূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়, মোহ বিনষ্ট হইলে আর তাদৃশ বোধ হয় না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাভাববশতই আত্মাকে দেহ বলিয়া বোধ হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে আর তাদৃশ বোধ হয় না। অতএব হে মানবগণ! যাহাতে অজ্ঞানের নাশ হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সংসারক্লেশ পরিত্যাগের অন্য কোনও উপায় নাই। জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নিবারিত না হইলে নিত্যসুখ অনুভব করা যায় না॥ ৮৪॥

অভ্রেষু সৎসু ধাবৎসু সোমো ধাবতি ভাতি বৈ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৫ ॥
যথা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কর্হিচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৬ ॥
এবমাত্মন্যবিদ্যাতো দেহাধ্যাসো হি জায়তে।
স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ লীয়তে চ পরাত্মনি ॥ ৮৭ ॥

অভ্রেষ্বিতি। অভ্রেষু মেঘেষু ধাবৎসু গচ্ছৎসু সৎসু বৈ যথা সোমশ্চন্দ্রঃ ধাবতি গচ্ছতি ইতীত্যহং ভাতি প্রকাশতে, তদ্বৎ আত্মনি দেহত্বং অজ্ঞান-যোগতঃ পশ্যতি ॥ ৮৫ ॥

যথেতি। যথা শশী চন্দ্রঃ কর্হিচিৎ কুত্রচিৎ জলে বায়ুনা আলোড়িতে জলে ইত্যর্থঃ চঞ্চলত্বেন ভাতি প্রকাশতে, তদ্বৎ অজ্ঞানযোগতঃ আত্মনি দেহত্বং পশ্যতি ॥ ৮৬ ॥

এবমিতি। এবং উক্তপ্রকারেণ অবিদ্যাতঃ মায়য়া আত্মনি হি নিশ্চিতং দেহাধ্যাসঃ দেহারোপঃ জায়তে উৎপদ্যতে আত্মনঃ পরিজ্ঞানাৎ স এব দেহাধ্যাস এব পরাত্মনি লীয়তেচ বিলীয়তে হি। ৮৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন মেঘ সকল ধাবিত হইতেছে দেখিয়া চন্দ্র ধাবিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহত্বের আরোপ হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

যেমন বায়ু কর্ত্তৃক আলোড়িত জলে চন্দ্রকে চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহত্বের ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

উক্ত প্রকারে অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে দেহের অধ্যাস হয় অর্থাৎ আত্মাকে দেহ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান হইলে সেই দেহাধ্যাস পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আত্মাকে দেহ বলিয়া ভ্রম হয় না ও দেহে আত্মত্বজ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হয়। অতএব মানবগণ! যাহাতে আত্মাতে দেহত্বা-রোপিকা বুদ্ধি নষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও, তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর জন্ম মৃত্যু হইতে ভয় থাকিবে না ও মুক্ত হইতে পারিবে ॥ ৮৭ ॥

সর্ব্বমাত্মতয়া জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
অভাবাৎ সর্ব্বভাবানাং দেহস্য চাত্মতা কুতঃ ॥ ৮৮ ॥
আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহামতে!
প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্ নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৮৯ ॥

সর্ব্বমিতি। স্থাবরজঙ্গমং তদাত্মকমিত্যর্থঃ জগৎ সর্ব্বং আত্মতয়া আত্মত্বেন জ্ঞানং কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। সর্ব্বভাবানাং নিখিলভাবপদার্থানাং অভাবাৎ অনিত্যত্বাৎ দেহস্য আত্মতা কুতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

আত্মানমিতি। হে মহামতে! জীবং প্রতি সম্বোধনং, আত্মানং সততং নিত্যং জানন্ যথার্থতো আত্মানং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ কালং যাপয় নয়। অখিলং সমগ্রং প্রারব্ধং কর্ম্ম ইতিশেষঃ ভুঞ্জন্ উদ্বেগং চিত্তচাঞ্চল্যং কর্ত্তুং নার্হসি। তথাচ আত্ম-জ্ঞানী ভূত্বা আয়ুঃকালং গময়, প্রারব্ধকর্ম্মভোগী অহমিতি মত্বা চিত্তচাঞ্চল্যং মা কুরু ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ আত্মময়, এইরূপ জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য। যাবতীয়-ভাব পদার্থ অনিত্য সুতরাং কি প্রকারে দেহের আত্মত্ব সম্ভব হইবে অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ অনিত্য সুতরাং দেহও অনিত্য তবে দেহকে কিরূপে আত্মা বলা যাইবে। প্রকৃতপক্ষে দেহ আত্মা নয়, আত্মা নিত্য ও জ্ঞানময়, দেহের তাহা কথনও সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

হে মহামতি জীবগণ! সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানী হইয়া আয়ুঃকালকে যাপন কর, প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না, যাহাতে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিতে না হয় তাহার উপায় পশ্চাৎ বলিতেছি ॥ ৮৯ ॥

উৎপন্নেঽপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।
ইতি যৎ শ্রূয়তে শাস্ত্রাৎ তন্নিরাক্রিয়তেঽধুনা ॥ ৯০ ॥
তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদীনামসত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নো নিবোধতঃ ॥ ৯১ ॥
কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতং।
তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৯২ ॥

উৎপন্নে ইতি। আত্মবিজ্ঞানে উৎপন্নেঽপি প্রারব্ধং কর্ম্ম ইতিশেষঃ নৈব মুঞ্চতি ত্যজতি ইতি শাস্ত্রাৎ শ্রুতিশাস্ত্রাদিতঃ যৎ শ্রূয়তে অধুনা সংপ্রতি তৎ নিরাক্রিয়তে নিরস্যতে ॥ ৯০ ॥

তত্ত্বইতি। যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃষ্টপদার্থঃ নিবোধতঃ প্রবোধেন ন তিষ্ঠতীতি শেষঃ তু তথা দেহাদীনাং অসত্ত্বাৎ অনিত্যত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানস্য আত্মজ্ঞানস্য উদয়াৎ আবির্ভাবাৎ ঊর্দ্ধং পরং প্রারব্ধং জন্মান্তরীয়ং কর্ম্ম ইতিশেষঃ নৈব বিদ্যতে তিষ্ঠতি। তথাচ আত্মবোধে সতি ন জন্মান্তরীয়-কর্ম্মফলভোগ ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৯১ ॥

কর্ম্মইতি। জন্মান্তরীয়ং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং যৎ কর্ম্ম তৎ কর্ম্ম প্রারব্ধং ইতি কীর্ত্তিতং কথিতং পণ্ডিতৈরিতি শেষঃ, তু কিন্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুনর্জ্জন্মাভাবাৎ পুংসঃ কর্হিচিৎ কদাচিৎ তৎ কর্ম্ম ইতিশেষঃ নৈব অস্তি বিদ্যতে। তথাচ আত্মজ্ঞানাৎ মুক্তস্য কুতঃ প্রারব্ধকর্ম্ম ইতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আত্মজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধকর্ম্ম জীবকে ত্যাগ করে না, অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না, এই যে বাক্য শ্রুতিপ্রভৃতি শাস্ত্রদ্বারা শ্রবণ করা যায়, সংপ্রতি তাহা নিরাস করিতেছি ॥ ৯০ ॥

স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন জাগরণ হইলে থাকে না তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের পর দেহাদির অনিত্যতাবশতঃ জন্মান্তরীয় কর্ম্ম থাকে না, জন্মান্তরীয় কর্ম্মকেই প্রারব্ধকর্ম্ম কহে, যাহার জন্মান্তর নাই তাহার কখনও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিতে হয় না ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥

স্বপ্নদেহো যথা ধ্বস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ ॥ ৯৩ ॥
উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তৈস্তস্মিন্নষ্টে ক বিশ্বতা ॥ ৯৪ ॥

স্বপ্নইতি। স্বপ্নদেহঃ নিদ্রাবস্থায়াং স্বপ্নকল্পিত শরীরাদিঃ যথা ধ্বস্ত ইতিশেষঃ, তথৈব হি নিশ্চিতং অয়ং দেহকঃ দৃশ্যমানোঽনিত্যদেহঃ ধ্বস্তঃ ধ্বংসশীলঃ অধ্যস্তস্য বিনষ্টস্য কুতো জন্ম ভবতীতি শেষঃ জন্মাভাবে সতীত্যাহং হি নিশ্চিতং তৎ প্রারব্ধ-কর্ম্ম কুতঃ ন কুতোঽপি সম্ভবতীতি ভাবঃ। তথাচ দেহাভাবাৎ কথং কৃত্বা প্রারব্ধ-কর্ম্মভোগঃ বিনষ্টস্যোৎপত্ত্যভাবাৎ বিনষ্টস্য দেহস্য ন পুনরুৎপত্তিসম্ভব ইত্যাদি বিভাবনীয়ং ॥ ৯৩ ॥

উপাদানমিতি। মৃদ্ভাণ্ডস্য ইব ঘটস্য যথা মৃত্তিকা জলঞ্চোভয়ং উপাদানমিতার্থঃ। তথা ইত্যাহং। প্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানং কারণং অজ্ঞানং ইতি বেদান্তৈঃ বেদান্ত-পণ্ডিতৈঃ দৃশ্যতে কথ্যতে, তস্মিন্ অজ্ঞানে নষ্টে সতি ক কুত্র বিশ্বতা সংসারত্বং, তত্ত্বজ্ঞানেন অজ্ঞানে বিনষ্টে সংসারঃ ন সম্ভবতি। এবঞ্চ আত্মজ্ঞানিনঃ কুত প্রারব্ধকর্ম্ম ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্নকল্পিত শরীরাদি যেমন ধ্বংসশীল এই দৃশ্যমান দেহাদিও তদ্রূপ ধ্বংসশীল, যাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহার আর উৎপত্তি হয় না, জন্ম না হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম কিরূপে থাকিবে, দেহ না থাকিলে কর্ম্মাদি ভোগ হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না, ইহা অজ্ঞানেরা বলিয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

যেমন জল মৃত্তিকা উভয়ই ঘটের কারণ, সেইরূপ ব্রহ্ম ও অজ্ঞান উভয়ই সংসারের কারণ, ইহা বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সেই অজ্ঞানের নাশ হইলে কিরূপে সংসার থাকিতে পারে, অর্থাৎ মৃত্তিকার নাশ হইলে যেমন ঘট থাকে না তদ্রূপ অজ্ঞানের নাশ হইলে সংসার থাকে না, তবে কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানি ব্যক্তির প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ হইবে ॥ ৯৪ ॥

যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্লাতি বৈ ভ্রমাৎ।
তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ ॥ ৯৫ ॥
রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পত্বন্তু ন তিষ্ঠতি।
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ ॥ ৯৬ ॥
দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ।
অজ্ঞানিজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ ॥ ৯৭

যথেতি। যথা ভ্রমাৎ রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্লাতি তদ্বৎ মূঢ়ধীঃ জনঃ সত্যং ব্রহ্ম অবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি, যথা ভ্রমবান্ জনঃ রজ্জুং সর্পং জানাতি তদ্বৎ তত্ত্বজ্ঞানাভাববান্ তত্ত্বেন ব্রহ্ম অবিদিত্বা জগৎ সত্যত্বেন বুধ্যতে ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৯৫ ॥

রজ্জুরূপেইতি। রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে বিদিতে সতি তু যথা সর্পত্বং ন তিষ্ঠতি তথা তদ্বৎ অধিষ্ঠানে সর্ব্বাধিষ্ঠাতরি ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সতি প্রপঞ্চঃ সংসারঃ শূন্যতাং গতঃ প্রাপ্তঃ, জগৎ অসত্যং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

দেহস্যেতি। দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ জগদাত্মকত্বাৎ প্রপঞ্চইব দেহোঽপি অনিত্য ইত্যর্থঃ কুতঃ কুত্র প্রারব্ধস্য অবস্থিতিঃ অবস্থানং অনিত্যে দেহে কথং প্রারব্ধকর্ম্ম তিষ্ঠতি নৈবেতি তাৎপর্য্যং, অজ্ঞানজনবোধার্থং অজ্ঞজনবোধায়ৈব শ্রুতিঃ প্রারব্ধং বক্তি কীর্ত্তয়তি। তথাচ অজ্ঞানিনামেব প্রারব্ধকর্ম্মভোগ ইতি ইতিভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ করে তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মকে সত্যরূপে না জানিয়া জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে, তাহারা জগৎকে সত্যজ্ঞান করে, তাহাদিগকেই প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিতে হয় ॥ ৯৫ ॥

ভ্রম দূর হইলে যেমন আর রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি থাকে না তদ্রূপ সর্ব্বাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে আর জগতের সত্যভাবুদ্ধি থাকে না ॥ ৯৬ ॥

দেহও প্রপঞ্চের অন্তর্গত সুতরাং অনিত্য তবে কি প্রকারে অনিত্য দেহে প্রারব্ধকর্ম্ম অবস্থিতি করিবে, অতএব জানিতে হইবে যে প্রারব্ধকর্ম্ম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই কেবল শ্রুতিতে

প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ ॥ ১০৩
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১০৪
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১০৫ ॥

প্রাণ ইতি। প্রাণসংযমনং চ এবং প্রত্যাহারঃ ধারণা চ এবং আত্মধ্যানং সমাধিঃ ক্রমাৎ অঙ্গানি প্রোক্তানি কথিতানি ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং ব্রহ্ম ইতি বিজ্ঞানাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামাণাং চক্ষুরাদীনাং সংযমঃ বশীকরণং, অয়ং যমঃ ইতি সংপ্রোক্তঃ কথিতঃ; এষচ ইত্যাহ। মুহুর্ম্মুহুঃ অভ্যসনীয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

সজাতীয় ইতি। সজাতীয়প্রবাহঃ অহং ব্রহ্ম এতদতিরিক্তং নাস্তীত্যাকারঃ জ্ঞানপ্রবাহঃ চ এবং বিজাতীয়স্য জগৎ ব্রহ্মভিন্নমিত্যাকারজ্ঞানস্য তিরস্কৃতিঃ নিরাকরণং, পরানন্দঃ পরমানন্দদায়কঃ নিয়মঃ হি নিশ্চিতং বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ নিয়মাৎ ক্রিয়তে আচর্য্যতে ॥ ১০৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

নিদিধ্যাসন ব্যতীত জ্ঞানময় ব্রহ্মের লাভ হয় না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তিগণ বহুকাল ব্যাপিয়া নিজের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মের নিদিধ্যাসন করিবে ॥ ১০১ ॥

যম নিয়ম ত্যাগ মৌন দেশ কাল আসন মূলবন্ধ দেহসাম্য দৃক্‌স্থিতি প্রাণসংযমন প্রত্যাহার ধারণা আত্মধ্যান সমাধি। এই পঞ্চদশ প্রকার অঙ্গ ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

সমস্তই ব্রহ্মময় এইরূপ জ্ঞানসহকারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দর্শনাদি বৃত্তি নিরোধের নাম সংযম, এই সংযম পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ ১০৬
যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ ॥ ১০৭ ॥

ত্যাগইতি। চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ জ্ঞানময়াত্মনঃ তত্ত্বাবলোকনমাশ্রিত্য প্রপঞ্চরূপস্য ঘটপটাদিরূপব্যবহৃতপদার্থস্য ত্যাগঃ বর্জনং হি নিশ্চিতং ত্যাগ-পদবাচ্যঃ যতঃ যস্মাৎ সদ্যঃ মোক্ষময়ঃ মোক্ষপ্রদঃ অতঃ। স ইত্যাহং। মহতাং জ্ঞানিনাং পূজ্যঃ পূজার্হঃ॥ ১০৬ ॥

যস্মাদিতি। অপ্রাপ্য অলব্ধ্বা মনসা অন্তঃকরণেন সহ যস্মাৎ মৌনাৎ বাচঃ বাক্যানি নিবর্ত্তন্তে যং বাক্ মনশ্চ প্রকাশয়িতুং ন পারয়তি ইত্যর্থঃ তৎ মৌনং যোগিভিঃ যোগযুক্তমুনিভিঃ গম্যং প্রাপ্যং বুধঃ পণ্ডিতঃ সর্ব্বদা নিত্যং তৎ তদ্বিবেকী ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

"আমিই ব্রহ্ম" ইহা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ নাই। এইরূপ জ্ঞানপ্রবাহ হওয়া ও "জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ" ইত্যাদি জ্ঞানকে নিরাস করা প্রভৃতিকে নিয়ম কহে। এই নিয়মকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডিতগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০৫

জ্ঞানময় ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব জানিয়া যাবতীয় ঘটপটাদি প্রপঞ্চের ত্যাগকেই ত্যাগ বলে। যে হেতু সেই ত্যাগ তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রদান করে, সেইজন্য তাদৃশ ত্যাগকে মহান্ ব্যক্তিগণ সাতিশয় আদর করিয়া থাকেন। উক্ত ত্যাগ না করিলে মুক্তিলাভের কোনও উপায় নাই ॥ ১০৬ ॥

যাহাকে মন ও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, যোগিগণ বুদ্ধ্যাতীত বাক্যাতীত যে বস্তুকে যোগাবলম্বন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াও অসীমশক্তি সত্তা-হেতু বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে না পারিয়া মৌনাশ্রয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ তূষ্ণীম্ভাবের নাম মৌন। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সেই রূপ বিবেকসম্পন্ন হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। জ্ঞানিব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মৌনলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ১০৭ ॥

বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥ ১০৮ ॥
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনন্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ১০৯ ॥

বাচইতি। যস্মাৎ বাচঃ বাক্যানি নিবর্ত্তন্তে তৎ বক্তুং প্রকাশয়িতুং কেন শক্যতে যৎ বাচোঽগোচরং তৎ বস্তু ব্রহ্ম ইতি যাবৎ প্রকাশয়িতুং ন কোঽপি সমর্থ ইতি ভাবঃ। প্রপঞ্চঃ ঘটপটাদিঃ বক্তব্যঃ বক্তুং শক্যঃ যদি ইতি। ব্রূয়াঃ ইত্যূহ্যং। সোঽপি প্রপঞ্চোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ, প্রপঞ্চমপি অসঙ্খ্যাত্বাৎ বর্ণয়িতুং ন কোঽপি সমর্থঃ ইতি তাৎপর্য্যং॥ ১০৮ ॥

ইতীতি। ইতি বা ইদমপি সতাং সাধূনাং সহজসংজ্ঞিতং স্বভাবসিদ্ধং মৌনং ভবেৎ মৌনপদেন কথয়েৎ ব্রহ্মবাদিভিঃ তৎ মৌনং প্রযুক্তং ব্যবহৃতং গিরা বাক্যেন মৌনন্তু বালানাং নত্বন্যেষাং॥ ১০৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহাকে কে বর্ণনা করিতে পারে যদি বল প্রপঞ্চের বিষয় বর্ণনা করা যায় তাহাও শব্দবর্জ্জিত অর্থাৎ সৎ অসৎ নানাবিধ পদার্থ আছে তাহাও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যাহার অন্ত নাই তাহার বর্ণনা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহাকেও মৌন বলে। বালকও অজ্ঞান মানবদিগের বাক্যহীনতাকে মৌন বলা যায় না, তাহা হইলে মূক অর্থাৎ বোবা ব্যক্তিও মুক্তিলাভ না করে কেন, মৌন অতিশয় কঠিন ও যোগসাধ্য, তাহা সহজে হইবার উপায় নাই, যাহাতে মৌনাবলম্বী হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক, মৌন না হইলে মুক্তি হয় না॥ ১০৮ ॥

সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ পূর্ব্বকথিত পদার্থই বা মৌন হউক, ব্রহ্মবাদিগণ সেই মৌনকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, বাক্যের মৌন কেবলমাত্র বালক বালিকাগণের হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত মৌন বলা যায় না এবং সে মৌনদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে কোনও উপকার হয় না॥ ১০৯ ॥

আদাবন্তেচ মধ্যেচ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ ॥১১০॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টশ্চাখণ্ডানন্দকাদ্বয়ঃ ॥ ১১১ ॥

আদাবিতি। আদৌ উৎপত্তিসময়ে অন্তে চ বিনাশসময়ে চ মধ্যে চ স্থিতি-সময়ে যস্মিন্ দেশে জনঃ লোকঃ ন বিদ্যতে ন তিষ্ঠতি যেন ইদং সততং সর্ব্বদা ব্যাপ্তং স দেশঃ বিজনঃ নির্জ্জনঃ স্মৃতঃ কথিতঃ। তথাচ যত্র কদাপি জনো ন তিষ্ঠতি যৎসত্তয়া ইদং জগৎ ব্যাপ্তং স দেশঃ বিজনঃ সতু অনির্ব্বচনীয় ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১১০ ॥

কলনাদিতি। নিমেষতঃ ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বভূতানাং কলনাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকরণাৎ অখণ্ডানন্দকঃ অদ্বয়ঃ অদ্বিতীয়শ্চ কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টঃ। তথাচ কালঃ ব্রহ্মএব ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে স্থানে সৃষ্টিসময়ে বা স্থিতিসময়ে বা বিনাশসময়ে কোন কালেই লোক থাকে না, যাহার অস্তিত্ব দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত হইতেছে, সেই দেশের নামই বিজন দেশ তাহা অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম ভিন্ন হইতে পারে না ॥ ১১০ ॥

নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মাদি প্রাণিগণের সৃষ্টি স্থিতি লয়করণ হেতুক কাল-শব্দ দ্বারা পূর্ণানন্দাত্মক অদ্বিতীয় পদার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই কালশব্দদ্বারা বুঝা যায়। ইহা শ্রুতিতেও বলিয়াছেন "দিক্কালয়োঃ ঈশত্বং" ইত্যাদি অর্থাৎ দিক্ ও কাল ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে, যাহাকে সচরাচর ঈশ্বর বলিয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম-পদবাচ্য ॥ ১১১ ॥

সুখেনৈব ভবেদ্‌যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নেতরৎ সুখনাশকম্ ॥ ১১২ ॥
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ ॥ ১১৩
যন্মূলং সর্ব্বভূতানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোঽসৌ রাজযোগিনাম্ ॥
॥ ১১৪ ॥

সুখেনেতি। যস্মিন্ ব্রহ্মণি অজস্রং নিরন্তরং সুখেনৈব ব্রহ্মচিন্তনং ভবেৎ, যস্মিন্ ব্রহ্মভাবনায়া অন্যা ভাবনা নাস্তীত্যর্থঃ তৎ আসনং বিজানীয়াৎ। অন্যৎ সর্ব্বমিত্যাহং। অজস্রং সুখনাশকং ব্রহ্মভিন্নং সর্ব্বং মিথ্যেতি তাৎপর্য্যং ॥ ১১২ ॥

সিদ্ধমিতি। যৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং আদিকারণং বিশ্বস্য জগতঃ অধিষ্ঠানং অব্যয়ং অক্ষয়ং সিদ্ধং ত্রিকালাবস্থায়ি ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সিদ্ধপুরুষাঃ সমাবিষ্টাঃ তৎ বৈ নিশ্চিতং সিদ্ধাসনং বিদুঃ কথয়ন্তিস্ম ॥ ১১৩ ॥

যদিতি। যৎ সর্ব্বভূতানাং মূলং কারণং চিত্তবন্ধনং চিত্তচাঞ্চল্যনাশকমিত্যর্থঃ রাজযোগিনাং রাজর্ষীণাং যোগ্যঃ যোগার্হঃ অসৌ মূলবন্ধঃ। সচ ইত্যাহং। সদা নিত্যং সেব্যঃ সেবনীয়ঃ। পণ্ডিতৈরিতি শেষঃ ॥ ১১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সুখস্বরূপ যে ব্রহ্মে নিয়ত ব্রহ্মচিন্তা ভিন্ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তা নাই, তাহাকেই আসন বলিয়া জানিবে। অন্যান্য পদার্থ কেবল সুখের নাশক হয় মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্মভিন্ন আসন পদবাচ্য কিছুই নাই ॥ ১১২ ॥

যিনি সকল ভূতের কারণ ও জগতের অধিষ্ঠাতা এবং অবিনাশি, যাহাতে যোগিগণ নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সিদ্ধাসন বলিয়া থাকেন ॥ ১১৩ ॥

যিনি সকল ভূতের কারণ, যিনি চিত্তবন্ধনের অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্যনাশের হেতু, তাহাকেই মূলবন্ধ বলা যায়, সেই মূলবন্ধ রাজর্ষিদিগের যোগ্য, অর্থাৎ যোগের উপযোগী ও সর্ব্বদা জ্ঞানিব্যক্তিগণের সেবনীয় ॥ ১১৪ ॥

অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্ককাষ্ঠবৎ ॥ ১১৫ ॥
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্‌ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৬ ॥
দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৭ ॥

অঙ্গানামিতি। যৎ সমে সমতাপন্নে ব্রহ্মণি লীয়তে তৎ অঙ্গানাং মধ্যে সমত্বং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। নোচেৎ এতদ্ভিন্নং শুষ্ককাষ্ঠবৎ শুষ্ককাষ্ঠস্যেব ঋজুত্বং নৈব সমানত্বং সমানত্বপদবাচ্যং ॥ ১১৫ ।

দৃষ্টিমিতি। দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা জগৎ ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ। পরমোদারা বিষয়-নির্লিপ্তা সা দৃষ্টিঃ দৃষ্টিপদবাচ্যা। নাসাগ্রবিলোকিনী নাসিকাগ্রপ্রদর্শিনী দৃষ্টিঃ ন দৃষ্টিপদবাচ্যা। তথাচ ব্রহ্মদৃষ্টিরেব দৃষ্টিরিতি ভাবঃ ॥ ১১৬ ॥

দৃষ্টি ইতি। যত্র ব্রহ্মণি দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো ভবেৎ তত্রৈব দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা নাসাগ্রবিলোকিনী ন কর্ত্তব্যা ॥ ১১৭ ।

বঙ্গানুবাদ।

সমভাবাপন্ন ব্রহ্মে যে লয় হয় তাহাকেই অঙ্গের মধ্যে সমতা কহে, ইহা ব্যতীত শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় ঋজুতাকে সমানত্ব বলে না ॥ ১১৫ ॥

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিবে এই প্রকার পরমোদারা অর্থাৎ অন্যান্যবিষয়ে নির্লিপ্তা দৃষ্টিকে ব্রহ্মদৃষ্টি বলে, যে দৃষ্টি কেবলমাত্র নাসিকাগ্র-পর্য্যন্ত স্থিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টি বলে না ॥ ১১৬ ॥

যে বস্তুতে দৃষ্টি দর্শন দৃশ্য প্রভৃতির বিরাম হয়, তাহাতেই দৃষ্টি করিবে (মন দিবে), কেবল নাসিকাগ্র অবলোকন করিবে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করে যে নাসিকাগ্র পর্য্যন্তমাত্র অবলোকনকারিণী দৃষ্টিকেই দৃষ্টি বলে ও সেই দৃষ্টিই ব্রহ্মজ্ঞানে উপযোগিনী তাহা ভ্রমমাত্র। প্রকৃত ব্রহ্মদৃষ্টিকেই দৃষ্টি বলে ও সেই দৃষ্টি হইলেই পুরুষের মুক্তি হয় ॥ ১১৭ ॥

চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ১১৮ ॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ ॥ ১১৯ ॥
ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানং ঘ্রাণপীড়নম্ ॥ ১২০ ॥

চিত্তাদীতি। চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু অন্তঃকরণাদিসকলভাবপদার্থেষু ব্রহ্মত্বে-নৈব ভাবনাৎ চিন্তনাৎ সর্ব্ববৃত্তীনাং সকলেন্দ্রিয়প্রবৃত্তীনাং নিরোধঃ স প্রাণায়াম উচ্যতে কথ্যতে ॥ ১১৮ ॥

নিষেধনমিতি। প্রপঞ্চস্য জগতঃ নিষেধনং মিথ্যাজ্ঞানং রেচনাখ্যঃ রেচনা-ভিধেয়ঃ সমীরণঃ বায়ুঃ ব্রহ্ম এবাস্তি অন্যৎ সর্ব্বং অলীকং ইতি যা বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ। স ইতি শেষঃ। পূরকো বায়ুরীরিতঃ কথিতঃ। সকলপদার্থস্য ব্রহ্মময়ত্বজ্ঞানং পূরকপদেন বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

ততইতি। ততঃ তদনন্তরং তদ্বৃত্তীনাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়মিত্যাকারব্যবহারাণাং নৈশ্চল্যং নিরোধঃ প্রাণসংযমঃ কুম্ভকঃ প্রাণায়ামান্তর্গতকুম্ভকপদেনাভিহিতঃ, অয়ঞ্চ কুম্ভকঃ প্রবুদ্ধানামপি জ্ঞানিনামেব অজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নং নাসিকাপ্রতিরোধেন প্রাণবায়ুনিরোধঃ কুম্ভক ইতি শেষঃ। অজ্ঞা এব প্রাণবায়ুনিরোধং প্রাণায়ামং কথয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ১২০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অন্তঃকরণাদি যাবতীয় ভাবপদার্থে ব্রহ্মত্বরূপে ভাবনাপ্রযুক্ত যে সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ তাহাকেই প্রাণায়াম কহে। ১১৮ ॥

ঘটপটাদি ব্যবহৃত পদার্থের নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বপরিজ্ঞানকেই রেচকনামক বায়ু কহে সমস্তই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মভিন্ন কোনও পদার্থ নাই, ইত্যাকার বৃত্তির নাম পূরকবায়ু ॥ ১১৯ ॥

তাহার পর "একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বময়" এই বৃত্তির নিরোধকে প্রাণসংযম অর্থাৎ প্রাণায়ামনামক কুম্ভক বলে। এই কুম্ভক জ্ঞানিব্যক্তিগণের আদরণীয় অজ্ঞান

বিষয়েস্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতি মজ্জনম্ ।
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১২১ ॥
যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা ॥ ১২২ ॥

বিষয়ে ইতি। বিষয়ে স্বাত্মতাং আনন্দময়ত্বং দৃষ্ট্বা, বিষয়ঃ আত্মানাত্মাপ্রক-শিতানুসন্ধান নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ। মনসঃ অন্তঃকরণস্য চিতি মজ্জনং পরমাত্মনি নিবেশনং, সঃ প্রত্যাহারঃ প্রত্যাহারপদেন বিজ্ঞেয়ঃ জ্ঞাতব্যঃ মুমুক্ষুভিঃ অভ্যসনীয়ঃ পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

যত্রেতি। মনঃ অন্তঃকরণং যত্র যত্র বিষয়ে যাতি ধাবতি তত্র বিষয়ে ব্রহ্মণঃ দর্শনাৎ বিজ্ঞানাৎ হেতোঃ মনসঃ ধারণং সংস্থাপনং, সৈব পরা উৎকৃষ্টা ধারণা মতা ধারণাপদেনাভিহিতা ॥ ১২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্যক্তিগণ নাসিকাদ্বারকে বদ্ধ করিয়া যে প্রাণবায়ুকে রোধ করে তাহাকেই কুম্ভক বলিয়া থাকে তাহা অতিশয় ভ্রমপূর্ণ, কারণ তাহাতে ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয় না। ক্রিয়ানিবৃত্তি না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রাণবায়ু নিরোধরূপ কুম্ভক করিতে গেলে প্রথমতঃ নাসিকাদ্বারকে আবৃত করিতে হইবে, তাহা হইলে কিরূপে কর্ম্মের নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে ॥ ১২০ ॥

বিষয়ে আত্মানাত্মাদি অনুসন্ধানপূর্ব্বক যাবতীয় ঘটপটাদি বিষয়ে আত্মত্ব নিশ্চয় করিয়া পরমাত্মাতে যে মনের অভিনিবেশ, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে, সেই প্রত্যাহার মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা অভ্যসনীয় অর্থাৎ বারম্বার কর্ত্তব্য ॥ ১২১ ॥

যে যে বিষয়ে মন ধাবিত হয় সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মময়ত্ব জ্ঞান করিয়া যে মনের ধারণা অর্থাৎ স্থিরীকরণ তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধারণা বলা যায়, সেই ধারণা যোগিগণের অভিপ্রেত ॥ ১২২ ॥

ব্রহ্মৈবাস্তীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ॥ ১২৩ ॥
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ ॥ ১২৪ ॥

ব্রহ্মইতি। ব্রহ্মৈব সৎ অস্তি বর্ত্ততে ইতিবৃত্ত্যা ইতি বুদ্ধ্যা নিরালম্বতয়া দেহানুসন্ধানাদিকং পরিত্যজ্য সর্ব্বং ব্রহ্মময়মিতি জ্ঞানেন নিরাশ্রয়তয়া স্থিতিঃ অবস্থানং পরমানন্দদায়িনী সা ইতি শেষঃ ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা কথিতা ॥ ১২৩ ॥

নির্ব্বিকারতয়েতি। নির্ব্বিকারতয়া নিঃসন্দেহতয়া পুনঃ ব্রহ্মাকারতয়া ব্রহ্মাত্মকতয়া যা বৃত্ত্যা জ্ঞানেন সম্যক্ সর্ব্বপ্রকারেণ বৃত্তীনাং ইন্দ্রিয়াদি-প্রবৃত্তীনাং বিস্মরণং জ্ঞানসংজ্ঞকঃ জ্ঞানাভিধেয়ঃ সমাধিঃ উচ্যতে ইতি শেষঃ ॥ ১২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মভিন্ন সৎপদার্থ কিছুই নাই এই বুদ্ধিদ্বারা দেহানুসন্ধানাদি পরিত্যাগকরতঃ সমস্তই ব্রহ্মময় এইরূপ জ্ঞান করিয়া নিরালম্বভাবে যে অবস্থিতি, তাহাকেই ধ্যান বলে এই ধ্যান পরমানন্দকে প্রদান করিয়া থাকে, কতকগুলি শব্দযোজনাকে ধ্যান বলে না। অজ্ঞানব্যক্তিগণ শব্দযোজনাকে ধ্যান ভাবিয়া সর্ব্বদা শব্দবিন্যাস লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া থাকে, সে কেবল মূর্খতার পরিচয়মাত্র ॥ ১২৩ ॥

সন্দেহ ভিন্ন ব্রহ্মময়ত্ব জ্ঞান দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি বিস্মরণের নাম সমাধিও সেই সমাধি জ্ঞানাভিধেয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর ইন্দ্রিয় বৃত্তি থাকে না কোনরূপ সন্দেহও থাকে না, সুতরাং সেই জ্ঞানকেই সমাধি বলা যাইতে পারে ॥ ১২৪ ॥

ইমঞ্চাকৃত্রিমানন্দং তাবৎ সাধুঃ সমভ্যসেৎ।
বশ্যো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্তঃ সন্ ভবেৎ স্বয়ম্
॥ ১২৫ ॥

ততঃ সাধননির্ম্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং নচৈতস্য বিষয়ো মনসো গিরাং ॥ ১২৬ ॥

ইমমিতি। যাবৎ যৎকালপর্য্যন্তং পুংসঃ পুংভিঃ প্রযুক্তঃ সন্ স্বয়ং ক্ষণাৎ বশ্যো ভবেৎ, যাবৎ নিদিধ্যাসনাদি. পুংসঃ স্বেচ্ছানুযায়ী ভবেদিত্যর্থঃ, তাবৎ তৎকালপর্য্যন্তং সাধুঃ সচ্চরিত্রো জনঃ অকৃত্রিমানন্দং নিত্যানন্দপ্রদায়কং ইমং নিদিধ্যাসনাদিকং সমভ্যসেৎ পুনঃ পুনঃ করণেন দৃঢ়ীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যাবৎকালং স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপেণ ভবেৎ তাবৎপর্য্যন্তং নিদিধ্যাসনাদঙ্গানি যত্নেন অভ্যসনীয়ানীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১২৫ ॥

ততইতি। ততঃ পঞ্চদশাঙ্গাভ্যাসানন্তরং সাধনভ্যঃ সিদ্ধ্যুপায়েভ্যঃ নির্ম্মুক্তঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিমাপন্নঃ সন্ যোগিরাট্ যোগিশ্রেষ্ঠো ভবতি পূর্ব্বোক্তনিদিধ্যাসনাদিকং কৃত্বা যদা সিদ্ধো ভবতি তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য যোগিশ্রেষ্ঠো ভবতীতি তাৎপর্য্যং, এতস্য যোগিশ্রেষ্ঠস্য তৎ স্বরূপং ব্রহ্মস্বরূপং গিরাং বাক্যানাং মনসশ্চ ন বিষয়ঃ ব্রহ্মস্বরূপস্য তস্য যোগিনঃ স্বরূপং বক্তুং জ্ঞাতুঞ্চ ন শক্যমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ১২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যত কাল পর্য্যন্ত উক্ত নিদিধ্যাসনাদি অঙ্গ স্বয়ং ক্ষণকালের মধ্যে পুরুষের আয়ত্ত বা অধীন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধুজন নিত্যানন্দদায়ক, এই নিদিধ্যাসনাদি অঙ্গ সকলকে যত্ন সহকারে অভ্যাস করিবে ॥ ১২৫ ॥

তাহার পর সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় সাধনাদিকে পরিত্যাগ করতঃ মানব যোগিশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, সেই যোগিশ্রেষ্ঠেরও স্বরূপ বাক্য ও মনের বিষয় হয় না, অর্থাৎ সেই যোগিশ্রেষ্ঠে ও ব্রহ্মে কোন ও পার্থক্য থাকে না ॥ ১২৬ ॥

সমাধৌ ক্রিয়মাণেতু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ।
অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসং ॥ ১২৭ ॥
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ ॥ ১২৮ ॥
ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যাহি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥ ১২৯ ॥

সমাধাবিতি। সমাধৌ ক্রিয়মাণে সমাধিকালে বলাৎ স্ববলেনৈব বৈ নিশ্চিতং বিঘ্নানি আয়ান্তি আগচ্ছন্তি। অনুসন্ধানরাহিত্যং আলস্যং, ভোগলালসং ভোগেচ্ছা, এতানি বিঘ্নানীতি যাবৎ। অনুসন্ধানাদিঃ পদার্থঃ পূর্ব্বং প্রকাশিতঃ ॥ ১২৭ ॥

লয় ইতি। লয়ঃ নিদ্রা তমঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিক্ষেপঃ বিষয়ানুরাগঃ রসাস্বাদঃ আনন্দানুভবঃ শূন্যতা চিত্তচাঞ্চল্যং এবং ইত্যাদি যৎ বিঘ্নবাহুল্যং বিঘ্নপ্রাচুর্য্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ। তদিত্যাহ্যং। ত্যাজ্যং ॥ ১২৮ ॥

ভাবইতি। হি যথা ভাববৃত্ত্যা ভাবজ্ঞানেন ভাবত্বং, হি এবং শূন্যবৃত্ত্যা শূন্যজ্ঞানেন শূন্যতা হি এবং ব্রহ্মবৃত্ত্যা ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মত্বং প্রকাশতে ইত্যনেনান্বয়ঃ তথা তদ্বৎ পূর্ণত্বং পূর্ণব্রহ্মত্বং অভ্যসেৎ। তথাচ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ইতি শাস্ত্রবলাৎ ভাবাদিজ্ঞানবতাং ভাবত্বাদিকমেব প্রকাশতে। তথা সতি পূর্ণব্রহ্মভাবনাবতাং পূর্ণব্রহ্মত্বমেব আবির্ভবিষ্যতি অতঃ সর্ব্বদা পূর্ণব্রহ্মভাবনৈব অবশ্যমভ্যসনীয়া ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সমাধি আচরণকালে বলপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বিঘ্নগণের নাম যথা অনুসন্ধানরাহিত্য, আলস্য, ভোগলালসা, লয়, অর্থাৎ নিদ্রা, তমঃ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিক্ষেপ, বিষয়ানুরাগ অর্থাৎ রসাস্বাদ, অহঙ্কার দ্বারা আনন্দানুভব, শূন্যতা অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য ইত্যাদি। এই সমুদায় বিঘ্নকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিবে॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

যে যাহা চিন্তা করে সে তাহাই পাইয়া থাকে। যে ভাবপদার্থকে ভাবনা করা যায়, তাহার ভাবত্ব প্রকাশ পায়, যিনি শূন্যময়ত্ব ভাবনা করেন তাহার শূন্যত্ব

যেহি বৃত্তিং জহাত্যেনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং পরাং।
তেতু বৃথৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ ॥ ১৩০ ॥
যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩১ ॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমা বৃদ্ধা পরিপক্কাচ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে শব্দবাদিনঃ ॥ ১৩২ ॥

যে ইতি। যে জনাঃ হি এব এনাং কথিতাং পরাং উৎকৃষ্টাং পাবনীং পবিত্রাং ব্রহ্মাখ্যাং বৃত্তিং জহাতি পরিত্যজন্তি তে তু তে এব বৃথৈব নিষ্প্রয়োজনমেব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি পশুভিঃ সমাঃ ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ১৩০ ॥

যে ইতি। যে হি নরাঃ ব্রহ্মবৃত্তিং বিজানন্তি বিদন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি সংঝিতু ইচ্ছন্তীত্যর্থঃ বৈ নিশ্চিতং তে সৎপুরুষাঃ সাধবঃ ধন্যাঃ, ভুবনত্রয়ে বন্দ্যাশ্চ তে ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ১৩১ ॥

যেষামিতি। যেষাং জনানাং বৃত্তিঃ সমাসমভাবাপন্না বৃদ্ধা বর্দ্ধিতা সা বৃত্তিঃ পুনঃ পরিপক্কা পক্কতাং গতা. তে জনাঃ বৈ নিশ্চিতং সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তাঃ, ইতরে শব্দবাদিনঃ বাগাড়ম্বরশালিনঃ ন প্রাপ্তাঃ। ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অর্থাৎ অভ্যাসে প্রকাশ পায় যিনি ব্রহ্মভাবনা করেন তিনি ব্রহ্মত্বই পাইয়া থাকেন। অতএব বলা যাইতেছে যে, সকলেরই পূর্ণব্রহ্ম ভাবনা অভ্যাস করা উচিত, তাহা হইলে পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ হইবে ॥ ১২৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র এই ব্রহ্মাখ্যবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে তাহারা বৃথা জীবনধারণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করে ও পশুর সমান হইয়া থাকে ॥ ১৩০ ॥

যাহারা ব্রহ্মবৃত্তিকে জানে এবং জানিয়া পরিবর্দ্ধিত করে, তাহারাই সৎপুরুষ ও ধন্য এবং ত্রিভুবনে পূজনীয় ॥ ১৩১ ॥

যাহাদের বৃত্তি সমভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছে ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পরিপক্কতাকে লাভ করিয়াছে সেই সকল মহাপুরুষই সৎস্বরূপ ব্রহ্মত্বকে লাভ করিয়া

কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তিচ॥ ১৩৩॥
নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ॥ ১৩৪॥

কুশলাইতি। ব্রহ্মবার্ত্তায়াং ব্রহ্মবিষয়কবিচারে কুশলাঃ পটবঃ বৃত্তিহীনাঃ ব্রহ্মবৃত্তিবিহীনাঃ সুরাগিণঃ ব্রহ্মণি অনুরাগপ্রদর্শিনঃ তেঽপি জনাঃ অজ্ঞানতয়া নূনং নিশ্চিতং পুনরায়ান্তি যান্তিচ। পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুঞ্চ গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ॥ ১৩৩॥

নিমেষার্দ্ধমিতি। ব্রহ্মাদ্যাঃ দেবাঃ সনকাদ্যাঃ মুনয়ঃ শুকাদয়ঃ ব্রহ্মপরায়ণাঃ যথা তিষ্ঠন্তি যথা ব্রহ্মনিষ্ঠা আসন্নিত্যর্থঃ। তথা মুমুক্ষবো জনাঃ ইতি শেষঃ। ব্রহ্মময়ীং বৃত্তিং বিনা ব্রহ্মানুসন্ধানং বিনা নিমেষার্দ্ধং অর্দ্ধনিমেষমপীত্যর্থঃ ন তিষ্ঠন্তি॥ ১৩৪॥

বঙ্গানুবাদ।

থাকে ইতর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহারা কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর করিয়া কালযাপন করে, তাহারা কখনও ব্রহ্মত্বলাভ করিতে পারে না। বাচালতা না করিয়া যাহাতে ব্রহ্মলাভ হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই বিশেষ যত্ন করা একান্ত আবশ্যক॥ ১৩২॥

যাহারা ব্রহ্মবিচারে কৌশল প্রকাশ করে ও ব্রহ্মানুসন্ধানবিহীন এবং ব্রহ্মবিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহারাও অজ্ঞানবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু গ্রহণ করে॥ ১৩৩॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি মুনিগণ, শুকাদি ব্রহ্মপরায়ণগণ যে প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন বা আছেন, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মানুসন্ধান না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না॥ ১৩৪॥

কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে নহি কার্য্যতা।
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ ॥ ১৩৫ ॥
অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরং।
দ্রষ্টব্যং মৃদ্বটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩৬ ॥

কার্য্যেতি। কার্য্যে কারণতা জাতা, কার্য্যে ঘটাদৌ কারণস্য মৃত্তিকাদি-কারণভাবঃ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। কারণে মৃত্তিকাদৌ নহি ঘটাদিকার্য্যতা কার্য্যধর্ম্মো বর্ত্ততে, তথাচ ঘটাদৌ কার্য্যে কারণমৃত্তিকাদিধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কিন্তু মৃত্তিকাদৌ ন ঘটধর্ম্মঃ বর্ত্ততে ইতি তাৎপর্য্যং, ততঃ তস্মাৎ বিচারতঃ এবং প্রকারেণ বিচার্য্য কার্য্যস্য আকাশাদেঃ অভাবে সতি কারণত্বং গচ্ছেৎ কারণস্বরূপং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

অথেতি। অথ কার্য্যকারণভাবজ্ঞানানন্তরং যৎ বস্তু শুদ্ধং ভবেৎ বৈ চ যচ্চ বাচাং অগোচরং অবিষয়ং তদিতি শেষঃ। মৃদ্ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ দ্রষ্টব্যং যথা ঘটনাশে সতি মৃত্তিকৈব ভবতি তদ্বৎ অনিত্যপদার্থনাশে ব্রহ্মৈব শেষঃ তিষ্ঠতি ইত্যাদিনা দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম চিন্তয়িতব্যমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে প্রতিফলিত হয়, কার্য্যের ধর্ম্ম কারণে প্রতিফলিত হয় না যেমন ঘটাদিতে মৃত্তিকাদির ধর্ম্ম গন্ধাদি দেখা যায়, কিন্তু মৃত্তিকাতে ঘটের ধর্ম্ম কম্বুগ্রীবাদি দেখা যায় না, সেই হেতু বিচারাধীন আকাশাদি কার্য্যের অভাব হইলে কারণস্বরূপ নিত্য ব্রহ্মকেই জানিবে, যেহেতু ব্রহ্মের ধর্ম্ম আকাশাদিতে প্রতিফলিত হয় কিন্তু আকাশের ধর্ম্ম ব্রহ্মে প্রতিফলিত হয় না, সুতরাং আকাশ মিথ্যা ॥ ১৩৫ ॥

যে প্রকার ঘট নষ্ট হইলে মৃত্তিকাই হইয়া থাকে, সেইরূপ কার্য্য জগদাদির নাশ হইলে অতিবিশুদ্ধ ও বাক্যের অবিষয় যিনি বর্ত্তমান থাকেন তিনিই নিত্যবস্তু ও যাবতীয় পদার্থের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ বারম্বার এই ব্রহ্মকেই দেখিতেছেন, ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্য দ্রষ্টব্য পদার্থ নাই ॥ ১৩৬ ॥

অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তির্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।
উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তিজ্ঞানং ততঃ পরম্ ॥ ১৩৭ ॥
কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদৌ বিলোকয়েৎ।
অন্বয়েন পুনস্তদ্ধি কার্য্যং নিত্যং প্রপশ্যতি ॥ ১৩৮ ॥

অনেনেতি। অনেনৈব প্রকারেণ কথিতরূপেণ ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তিঃ ভবেৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিঃ উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ততঃ পরং শুদ্ধচিত্তানাং জনানাং বৃত্তিজ্ঞানং ব্রহ্মবৃত্তিবিষয়কং জ্ঞানমুদেতি প্রকাশতে ॥ ১৩৭ ॥

কারণমিতি। পুমান্ আদৌ প্রাথমতঃ ব্যতিরেকেণ কারণং বিলোকয়েৎ, কারণং বিনা ন কার্য্যং ইত্যাদিব্যতিরেকেণ কারণং নিশ্চিনুয়াদিত্যর্থঃ। পুনঃ তদেব কারণং অন্বয়েন দৃষ্টান্তেন নিত্যং অনবরতং কার্য্যং প্রপশ্যতি। তথাচ। যৎ কার্য্যং তৎ কারণজন্যং। ইত্যাদ্যনুমানেন কারণং বিনা কার্য্যোৎ-পত্ত্যসম্ভবাৎ জগৎস্বরূপকার্য্যচয়েন কারণং ব্রহ্ম ইতি নিত্যং বিজ্ঞায়তে কার্য্যং দৃষ্ট্বা কারণানুমানং সর্ব্ববাদিসম্মতমিতি তাৎপর্য্যমিতি শ্লোকয়োঃ ॥ ১৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।

উক্ত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপা বৃত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানুসন্ধান, প্রকাশিত হয় তাহার পর শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণের সেই ব্রহ্মবৃত্তির জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৩৭ ॥

পুরুষ প্রথমে ব্যতিরেকদ্বারা অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইত্যাদি অনুমানদ্বারা কারণের নিশ্চয় করিবে, তাহার পর সেই কারণ অন্বয়দ্বারা অর্থাৎ যাহা কার্য্য তাহা কারণজন্য ইত্যাদি অনুমানদ্বারা নিত্যই কার্য্যকে দেখিয়া থাকে অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব জগৎস্বরূপ কার্য্য দেখিয়া কারণরূপ ব্রহ্মের নিশ্চয় করিবে, ইহাই এই শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্মার্থ ॥ ১৩৮ ॥

কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥ ১৩৯ ॥
ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ ॥ ১৪০ ॥

কার্য্যে ইতি। কার্য্যে জ্ঞাতে সতীতি শেষঃ। হি নিশ্চিতং কারণং পশ্যেৎ নিশ্চিনুয়াৎ পশ্চাৎ কার্য্যং দৃষ্ট্বা কারণনিশ্চয়ে সতি কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ পরিত্যজেৎ। ততঃ তদনন্তরং অবশিষ্টং কারণত্বং গচ্ছেৎ নশ্যেৎ স্বয়মেব কারণত্ববুদ্ধিঃ নশ্যতীত্যর্থঃ। এবঞ্চেত্যাহ। মুনিঃ ভবেৎ স্বয়ং চিন্ময়রূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

ভাবিতমিতি। তীব্রযোগেন কঠোরযোগাবলম্বিনা নিশ্চয়াত্মনা মুনিনা যদ্ বস্তু ভাবিতং চিন্তিতং, পুমান্ তৎ শীঘ্রং ভবেৎ তৎস্বরূপো ভবতি, ইতীত্যাহ। ভ্রমরকীটবৎ জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটো যথা সর্ব্বদা ভাবনয়া নীলকীটরূপতাং প্রাপ্নোতি তথা ব্রহ্মভাবনাবান্ ব্রহ্মময়ো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

কার্য্য দেখিয়া কারণ নিশ্চয় করার পর কার্য্যকে পরিত্যাগ করিবে। কার্য্য-পরিত্যক্ত হইলে কারণত্ব আপনিই বিনষ্ট হইবে। যখন কার্য্যকারণ উভয়ই থাকিবে না, অর্থাৎ কার্য্যবুদ্ধি বা কারণবুদ্ধি হইবে না, তখন সেই মুমুক্ষুব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইবেন ॥ ১৩৯ ॥

যেমন কাঁচপোকা (কুমড়ো পোকা) একটী আর্শুলাকে ধরার পর আর্শুলা ভয়ে ভীত হইয়া অনবরত কাঁচপোকাকে চিন্তা করিতে করিতে কাঁচপোকার রূপকে প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ পুরুষ কঠোর যোগাদিদ্বারা সর্ব্বদা ব্রহ্মকে চিন্তা করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ১৪০ ॥

অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ব্বমেব চিদাত্মকম্।
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্বুধঃ॥ ১৪১॥
দৃশ্যমদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ।
বিদ্বান্নিত্যসুখে তিষ্ঠেদ্ধিয়া চিদ্রসপূর্ণয়া॥ ১৪২॥
এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎপক্ককষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ॥ ১৪৩।

অদৃশ্যমিতি। বুধঃ পণ্ডিতঃ নিত্যং অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ব্বং চিন্ময়ং। ইত্যাদি প্রকারেণ ইত্যর্থং। স্বাত্মানং সাবধানতয়া ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ॥ ১৪১॥

দৃশ্যমিতি। বিদ্বান্ জনঃ দৃশ্যং বস্তু অদৃশ্যতাং নীত্বা দৃশ্যমদৃশ্যত্বেন জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ব্রহ্মাকারেণ ব্রহ্মস্বরূপেন চিন্তয়েৎ তদিত্যর্থং চিদ্রসপূর্ণয়া চিদানন্দস্বরূপয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা নিত্যসুখে তিষ্ঠেৎ নিত্যসুখমনুভবেদিত্যর্থঃ॥ ১৪২॥

এভিরিতি। এভিঃ উক্তপ্রকারৈঃ অঙ্গৈঃ পঞ্চদশভিঃ সমাযুক্তঃ কিঞ্চিৎ পক্ককষায়াণাং বিষয়ানুরাগনিবৃত্তানাং সম্বন্ধে হঠযোগেন হঠাভিধেয়যোগেন সংযুক্তঃ রাজযোগঃ উদাহৃতঃ কথিতঃ॥ ১৪৩॥

বঙ্গানুবাদ।

পণ্ডিতগণ সাবধান হইয়া অর্থাৎ কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদা চক্ষুর অবিষয় ও ভাবস্বরূপ ও সমস্ত চিন্ময় ইত্যাদি প্রকারে নিজের আত্মাকে চিন্তা করিবে॥ ১৪১॥

যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকে অদৃশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করিবে তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জ্ঞানানন্দপরিপূর্ণ বুদ্ধির সহিত নিত্যসুখে অবস্থান করিতে পারিবেন॥ ১৪২॥

এই সমুদায় কথিত অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান ও বিষয়ানুরাগ হইতে নিবৃত্ত মুনিদিগের পক্ষে হঠনামক যোগদ্বারা যুক্ত যোগকেই রাজযোগ বলা যায়। এই রাজযোগ সকলেরই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য॥ ১৪৩॥

পরিপক্কং মনো যেষাং কেবলোঽয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো ভবেৎ ॥ ১৩৯॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যভগবৎকৃতাপরোক্ষানুভূতিঃ সম্পূর্ণা।

পরিপক্কমিতি। যেষাং মনঃ পরিপক্কং স্থিরং তেষামিতি শেষঃ। অয়ং রাজযোগঃ কেবলঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিপ্রদঃ গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভশ্চ ভবেৎ ॥ ১৪৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহাদের মন পরিপক্ক হইয়াছে অর্থাৎ যাবতীয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্থির হইয়াছে তাহাদের পক্ষে কেবলমাত্র এই রাজযোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে এবং এই যোগ গুরুদেবতাদিগের প্রতি ভক্তিশীলের পক্ষে অতিসুলভ ॥ ১৪৪ ॥

ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিত বঙ্গানুবাদ।

আত্মজ্ঞানম্।

:০:

আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
অদ্বৈতং সাঙ্খ্যমিত্যাহুর্যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥ ১ ॥

আত্মজ্ঞানমিতি। হে নারদ! তত্ত্বতঃ যথার্থতঃ আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু আকর্ণয় অদ্বৈতং অদ্বৈতজ্ঞানং ইতি আহুঃ। পণ্ডিতা ইতি শেষঃ। তত্র পরমাত্মনি একচিত্ততা চিত্তৈকাগ্র্যং যোগঃ কথিত ইতি শেষঃ। অদ্বৈতজ্ঞানং বিনা যোগঃ ন সম্ভবতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ বলিলেন হে নারদ! আমি যথার্থরূপে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর, অদ্বৈত জ্ঞানকে সাঙ্খ্য বলে পরমাত্মাতে চিত্তের একাগ্রতাকে যোগ বলা যায় অদ্বৈতজ্ঞান না হইলে যোগ হয় না ॥ ১ ॥

অদ্বৈতযোগসম্পন্নাস্তে মুচ্যন্তেঽতিবন্ধনাৎ।
অতীতারব্ধমাগামি কর্ম্ম নশ্যতি বোধতঃ॥ ২॥
সদ্বিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণবং পদম্॥ ৩॥
জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়া ত্রিপুরমুচ্যতে।
অত্রৈবান্তর্গতং সর্ব্বং শাশ্বতেনাদ্বয়ে পদে॥ ৪॥

অদ্বৈত ইতি। অদ্বৈতযোগসম্পন্নাস্তে জনাঃ অতিবন্ধনাৎ ভববন্ধনাৎ মুচ্যন্তে বোধতঃ অতীতং আরব্ধং আগামি কর্ম্ম নশ্যতি জ্ঞানেনৈব কর্ম্মাণি নশ্যন্তি নত্বন্যতঃ ইতি ভাবঃ॥ ২॥

সদিতি। সন্ বিচারঃ সএব কুঠারঃ তেন কুতর্কবিহীনবিচাররূপাস্ত্রবিশেষেণ ইত্যর্থঃ ছিন্নঃ সংসার এব পাদপঃ বৃক্ষঃ যেন সঃ জ্ঞানী জনঃ জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং বৈরাগ্যং বিষয়বিরাগঃ তীর্থং গঙ্গাদিকং তেন বৈষ্ণবং পদং স্থানং লভতে প্রাপ্নোতি॥ ৩॥

জাগ্রদিতি। জাগ্রৎ জাগরণাবস্থা স্বপ্নঃ স্বপ্নাবস্থা প্রসুপ্তং সুষুপ্তাবস্থা এতত্ত্রিতয়াত্মিকা মায়া ত্রিপুরং ত্রিভুবনমূলং উচ্যতে কথ্যতে মায়য়ৈব জগৎ উৎপন্নমিত্যর্থঃ অত্রৈব মায়ায়ামেব সর্ব্বং জগৎ অন্তর্গতং অন্তর্ভূতং যাবৎ মায়া তাবৎ জগদিতি ভাবঃ। শাশ্বতে নিত্যে অদ্বয়ে পদে জ্ঞাতে সতীতি শেষঃ ন, ন তাদৃশী মায়া জগন্মূলং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ পরমপদে লাভে সতি মায়া ন তিষ্ঠতীতি তাৎপর্য্যং॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ।

অদ্বৈত যোগযুক্ত ব্যক্তিগণই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ও জ্ঞান হইলে অতীত ক্রিয়মাণ ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সকল নষ্ট হয়, কর্ম্ম নষ্ট না হইলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ২॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ কুতর্কবিহীন বিচাররূপ কুঠারদ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষকে ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিষয়বিরাগ তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা বৈষ্ণবপদকে প্রাপ্ত হয়। বিরুদ্ধতর্ক পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক না হইলে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যায় না। সুতরাং সকলবিষয়েই বিচার করা প্রয়োজনীয়॥ ৩॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাস্বরূপ মায়াই ত্রিলোকের কারণ যাবতীয়

নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎ পরমং পদম্।
জগৎ কৃত্বেশ্বরোঽনন্তং স্বয়মত্র প্রবিষ্টবান্॥ ৫॥
"বেদাহমেতং পুরুষং" চিদ্রূপং তমসঃ পরম্।
সোঽহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ৬॥
শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থবেদৈর্ম্মুক্তির্ন লভ্যতে॥ ৭॥

নামইতি। সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং তৎ প্রসিদ্ধং পরমং পদং ব্রহ্মপদং নামরূপক্রিয়াভিঃ হীনং বর্জ্জিতং, ঈশ্বরঃ অনন্তঃ জগৎ কৃত্বা মায়য়া সৃষ্ট্বা অত্র জগতি স্বয়ং প্রবিষ্টবান্। তথাচ ঈশ্বরঃ সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতবানিতি ভাবঃ॥ ৫॥

বেদইতি। চিদ্রূপং জ্ঞানময়ং তমসঃ পরং মায়াতীতং এতং পুরুষং ব্রহ্মস্বরূপং অহং বেদ জানামি সোঽহং অস্মি ভবামি ইতি জ্ঞানমিতি শেষঃ। মোক্ষায় মোক্ষনিমিত্তং বিমুক্তয়ে অন্যঃ পন্থাঃ ন, নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৬॥

শ্রবণমিতি। শ্রবণং বেদাদিনা শ্রবণং, মননং অনুমানং, ধ্যানং চিন্তনং, জ্ঞানং সাধনঞ্চ। এবকারঃ নিশ্চয়ার্থে। এভিঃ মুক্তির্লভ্যতে ইতি শেষঃ। যজ্ঞঃ দেবযজনং দানং বস্তুত্যাগঃ যোগাভ্যাসঃ তীর্থং গঙ্গাদিকং বেদঃ অপৌরুষেয়বচনং তৈঃ মুক্তির্নলভ্যতে। তথাচ জ্ঞানং বিনা কৈরপি উপায়ৈঃ মুক্তির্ন ভবতীতি তাৎপর্য্যং॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ।

পদার্থ এই মায়ার অন্তর্গত মায়া ভিন্ন কিছু নাই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদের জ্ঞান হইলে আর মায়া থাকে না। সুতরাং জগৎ অসত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে॥ ৪॥

সকল বস্তুস্বরূপ সেই পরমব্রহ্ম, নাম রূপ ও ক্রিয়াবর্জ্জিত, ঈশ্বর মায়াদ্বারা অনন্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া নিজে হইতেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন কোনও পদার্থ নাই॥ ৫॥

জ্ঞানস্বরূপ মায়াতীত পুরুষকে আমি জানি আমিও সেই ব্রহ্মস্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানই মোক্ষের কারণ, অন্য কোনও মুক্তির উপায় নাই। মুক্তি লাভে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য॥ ৬॥

বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা ঈশ্বরের শ্রবণ, তাহার পর তর্কাদিদ্বারা মনন, তাহার পর

ত্যাগেন কেনচিদ্ধ্যানং পূজাকর্ম্মাদিভির্যথা।
দ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্বজে বিভৌ ॥ ৮ ॥
যজ্ঞাদয়ো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে।
অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমূচুরেবাত্র কেচন ॥ ৯ ॥

ত্যাগেনেতি। কেনচিৎ ত্যাগেন মায়াত্যাগেন সহ ধ্যানং যথা। কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। তথেত্যূহ্যং। কর্ম্মাদিভিঃ তীর্থপর্য্যটনযাগাদিকর্ম্মভিঃ পূজা পূজনং। কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। ইতীত্যূহ্যং। দ্বিবিধং বেদবচনমস্তীতি শেষঃ। অতঃ ইত্যূহ্যং। অজে বিভৌ পরমাত্মনি কর্ম্মতু কর্ম্মচ কুরু। তথাচ কর্ম্ম বিনা জ্ঞানং নোৎপদ্যতে অতঃ জ্ঞানোপযোগি যাগাদি কর্ম্মাপি কর্ত্তব্যমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ৮ ॥

যজ্ঞাদয় ইতি। নিষ্কামানাং কামনাবিহীনানাং বিমুক্তানাং মুক্তীচ্ছূনাং বিমুক্তয়ে মুক্ত্যর্থং যজ্ঞাদয়ঃ। কল্পিতা ইতি শেষঃ। অত্র স্থলে কেচন পণ্ডিতাঃ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং যজ্ঞাদয়ঃ। কল্পিতা ইতি ইতি শেষঃ। উচুঃ কথয়ন্তি স্ম ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ধ্যান ও জ্ঞানসাধন প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, যজ্ঞদান তীর্থভ্রমণ বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৭ ॥

মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন ধ্যান করিবে তদ্রূপ যাগাদিদ্বারা ঈশ্বরের পূজাও করিবে। এইরূপ দুইপ্রকারই বেদবাক্য আছে। অতএব নিত্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্য কর্ম্মও কর্ত্তব্য, সৎকর্ম্ম না করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না ॥ ৮ ॥

নিষ্কাম মুক্তীচ্ছু মুনিদিগের মুক্তির জন্যই যজ্ঞাদি কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে কোনও পণ্ডিত বলেন যে, মনের বিশুদ্ধতার জন্য যজ্ঞাদি কল্পিত হইয়াছে। উভয়-বাক্যই সত্য, কারণ যজ্ঞাদি না করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না, মনের বিশুদ্ধতাও মুক্তির কারণ ॥ ৯ ॥

একেন জন্মনাজ্ঞানাৎ মুক্তির্ন দ্বৈতভাবিনাম্।
যোগভ্রষ্টাঃ কুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোদ্ভবাঃ ১০

কর্ম্মণা বাধ্যতে জন্তুর্জ্ঞানান্মুক্তো ভবাদ্ভবেৎ।
আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েদ্বৈ অজ্ঞানং বদতোঽন্যথা॥ ১১॥

একেনেতি। দ্বৈতভাবিনাং দ্বৈতজ্ঞানবতাং জ্ঞানাৎ একেন জন্মনা মুক্তির্ন ভবতীতি শেষঃ। কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানবতাং একেনৈব জন্মনা মুক্তিরিতি ফলিতার্থঃ, কুযোগাঃ কুৎসিতযোগকারিণস্তে যোগভ্রষ্টাঃ সন্তঃ যোগিকুলোৎপন্না বিপ্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ ভবন্তীতি শেষঃ॥ ১০॥

কর্ম্মণেতি। জন্তুঃ জীবঃ কর্ম্মণা বাধ্যতে বদ্ধঃ ভবতি, ভবাৎ সংসারাৎ জ্ঞানাৎ মুক্তো ভবেৎ বৈ অতঃ আত্মজ্ঞানং আশ্রয়েৎ অন্যথা বদতঃ আত্মজ্ঞানং বিনৈব মুক্তো ভবতীত্যাদিকং কথয়তঃ। কস্যচিৎ পণ্ডিতস্যেতি শেষঃ। অজ্ঞানং জ্ঞানাভাবঃ প্রকাশতে ইতি শেষঃ। তথাচ। যঃ আত্মজ্ঞানং বিনৈব মুক্তিং স্বীকরোতি স মূর্খএব ইতি তাৎপর্য্যং॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহারা দ্বৈতজ্ঞান করে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইলেও একজন্মে মুক্তি হয় না, অদ্বৈতজ্ঞানিদিগেরই একজন্মেও মুক্তি হইয়া থাকে, তাহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগিকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ হয়, পশ্চাৎ অদ্বৈতজ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ করে॥ ১০॥

জীব সকল কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে তত্ত্বজ্ঞান হইলে সংসার হইতে মুক্ত হয়। অতএব আত্মজ্ঞানকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মজ্ঞান ব্যতীতও মুক্তি হয় বলেন তাহাদের অজ্ঞানই প্রকাশ পায়, তাহাদের মত সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য॥ ১১॥

যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদি স্থিতাঃ।
তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ব্যাপকত্বাৎ কথং যাতি কো যাতি ক্ব স যাতি চ।
অনন্তত্বান্ন দেশোঽস্তি অমূর্ত্তিত্বাৎ গতিঃ কুতঃ ॥ ১৩ ॥

যদেতি। যদা যস্মিন্ সময়ে যস্য জীবস্য হৃদি স্থিতাঃ সর্ব্বে কামাঃ বিষয়বাসনাদয়ঃ বিমুচ্যন্তে ত্যজ্যন্তে স জীবন্নেব অমৃতত্বং মোক্ষং আপ্নোতি ন সংশয়ঃ। অত্র সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১২।

ব্যাপকত্বাদিতি। ঈশ্বরঃ ব্যাপকত্বাৎ কথং যেন প্রকারেণ যাতি গচ্ছতি কঃ যাতি যোঽব্যাপক স এব যাতীত্যর্থঃ, অনন্তত্বং দেশো নাস্তি দেশান্তরং ন বিদ্যতে এবঞ্চ স ঈশ্বরঃ ক্ব কুত্র যাতি গমিষ্যতি অমূর্ত্তিত্বাৎ মূর্ত্তিবিহীনত্বাৎ গতিঃ গমনং কুতঃ। সম্ভবতীতি শেষঃ। তথাচ। ঈশ্বরঃ গমনাগমনরহিত ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন জীবের হৃদয়স্থিত বিষয়বাসনাদি পরিত্যক্ত হয়, তখন জীবিত থাকিয়াও মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ তাহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব জীবগণের বিষয়বাসনা প্রভৃতি কামনাকে পরিত্যাগ করাই একান্ত উচিত ॥ ১২ ॥

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক সুতরাং কিপ্রকারে গমনশীল হইবেন, যিনি ব্যাপ্য তিনিই গমনশীল, অনন্তত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বরের দেশান্তর নাই। অতএব তাহার গমনের স্থান নাই, যাহার মূর্ত্তি নাই, তাহার গমনাগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ॥ ১৩॥

অদ্বয়ত্বান্ন কোঽপ্যস্তি বোধত্বাজ্জড়তাং গতঃ।
একোদ্দিষ্টং যদন্যস্য মতিরাগতিসংস্থিতং ॥ ১৪ ॥
অথবাকাশকল্পাস্য গতিরাকাশসংস্থিতিঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়য়া পরিকল্পিতং ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি আত্মজ্ঞানং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অদ্বয়ত্বাদিতি। অদ্বয়ত্বাৎ:দ্বিতীয়রহিতত্বাৎ কোঽপি তদ্ভিন্নপদার্থঃ নাস্তি। বোধত্বাৎ:জ্ঞানময়ত্বাৎ জড়তাং নিষ্ক্রিয়ত্বাদিকং গতঃ প্রাপ্তঃ যৎ যস্মাৎ একোদ্দিষ্টং একমুদ্দিশ্য প্রযুক্তং বস্তু অদ্বয়ত্বাদি, তেন ইত্যাদিকমূহ্যং। অন্যস্য বস্তুনঃ মতিঃ জ্ঞানং ন ভবতীতি শেষঃ। ইতীতূহ্যং। আগতৌ আগমে সংস্থিতং কথিতং। তথাচ অদ্বয়ত্বাদিবিশেষণবান্ ঈশ্বর'এব নান্য ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৪ ॥

অথবেতি। অথবা প্রকারান্তরে অস্য ঈশ্বরস্য গতিঃ আকাশকল্পা আকাশস্য গতিরিব গতিঃ কল্পনীয়া ইত্যর্থঃ। আকাশসংস্থিতিঃ আকাশস্য ইব স্থিতিঃ ইত্যর্থঃ, জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ, অবস্থাত্রয়ং মায়য়া অবিদ্যয়া পরিকল্পিতং রচিতং কল্পনীয়ং ন প্রকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা।

বঙ্গানুবাদ।

ঈশ্বর অদ্বিতীয় সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নাই। তিনি জ্ঞানময় সুতরাং নিষ্ক্রিয়। এককে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্তবিশেষণাদি অন্যের হইতে পারে না, ইহা বেদে কথিত হইয়াছে। সুতরাং অদ্বয়ত্বাদিবিশেষণ ঈশ্বরেরই অন্যের নহে, ইহাই এস্থলে বুঝিবে ॥ ১৪ ॥

অথবা আকাশপ্রভৃতির গমনাগমন ও সংস্থিতি যে প্রকার কল্পনা করা যায়, ঈশ্বরেরও গমনাগমন তদ্রূপ অর্থাৎ কেবল কল্পনামাত্র। জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা মায়াদ্বারা কল্পিত, উহা ঈশ্বরের নহে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথ ভট্টাচার্য্যবিরচিত আত্মজ্ঞানের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

কঃ খলু নালঙ্ক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনপটীয়ান্।
অনয়া কণ্ঠস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া ॥ ১ ॥
ভগবন্ কিমুপাদেয়ং গুরুবচনং হেয়মপিচ কিমকার্য্যং।
কো গুরুরধিগততত্ত্বঃ শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্
২ ॥

কইতি। কণ্ঠস্থিতয়া কণ্ঠলগ্নয়া অনয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া, দৃষ্টাদৃষ্টার্থয়োঃ সাধনে পটীয়ান্ সমর্থঃ কো জনঃ খলু নিশ্চিতং নালঙ্ক্রিয়তে অপিতু সর্ব্বএব অলঙ্কৃতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ভগবান্ ইতি। হে ভগবন্ উপাদেয়ং কিং, গুরুবচনং। অপিচ এবং হেয়ং ত্যাজ্যং কিং অকার্য্যং। গুরুঃ কঃ য ইত্যাহ, শিষ্যহিতায় সততং সর্ব্বদা উদ্যতঃ অধিগততত্ত্বঃ তত্ত্বজ্ঞানবানিত্যর্থঃ সএব গুরুরিতি পূরণীয়ং ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

এই প্রশ্নোত্তরনামক রত্নমালা যাহার কণ্ঠে লগ্ন হইবে, সেই জনই বিভূষিত হইবে। অর্থাৎ এই প্রশ্নোত্তররত্নমালিকানামক গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগত হইলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমুদায় পদার্থসাধনে সমর্থ হইয়া সকল জনসমাজে বিশেষপূজনীয় হওয়া যায় ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্যকে কোনও শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! জগতের মধ্যে উপাদেয় পদার্থ কি? গুরু বলিলেন গুরুরবাক্য। ত্যাগযোগ্য কি, অকার্য্য অর্থাৎ অসৎকার্য্য পরদারাদিই ত্যাজ্য। গুরু কে, যিনি সর্ব্বদা শিষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানবান্ তিনিই গুরুপদবাচ্য ॥ ২ ॥

ত্বরিতং কিং কর্ত্তব্যং, সুধিয়া সংসারসন্ততিচ্ছেদঃ।
কিং মোক্ষতরোর্বীজং, সম্যগ্‌জ্ঞানং ক্রিয়াসহিতম্
॥ ৩॥
কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ, কঃ শুচিরিহ যস্য মানসং শুদ্ধম্।
কঃ পণ্ডিতো বিবেকী, কিং বিষমবধারণা গুরুষু॥ ৪॥
কঃ সংসারে সারো, বহুশো বিচিন্ত্যমানমিদমেব।
মনুজেষু দৃষ্টতত্ত্বং, স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম॥ ৫॥

ত্বরিতমিতি। সুধিয়া পণ্ডিতেন ত্বরিতং শীঘ্রং কিং কর্ত্তব্যং, সংসারসন্ততিচ্ছেদঃ সংসারত্যাগঃ। মোক্ষতরোঃ মোক্ষরূপবৃক্ষস্য কিং বীজং কারণং ক্রিয়য়া সৎকর্ম্মণা সহিতং সম্যগ্‌জ্ঞানং আত্মজ্ঞানমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

কইতি। কঃ পদার্থঃ পথ্যতরঃ, ধর্ম্মঃ। ইহ জগতি কঃ শুচিঃ, যস্য মানসং মনঃ শুদ্ধং নির্ম্মলং। কঃ পণ্ডিতঃ, বিবেকী সদসদ্বিচারবান্। কিং বিষং বিষবৎ, গুরুষু গুরুজনেষু অবধারণা অবজ্ঞা, গুরৌ অবজ্ঞা এব বিষবৎ ভবতীতি ভাবঃ॥ ৪

কইতি। সংসারে জগতি কং সারং কথয়ন্তীতি শেষঃ ইদমেব ময়েতিশেষঃ বিচিন্ত্যমানং, মনুজেষু দৃষ্টতত্ত্বং জ্ঞাতযাথার্থ্যং স্বস্য পরেষাঞ্চ হিতায় উদ্যতং জন্ম, স্বপরহিতপ্রতিপাদকং জন্ম এব সার ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ।

পণ্ডিতগণ শীঘ্র কোন কার্য্য করিবে, যাহাতে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহাই প্রথমে করিবে। মোক্ষরূপবৃক্ষের কারণ কি, অর্থাৎ কি হইলে মুক্ত হয়, সৎকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের সহিত আত্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়॥ ৩॥

কোন পদার্থ হিতকর, ধর্ম্ম। এই জগতে শুচি কে, যাহার মন নির্ম্মল সেই শুচি। পণ্ডিত কে, যাহার সদসদ্বিচার আছে সেই পণ্ডিত। বিষ কাহাকে বলে গুরুজনে অবজ্ঞাকেই বিষ বলে॥ ৪॥

কোন বস্তু সংসারের মধ্যে সার, ইহা আমি অনেকবার চিন্তা করিয়াছি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই, হে গুরুদেব! আমার এই সন্দেহ নষ্ট করুণ সে

মদিরেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ কেচ দস্যবো বিষয়াঃ।
কা ভববল্লী তৃষ্ণতা কো বৈরী যস্ত্বনুদ্‌যোগঃ ॥ ৬ ॥
কস্মাদ্ভয়মিহ মরণাদন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী।
কঃ শূরো যো ললনালোচনবাণৈর্ন ব্যথিতঃ ॥ ৭ ॥

মদিরেতি। মদিরা ইব মদ্যমিব মোহজনকঃ কঃ, স্নেহঃ মমতা। কেচ দস্যবঃ, বিষয়াঃ। কা ভববল্লী সংসারবন্ধনলতা, তৃষ্ণতা। কো বৈরী যস্তু অনুদ্‌যোগঃ চেষ্টাবিরহ এব শত্রুরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কস্মাদিতি। ইহ জগতি কস্মাৎ ভয়ং ভবতীতি শেষঃ, মরণাৎ, অন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে, রোগী, বিকাররোগবান্ অন্ধাদপি দুঃখী ইতি ভাবঃ। কো জনঃ শূরঃ বলবান্, যো জনঃ ললনালোচনবাণৈঃ ন ব্যথিতঃ, কামিনীকটাক্ষেণ যো নাভিভূতঃ সএব শূর ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যের যাবতীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়াছে ও নিজের এবং পরের উপকার করে তাহার জন্মই জগতের মধ্যে সার ॥ ৫ ॥

মদ্যের ন্যায় মমতাই জীবের মোহ জন্মাইয়া থাকে, বিষয়ই জীবের দস্যু, তৃষ্ণতাই সংসারবন্ধনের লতাস্বরূপ, অনুদ্‌যোগই জীবের বৈরী অর্থাৎ প্রধান শত্রু ॥ ৬ ॥

এই জগতে মরণ হইতে সকলেরই ভয় হইয়া থাকে, অতএব সেই ভয়কেই ভয় বলা যায়। অন্ধ হইতেও বিকাররোগগ্রস্ত জনই বিশেষ, অর্থাৎ দুঃখভোগী যে ব্যক্তি কামিনীর কটাক্ষদ্বারা পরাভূত না হয় সেই ব্যক্তিই বলবান্ বলিয়া অভিহিত ॥ ৭ ॥

পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে সদুপদেশঃ।
কিং গুরুতায়া মূলং যদেতদপ্রার্থনং নাম ॥ ৮ ॥
কিং গহনং স্ত্রীচরিতং কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন।
কিং দারিদ্র্যমসন্তোষঃ কিং লাঘবমন্যধনপরা যাচ্ঞা ॥ ৯ ॥
কিং জীবিতমনবদ্যং কিং জাড্যং পাটবেঽপ্যনবভাসঃ।
কো জাগর্ত্তি বিবেকী কা নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ ॥ ১০ ॥

পাতুমিতি। কর্ণাঞ্জলিভিঃ অমৃতমিব পাতুং কিং যুজ্যতে, সদুপদেশঃ, সচ্ছিক্ষা। গুরুতায়াঃ কিং মূলং কারণং, যৎ অপ্রার্থনং যাচঞাভাবঃ নাম ইতি নিশ্চয়ে, এতৎ অপ্রার্থনং গুরুত্বমূলমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিমিতি। কিং গহনং জ্ঞাতুমশক্যং, স্ত্রীচরিতং। কঃ চতুরঃ, যঃ তেন স্ত্রীচরিতেন ন খণ্ডিতঃ ন প্রতারিতঃ। কিং দারিদ্র্যং, অসন্তোষঃ। কিং লাঘবং, অন্যধনপরা পরধনাধীনা যাচ্ঞা প্রার্থনা ॥ ৯ ॥

কিমিতি। কিং জীবিতং অনবদ্যং অনিন্দিতং, কিং জাড্যং জড়তা, পাটবেঽপি অনবভাসঃ কার্য্যাপটুত্বমিত্যর্থঃ, কো জনঃ জাগর্ত্তি জাগ্রদবস্থাপন্নঃ বিবেকী, সদসদ্বিচারবান্। জন্তোঃ প্রাণিনঃ কা নিদ্রা, মূঢ়তা মূর্খতা ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা অমৃতের ন্যায় কোন বস্তু পান করিবার উপযুক্ত, সদুপদেশ, অর্থাৎ ভাল উপদেশ বাক্যই শ্রবণ করিবার যোগ্য। গুরুত্বের কারণ কি, লোকের নিকট প্রার্থনা না করা গুরুত্বের কারণ ॥ ৮ ॥

স্ত্রীলোকের চরিত্রই জগতে অবোধ্য, যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রতারিত না হয় সেই ব্যক্তিই চতুর। অসন্তোষকেই দারিদ্র্য বলা যায়। অন্যের নিকট যাচ্ঞা করার পর আর লাঘব কিছুই নাই ॥ ৯ ॥

কাহার জীবন শ্রেষ্ঠ, যাহার জীবন কখনও নিন্দালাভ করে নাই, তাহারই জীবন শ্রেষ্ঠ। কার্য্যে অপটুতাকেই জড়তা কহে। যে সদসদ্বিচার করিতে পারে সেই জাগ্রত। জন্তুগণের মূর্খতাকেই নিদ্রা বলা যায় ॥ ১০ ॥

নলিনীদলগতজলবত্তরলং কিং যৌবনং ধনং চায়ুঃ।
কে শশধরকরনিকরানুকারিণঃ সজ্জনা এব ॥ ১১ ॥
কো নরকঃ পরবশতা কিং সৌখ্যং সর্ব্বসঙ্গবিরতির্যা।
কিং সাধ্যং ভূতহিতং কিমু প্রিয়ং প্রাণিনামসবঃ॥ ১২ ॥
কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং কিং মিত্রং যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ
॥ ১৩ ॥

নলিনীতি। কিং নলিনীদলগতজলবত্তরলং পদ্মপত্রস্থিতজলমিব চঞ্চলং যৌবনং ধনং আয়ুশ্চ। কে জনাঃ শশধরকরনিকরানুকারিণঃ চন্দ্রকিরণবৎ শুভ্রযশসঃ ইত্যর্থং, সজ্জনাঃ সাধবঃ এব ॥ ১১ ॥

কইতি। কো নরকঃ, পরবশতা পরাধীনতা। কিং সৌখ্যং, যা সর্ব্বেষাং সঙ্গাৎ বিরতিঃ বিরামঃ তদেব সৌখ্যমিত্যর্থঃ। কিং সাধ্যং সাধনীয়ং, ভূতানাং প্রাণিনাং হিতং উপকারঃ। কিমু প্রিয়ং প্রীতিজনকং, প্রাণিনাং জন্তূনাং অসবঃ প্রাণাঃ ॥ ১২ ॥

কিমিতি। কিং দানং কিং দানং কথয়তীত্যর্থঃ অনাকাঙ্ক্ষং গ্রহীতুং আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তিঃ যেন ভবতি তৎ দান মিত্যর্থঃ। কিং মিত্রং যৎ পাপাৎ পাপাচরণাৎ নিবর্ত্তয়তি, পাপাচরণনিবর্ত্তকং মিত্রমিত্যর্থং ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

ধন যৌবন পরমায়ু প্রভৃতিই পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল, সাধু ব্যক্তিগণই চন্দ্রকিরণের ন্যায় যশস্বী ও শান্তিপ্রদ ॥ ১১ ॥

পরাধীনতাকেই নরক কহে। সকলের সহিত সঙ্গত্যাগকেই সৌখ্য বলে। সর্ব্বদা প্রাণিগণের উপকারই সাধনীয়। প্রাণিগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছু নাই ॥ ১২ ॥

যেরূপ দান করিলে গ্রহীতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়, সেই দানকেই দান বলে। যে পাপাচরণ করিতে নিষেধ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপকর্ম্ম করিতে দেয়না সেই পরমমিত্র। ১৩ ॥

কোঽলঙ্কারঃ শীলং, কিং বাচ্যং মণ্ডনং সত্যম্।
কিমনর্ঘ্যফলং মানঃ সুসঙ্গতিঃ কা সুখাবহা মৈত্রী
॥ ১৪ ॥

সর্ব্ববিব্যসনবিনাশে কো দক্ষঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগী।
কোঽন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ কো বধিরো যঃ শৃণোতি
ন হিতানি ॥ ১৫ ॥

কইতি। কোঽলঙ্কারঃ ভূষণং, শীলং স্বভাবঃ। কিং বাচ্যং বাক্যানাং মণ্ডনং ভূষণং সত্যং, বাক্যস্য সত্যতা এব ভূষণমিত্যর্থঃ। কিং অনর্ঘ্যফলং অমূল্যফলং, মানঃ। কা সুসঙ্গতিঃ, সুখাবহা সুখদায়িকা মৈত্রী, বান্ধবসংসর্গাৎ সুখং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বইতি। সর্ব্বব্যসনবিনাশে সকলদুঃখনাশে কো দক্ষঃ পটুঃ, সর্ব্বথা পরিত্যাগী, ত্যাগশীলস্য ন কিঞ্চিদপি দুঃখং ভবতীতি তাৎপর্য্যং। কঃ অন্ধঃ, যোঽকার্য্যরতঃ, কুকর্ম্মকারী এব অন্ধ ইত্যর্থঃ। কঃ বধিরঃ শ্রবণেন্দ্রিয়বিহীনঃ, যঃ হিতানি হিতবাক্যানি ন শৃণোতি স এব বধিরঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

মানবের সৎস্বভাবই অলঙ্কার, বাক্যের সত্যতাই ভূষণ, জীবের মানই অমূল্য ফল, প্রাণিগণ সম্মানলাভ করিলে যে প্রকার আনন্দিত হয় প্রচুর অর্থাদিলাভ-দ্বারা তাদৃশ আনন্দ বোধ করে না, সুতরাং মানকেই অমূল্যফল বলা যায়, সুখকারী মিত্রতাকেই সুসঙ্গতি বলে, সজ্জন বন্ধুর সংসর্গে যে প্রকার কার্য্যসাধন হয়, তদ্রূপ কার্য্যসাধন অন্য কিছুতে হয় না ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি ত্যাগশীল অর্থাৎ কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহে, সেই ব্যক্তিই সকল প্রকার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অকার্য্য করে অর্থাৎ পরদার পরদ্রব্য হরণ প্রভৃতি কুকর্ম্ম করে সেই ব্যক্তিই অন্ধ। যে হিতকর বাক্য শ্রবণ না করে তাহাকেই বধির বলা যায় ॥ ১৫ ॥

কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি।
কিং মরণং মূর্খত্বং কিমনর্ঘ্যং দত্তমবসরে যচ্চ ॥ ১৬ ॥
আ মরণাৎ কিং শল্যং প্রচ্ছন্নং যৎ কৃতং পাপম্।
কুত্র বিধেয়ো যত্নো বিদ্যাভ্যাসে সদৌষধে দানে
॥ ১৭ ॥

কইতি। কো জনঃ মূকঃ বাক্যহীনঃ, যঃ কালে সময়ে প্রিয়াণি প্রীতিবহানি বাক্যানীতি শেষঃ বক্তুং কথয়িতুং ন জানাতি। কিং মরণং, মূর্খত্বং, মূর্খস্য জীবনাৎ মরণমেব শ্রেয়ইতি ভাবঃ। কিং অনর্ঘ্যং অমূল্যং বস্ত্বিতি শেষঃ, অবসরে যথাসময়ে যচ্চ দত্তং দানং, তদেব অমূল্যং বস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

আ মরণাদিতি। আ মরণাৎ মরণকালপর্য্যন্তং কিং শল্যং, শল্যবৎ দুঃখদায়কং, প্রচ্ছন্নং গুপ্তং কৃতং আচরিতং যৎ পাপং, গুপ্তপাপমেব মরণাবধি শল্যবৎ ক্লেশদায়কমিত্যর্থঃ। কুত্র কস্মিন্ বিষয়ে যত্নো বিধেয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, বিদ্যাভ্যাসে সদা ঔষধে দানে যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি যথাকালে প্রিয়বাক্য বলিতে জানে না তাহাকেই মূক অর্থাৎ বোবা বলা যায়। জীবের মূর্খতাকেই মরণ বলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি মূর্খ তাহার জীবন বৃথা। যথাকালে দানকেই অমূল্য পদার্থ বলা যায়, অর্থাৎ কোন সময়ে অতিসামান্য বস্তু দান করিলে যেরূপ উপকার হয়, কিছুতেই তাহার প্রতিষোধ হয় না ॥ ১৬ ॥

মরণকাল পর্য্যন্ত গুপ্তপাপই জীবগণের হৃদয়ে শল্যের ন্যায় ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। সর্ব্বদা জীবগণের বিদ্যাভ্যাস ও ঔষধ ব্যবহার ও দান প্রভৃতিতেই যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই জীবের জীবন সার্থক হয় ॥ ১৭ ॥

অবধীরণা ক কার্য্যা খলপরযোষিৎপরধনেষু।
কাহর্নিশমনুচিন্ত্যা সংসারাসারতা নতু প্রমদা॥ ১৮॥
কা প্রেয়সী বিধেয়া করুণা দীনেষু সজ্জনে মৈত্রী।
কঃ পূজ্যঃ সদ্বৃত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তম্॥ ১৯॥

অবধারণেতি। অবধারণা উপেক্ষা ক কুত্র কার্য্যা, খল-পরযোষিৎ-পরধনেষু অবধারণা কার্য্যা ইতি শেষঃ। অহর্নিশং দিবারাত্রং কা অনুচিন্ত্যা চিন্তয়িতব্যা, সংসারস্য অসারতা সারহীনতা, অনুচিন্ত্যেতি শেষঃ নতু প্রমদা স্ত্রী সর্ব্বদা চিন্তয়িতব্যা ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৮॥

কেতি। কা প্রেয়সী প্রিয়কারিণী বিধেয়া কর্ত্তব্যা, দীনেষু করুণা দয়া, সজ্জনে সাধুজনে মৈত্রী মিত্রতা। কো জনঃ পূজ্যঃ, সৎ সাধু বৃত্তং চরিতং যস্য সঃ সদাচারী ইত্যর্থঃ। কং জনং অধমং নিকৃষ্টং আচক্ষতে কথয়ন্তি চলিতং সৎপথাচ্চ্যুতং বৃত্তং ব্যবহারো যস্য তং ভ্রষ্টাচারিণমিত্যর্থঃ, তথাচ ভ্রষ্টাচার এব অধম ইতি যাবৎ॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ।

পরস্ত্রী পরধন ও দুষ্টব্যক্তি প্রভৃতিকে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করা উচিত, দিবারাত্র কেবল সংসারের অসারতাই চিন্তা করা বিধেয়, সর্ব্বদা স্ত্রীগণকে চিন্তা করিবে না, কামিনীচিন্তায় কেবল হৃদয় দুর্ব্বল হয়, অন্য কোনও উপকার হয় না॥ ১৮॥

এই জগতে দীন ব্যক্তির প্রতি দয়াপ্রকাশ ও সজ্জনের সহিত মিত্রতা ব্যতীত অন্য কোনও প্রীতিদায়ক ও কর্ত্তব্য পদার্থ নাই, যাহারা সচ্চরিত্রশালী তাহারাই এই জগতে পূজনীয়, যাহারা ভ্রষ্টাচারী অর্থাৎ সচ্চরিত্রবিহীন তাহাদিগকেই পণ্ডিতগণ অধম বলেন॥ ১৯॥

কণ্ঠগতৈরপ্যসুভিঃ কস্যাত্মা ন বশমুপযাতি।
মূর্খস্য বিষাদবতো গর্ব্ববতোঽপি চ কৃতঘ্নস্য ॥ ২০ ॥
কেন জিতং জগদেতৎ সত্যতিতিক্ষাবতা পুংসা।
কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেঽথবা কাশ্যাম্ ॥ ২১ ॥
কস্মৈ নমস্ক্রিয়া স্যাদ্দেবেভ্যোঽপি দয়াপ্রধানায়।
কস্মাদুদ্বিজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়া ॥ ২২ ॥

কণ্ঠগতৈরিতি। অসুভিঃ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি বহির্গমনোন্মুখৈরপি কস্য জনস্য আত্মা বশং ন উপযাতি প্রাপ্নোতি, মূর্খস্য বিদ্যাহীনস্য, বিষাদবতঃ, অপি চ এবং গর্ব্ববতঃ অহঙ্কারশীলস্য, কৃতঘ্নাঃ মানবাঃ ন কস্যাপি বশবর্ত্তিনো ভবন্তীতি তাৎপর্য্যং ॥ ২০ ॥

কেনেতি। এতৎ জগৎ কেন জনেন জিতং, সত্যতিতিক্ষাবতা পুংসা সত্যতাবতা তিতিক্ষাশীলেন চ জনেন এতৎ জগৎ পরাজিতমিত্যর্থঃ। কুত্র কস্মিন্ স্থানে বাসঃ বিধেয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, সজ্জননিকটে অথবা কাশ্যাং, সাধুজনসন্নিধৌ কাশ্যাং বা বাস উচিত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কস্মৈ ইতি। দেবেভ্যোঽপি দেবানপেক্ষ্যাপি কস্মৈ জনায় নমস্ক্রিয়া নমস্কারঃ স্যাৎ ভবেৎ, কো জনঃ নমস্কারযোগ্য ইত্যর্থঃ, দয়াপ্রধানায় দয়াগুণবতে নমস্কারঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ; সুধিয়া পণ্ডিতেন কস্মাৎ উদ্বিজিতব্যং [illegible], সংসারারণ্যতঃ সংসারগহনাৎ সর্ব্বদা ভেতব্যমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

মূর্খ, বিষাদী, অহঙ্কারশালী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও কাহারও বশীভূত হয় না ॥ ২০ ॥

যে পুরুষের সত্যতা ও তিতিক্ষা আছে তাহার নিকটেই এই জগৎ পরাজিত হইয়াছে, কাশীতে অথবা সাধুজনের নিকট বাস করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

দেবতা অপেক্ষাও কোন ব্যক্তি নমস্কারযোগ্য, যাহার দয়াগুণ আছে সেই ব্যক্তিই নমস্কারযোগ্য। পণ্ডিতগণ কোন্ বস্তু হইতে ভয় করিয়া থাকেন, সংসাররূপ গহন হইতে পণ্ডিতগণ ভয় পাইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

কস্য বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য।
ক স্থাতব্যং ন্যায্যে পথ্যপি দৃষ্টার্থলাভায় ॥ ২৩ ॥
বিদ্যুদ্বিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতির্যুবতয়শ্চ।
কুলশীলনিষ্প্রকম্পাঃ কে কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ
॥ ২৪ ॥

কস্যেতি। কস্য জনস্য বশে অধীনে প্রাণিগণঃ বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ, সত্য প্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য তথাচ সত্যপ্রিয়বাক্যশীলস্য নম্রস্য চ জনস্য জীবগণঃ বশবর্ত্তী ভবন্তীতি তাৎপর্য্যং। অপিচ দৃষ্টার্থলাভায় বিষয়লাভায় ক কুত্র স্থাতব্যং, ন্যায্যে পথি, তথাচ বিষয়প্রার্থিনা সর্ব্বদা ন্যায়াচরণং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

বিদ্যুদিতি। কিং বস্ত্বিতি শেষঃ বিদ্যুদ্বিলসিতচপলং বিদ্যুতঃ বিলাসমিব চপলং, দুর্জ্জনেন সহ সঙ্গতিঃ মিলনং যুবতয়শ্চ নার্য্যশ্চ। কে জনাঃ কুলশীল-নিষ্প্রকম্পাঃ কুলশীলসত্ত্বেঽপি অচঞ্চলাঃ কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ, তথাচ কলিকালেঽপি সাধবএব কুলশীলাদিসত্ত্বেঽপি অহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ভবন্তীতি তাৎ-

---

বঙ্গানুবাদ।

জনসকল কাহার বশবর্ত্তী হয়, যে ব্যক্তি সত্য ও প্রিয় বাক্য বলে এবং বিনীত, জনগণ তাহারই বশবর্ত্তী হয়। অপিচ কোন্ পথে থাকিলে বিষয়সুখ পাওয়া যায়, ন্যায্য পথ অবলম্বন করিলে বিষয়সুখ হয় ॥ ২৩ ॥

বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি, দুর্জ্জনের সহিত মিলন ও যুবতিগণই বিদ্যুতের ন্যায় কখন থাকে কখন বিচ্ছিন্ন হয় বলা যায় না। কলিকালে কুলশীল থাকিলেও সৎপুরুষগণই নিশ্চলভাবে থাকে ও সর্ব্ববিহীন হয় এবং আত্মগৌরব প্রকাশ করে না ॥ ২৪ ॥

কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে কিং প্রশস্যমৌদার্য্যং।
তনুতরবিভবস্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা কিং যৎ সহিষ্ণুত্বম্
॥ ২৫ ॥

চিন্তামণিরিব দুর্লভমিহ কিং কথয়ামি চতুর্ভদ্রম্।
কিং তদ্বদেতি ভূয়ো বিধূততমসো বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥

কিমিতি। বিভবে ঐশ্বর্য্যে সতি কিং শোচ্যং শোচনীয়ং, কার্পণ্যং কৃপণতা, কিং প্রশস্যং, ঔদার্য্যং উদারতা, তনুতরবিভবস্য অল্পধনশালিনঃ প্রভবিষ্ণোর্ব্বা প্রভূতধনশীলস্য বা কিং প্রশস্যমিতি শেষঃ, যৎ সহিষ্ণুত্বং, সহিষ্ণুতৈব সর্ব্বেষাং প্রশংসনীয়েতি তাৎপর্য্যং ॥ ২৫ ॥

চিন্তামণিরিতি। গুরুং প্রতি শিষ্যোক্তিরিয়ং। ইহ জগতি চিন্তামণিরিব চিন্তা-মাত্রগম্যমণিঃ কেবলচিন্তালভ্যরত্নমিব কিং দুর্ল্লভং কথয়ামি, চতুর্ভদ্রং, চতুর্ভদ্রাখ্যং বস্তু দুর্ল্লভমিত্যর্থঃ। বিশেষেণ বিধূততমসঃ বিনষ্টাজ্ঞানস্য মম সম্বন্ধে ইতি শেষঃ। তৎ চতুর্ভদ্রং কিং, কিং চতুর্ভদ্রং কথয়তি, ভূয়ঃ পুনঃ ইতি বদ কথয়, স্পষ্টতঃ চতুর্ভদ্রং বোধয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

জগতে শোচনীয় কি? গুরু বলিলেন ঐশ্বর্য্য সম্ভব হইলে কৃপণতাই শোচনীয় বস্তু, উদারতাই প্রশংসনীয় বস্তু, এবং অল্পবিভব হইলে অথবা অধিক বিভব হইলে সহিষ্ণুতাই প্রশংসনীয়. সহনশীলতা অপেক্ষা প্রশংসনীয় পদার্থ কিছুই নাই ॥ ২৫ ॥

এই জগতে চিন্তামণির ন্যায় অর্থাৎ কেবলমাত্র চিন্তাদ্বারা পাওয়া যায় এমন রত্নের ন্যায় দুর্ল্লভবস্তু কাহাকে বলা যায়? গুরু বলিলেন চতুর্ভদ্রই জগতে দেবত্বাদির ন্যায় দুর্ল্লভ, শিষ্য পুনর্ব্বার বলিলেন আপনার উপদেশদ্বারা বিশেষরূপে আমার অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, হে গুরুদেব! চতুর্ভদ্র কাহাকে বলে, তাহা পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিউন ॥ ২৬ ॥

দানং প্রিয়বাক্যসহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং শৌর্য্যম্।
বিত্তং ত্যাগসমেতং দুর্ল্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥
ইতি কণ্ঠগতা বিমলা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা যেষাম্।
তে মুক্তাভরণা অপি বিভান্তি বিদ্বৎসমাজেষু ॥ ২৮ ॥

* ॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা সম্পূর্ণা ॥ * ॥

দানমিতি। প্রিয়বাকেন সহিতং দানং, অগর্ব্বং গর্ব্বশূন্যং জ্ঞানং, শৌর্য্যং শূরতা, ত্যাগসমেতং বিত্তং ধনং, এতৎ চতুর্ভদ্রং দুর্ল্লভং ॥ ২৭ ॥

ইতীতি। যেষাং জনানাং ইতি এষা বিমলা নির্ম্মলা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা কণ্ঠগতা কণ্ঠলগ্না, গ্রন্থপক্ষে কণ্ঠোচ্চারিতা ভবতীতি শেষঃ, তে মুক্তাভরণাঃ পরিত্যক্তভূষণা অপি বিদ্বৎসমাজেষু পণ্ডিতসভাসু বিভান্তি শোভন্তে। ২৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা।

বঙ্গানুবাদ।

প্রিয়বাক্যের সহিত দান, গর্ব্ববিহীন জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শূরতা, এবং ত্যাগের সহিত ধন, ইহাকেই চতুর্ভদ্র কহে (চারিটী পরম মঙ্গলময়)। এই চতুর্ভদ্রই জগতে দুর্ল্লভ ॥ ২৭ ॥

এই নির্ম্মল প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা যাহাদের কণ্ঠে লগ্ন হয় অর্থাৎ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তাহারা অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য হইলেও পণ্ডিতগণের মধ্যে শোভা পাইয়া থাকে, যেমন রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে অন্যান্য আভরণ না থাকিলেও লোকসমাজে শোভা পাইয়া থাকে এখানেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

——:০:——

বাক্যবৃত্তিঃ ।

সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্ ;
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি ॥ ১ ॥

যস্য প্রসাদাদহমেব বিষ্ণুর্ময্যেব সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ ;
ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং, তস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ২

সর্গেতি। সর্গস্থিতিপ্রলয়ানাং হেতুঃ কারণং অচিন্ত্যা শক্তির্যস্য তং বিশ্বেষাং জগতাং ঈশ্বরং বিদিতঃ জ্ঞাতঃ বিশ্বঃ সংসারঃ যেন তং সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবন্তমিত্যর্থঃ অনন্তা মূর্ত্তির্যস্য তং নির্ম্মুক্তং পরিত্যক্তং বন্ধনং সংসারবন্ধনং যেন তং অপারসুখাম্বুরাশিং পাররহিতসুখসমুদ্রমিত্যর্থঃ বিমলবোধঘনং নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপং শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ বল্লভং পতিং নারায়ণং নমামি প্রণমামি ॥ ১ ॥

যস্যেতি। অহমেব বিষ্ণুঃ ময্যেব সর্ব্বং বস্তু ইতি পূরণীয়ং, পরিকল্পিতং আরোপিতং ইত্থং ইত্থং প্রকারং যস্য প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ বিজানামি সদা আত্মরূপং তস্য শ্রীবল্লভস্য অঙ্ঘ্রিপদ্মং পাদকমলং নিত্যং প্রণতোঽস্মি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ, যাহার সামর্থ্য চিন্তার অগোচর, যিনি জগতের কর্ত্তা, যাহার মূর্ত্তির অন্ত নাই, যিনি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যাহার সংসারবন্ধন নাই এবং যিনি পাররহিত সুখসমুদ্রস্বরূপ যিনি নির্ম্মল জ্ঞানময়, সেই শ্রীবল্লভ নারায়ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যাহার কৃপায় "আমিই বিষ্ণু ও আমাতেই যাবতীয় পদার্থ কল্পিত হইয়াছে," এইরূপ আমার জ্ঞান হইতেছে, সেই শ্রীপাদের আত্মময় চরণকমলকে প্রণাম

তাপত্রয়ার্কসন্তপ্তঃ কশ্চিদুদ্বিগ্নমানসঃ।
শমাদিসাধনৈর্যুক্তঃ সদ্গুরুং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৩ ॥
অনায়াসেন যেনাস্মান্মুচ্যেয়ং ভববন্ধনাৎ।
তন্মে সংক্ষিপ্য ভগবন্! কৈবল্যং কৃপয়া বদ ॥ ৪ ॥

গুরুরুবাচ।

সাধ্বী তে বচনব্যক্তিঃ প্রতিভাতি বদামি তে।
ইদং তদিতি বিস্পষ্টং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৫ ॥

তাপেতি। তাপত্রয়ম্ এব অর্কঃ সূর্য্যঃ তেন সন্তপ্তঃ আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকতাপত্রয়েণ পরিতপ্তঃ শমাদিসাধনৈঃ যুক্তঃ শমদমাদিমান্ উদ্বিগ্নং মনঃ যস্য সঃ। কশ্চিৎ সাধকঃ সদ্গুরুং পৃচ্ছতি বক্ষ্যমাণবচনমিতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

অনায়াসেনেতি। যেন কৈবল্যেন অস্মাৎ ভববন্ধনাৎ সংসারবন্ধনক্লেশাদিত্যর্থঃ অনায়াসেন মুচ্যেয়ং মুক্তো ভবেয়ং, হে ভগবন্! কৃপয়া তৎ কৈবল্যং মে মহ্যং সংক্ষিপ্য বদ কথয়, তৎ চ সংসারদুঃখনিবর্ত্তকং মুক্তিসাধনং সংক্ষেপেণ বর্ণয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

গুরুরিতি। গুরুঃ হিতোপদেশকঃ উবাচ। তে তব বচনব্যক্তিঃ বাক্যপ্রকাশঃ সাধ্বী দোষরহিতা প্রতিভাতি প্রকাশতে, তে তুভ্যং তৎ ইদং ইতি বিস্পষ্টং যথা স্যাৎ তথা বদামি সাবধানমনাঃ সন্ শৃণু আকর্ণয় ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

করিতেছি অর্থাৎ যাঁহার কৃপাবলে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি সেই শ্রীপতির চরণে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি তাপত্রয়দ্বারা পরিতাপিত শমদম প্রভৃতি সাধনবিশিষ্ট কোনও উদ্বিগ্নচেতাঃ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, হে ভগবন্ গুরো! যে উপায়দ্বারা এই ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, কৃপাপূর্ব্বক সেই কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষের বিষয় সঙ্ক্ষেপরূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

গুরু বলিলেন তোমার বাক্য অতিশয় মধুর ও দোষরহিত বলিয়া বোধ

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং যজ্জীবপরমাত্মনোঃ।
তাদাত্ম্যবিষয়ং জ্ঞানং তদিদং মুক্তিসাধনম্ ॥ ৬ ॥
কো জীবঃ কঃ পরশ্চাত্মা তাদাত্ম্যং বা কথং তয়োঃ
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং বা কথং তৎ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বমসীতি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং তত্ত্বমসি ইতি বেদবাক্যজনিতং জীবপরমাত্মনোঃ যৎ তাদাত্ম্যবিষয়কং জ্ঞানং অভেদজ্ঞানং মুক্তিসাধনং মোক্ষ-কারণং, তথাচ যাবৎকালং অহং ইত্যাদি পার্থক্যবুদ্ধিঃ তাবৎকালং জীবঃ ভববদ্ধো ভবতি ভেদবুদ্ধিবিগমে সতি জীবঃ মুক্তো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

কইতি। কো জীবঃ কশ্চ পরাত্মা তয়োঃ জীবপরমাত্মনোঃ কথং বা কেন প্রকারেণ বা তাদাত্ম্যং ঐক্যং ভবতীতি শেষঃ বা এবং তত্ত্বমসি ইত্যাদি বেদবাক্যং কথং কেন প্রকারেণ তৎ ঐক্যং প্রতিপাদয়েৎ বোধয়েৎ ইতি বদ ইত্যূহ্যং ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হইতেছে, আমি তোমাকে কৈবল্য কি পদার্থ তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছি, তুমি সংযতচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, সেই ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির কারণ। যে কাল পর্য্যন্ত "আমি তুমি" এইরূপ ভেদ-জ্ঞান থাকে তৎকাল পর্য্যন্ত জীব ভববন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহার পর পার্থক্য জ্ঞান দূর হইয়া আমিই পরমাত্মা এইরূপ অভেদ জ্ঞানের উদয় হইলে জীবের মুক্তি লাভ হয় ॥ ৬ ॥

শিষ্য গুরুকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্! জীব কে? এবং পরমাত্মাই বা কে, কি প্রকারে ইহাদিগের একত্ব হইয়া থাকে, তৎ ত্বমসি ইত্যাদি বেদবাক্যই বা কিরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সংস্থাপন করে, অভেদ জ্ঞানের প্রতি তত্ত্বমসি ইত্যাদি বেদবাক্য কি প্রকারে কারণ হইয়া থাকে, আমার এই সকল সংশয়ের নিরাস করিয়া সদুপদেশ প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

অত্র ক্রমঃ সমাধানং কোঽন্যো জীবস্ত্বমেব হি।
যস্ত্বং পৃচ্ছতি মাং কোঽহং ব্রহ্মৈবাসি ন সংশয়ঃ
॥ ৮ ॥

পদার্থমেব জানামি নাদ্যাপি ভগবন্ স্ফুটম্।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থং প্রতিপদ্যে কথং বদ। ৯.

অত্রেতি। অত্র জিজ্ঞাসিতবিষয়ে সমাধানং নিষ্কৃষ্টোত্তরং ক্রমঃ কথয়ামঃ গৌরবে বহুবচনং। জীবঃ অন্যঃ কঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ হি নিশ্চিতং ত্বমেব জীব ইতি শেষঃ যস্ত্বং কোঽহং ইতীত্যাহং মাং পৃচ্ছসি। স ইত্যাহং। অসি ত্বং ব্রহ্মৈব ন সংশয়ঃ ত্বং ব্রহ্ম ন স্বতন্ত্রঃ। অত্র সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

পদার্থমেবেতি। হে ভগবন্ গুরো! অদ্যাপি স্ফুটং ব্যক্তং পদার্থমেব ন জানামি ন বুধ্যে কথং কেন প্রকারেণ অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থং বাক্যস্বরূপার্থং প্রতিপদ্যে বোধামি, পদার্থজ্ঞানং বিনা বাক্যার্থজ্ঞানং কথং সম্ভবতীতি তাৎপর্য্যং, বদ কথয়॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

গুরু বলিলেন বৎস! তোমার প্রশ্নের সমাধান করিতেছি শ্রবণ কর। জীব অন্য কোন বস্তু নহে, তুমিই জীব। আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ আমি কে? তাহার উত্তর এই যে, তুমিই পরমব্রহ্ম, "তুমি আমি সে" এই সকলই পরমাত্মা, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ নাই॥ ৮ ॥

হে গুরুদেব! আমার পদার্থ জ্ঞান নাই তবে কিরূপে আমার "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের বোধ হইবে। যাহাতে আমার বাক্যার্থবোধ হইবে, যাহাতে আমার বাক্যার্থ বোধ হয়, আপনি তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন॥ ৯ ॥

সত্যমাহ ভবানত্র বিজ্ঞানং নৈব বিদ্যতে।
হেতুঃ পদার্থবোধো হি বাক্যার্থাবগতেরিহ ॥ ১০ ॥
অন্তঃকরণতদ্‌বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ।
আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে ॥ ১১ ॥

সত্যমিতি। অত্র অস্মিন্নবসরে ভবান্ সত্যং আহ, বিজ্ঞানং পদার্থজ্ঞানং নৈব বিদ্যতে বর্ত্ততে। তবেতি শেষঃ। ইহ জগতি বাক্যার্থাবগতেঃ বাক্যার্থবোধস্য পদার্থবোধঃ হেতুঃ কারণং হি নিশ্চিতং। তথাচ পদার্থবোধং বিনা বাক্যার্থ-বোধো ন সম্ভবতি তব তু তন্নাস্তি তথাপি যথা তব বাক্যার্থবোধো ভবতি তথা করোমীতি তাৎপর্য্যং॥ ১০॥

অন্তঃকরণ ইতি। অন্তঃকরণং মনঃ তদ্‌বৃত্তিঃ অন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ জ্ঞানমিত্যর্থঃ তয়োঃ সাক্ষী আশ্রয় ইত্যর্থঃ চৈতন্যবিগ্রহঃ চৈতন্যস্বরূপঃ আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ নিত্যঃ। য ইতিশেষঃ ত মিত্যাহং। আত্মানং কিং কথং ন প্রপদ্যসে জানাসি, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসাক্ষিণং চৈতন্যস্বরূপং আনন্দরূপং নিত্যং পরমাত্মানং জানীহীতি ফলিতার্থঃ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

গুরু বলিলেন্ হে বৎস! তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমার পদার্থ জ্ঞান নাই, পদার্থ জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থের বোধ হয় না, তজ্জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, বাক্যার্থবোধের প্রতি পদার্থ জ্ঞান কারণ, সে যাহা হউক তোমার যাহাতে অহং ব্রহ্ম এই বাক্যের স্বরূপার্থ বোধ হয়, আমি তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি॥ ১০॥

অন্তঃকরণ ও তদ্‌বৃত্তির সাক্ষী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয় তাহার আশ্রয়স্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দময় এবং সত্যস্বরূপ হইয়াও তুমি আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না কেন? তুমি পরমাত্মা, আত্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহে॥ ১১॥

সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্।
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্ ॥১২॥
রূপাদিমান্ যতঃ পিণ্ডস্ততো নাত্মা ঘটাদিবৎ।
বিয়দাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুম্ভবৎ ॥ ১৩ ॥

সত্য ইতি। দেহাদিগাং শরীরাদিগতাং ধিয়ং বুদ্ধিং শরীরাদৌ আত্মত্ববুদ্ধিং ত্যক্ত্বা বিহায় নিত্যং সর্ব্বদা সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহং জ্ঞানময়ং আত্মতয়া চিন্তয় ভাবয় ॥ ১২ ॥

রূপাদিমানিতি। যতঃ যস্মাৎ পিণ্ডঃ দেহাদিঃ রূপাদিমান্ ততঃ তস্মাৎ আত্মা ঘটাদিবৎ ন ঘটাদিঃ রূপাদি নাবগম্যতে আত্মনস্তু রূপাদি নাস্তি জ্ঞানেনৈ-বাত্মাবগম্যতে ইতি তাৎপর্য্যং, বিয়দাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুম্ভবৎ ন ইতি শেষঃ। আত্মা ন মহাভূতবিকারঃ কুম্ভাদিস্তু আকাশাদিমহাভূতবিকারঃ অতঃ আত্মা ঘটাদিভ্যঃ ভিন্ন এব ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আত্মা দেহাদিকে আশ্রয় করে এইরূপ চিন্তা না করিয়া যিনি সতত আনন্দ-ময়, বুদ্ধির সাক্ষীও জ্ঞানময় তাহাকেই সর্ব্বদা আত্মা বলিয়া ভাবনা করে। আত্মা কখনও দেহাদিকে আশ্রয় করে না, দেহাদিই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কেবল দেহাদিই রূপাদিসম্পন্ন, আত্মার রূপাদি নাই, সুতরাং আত্মা ঘটাদি হইতে ভিন্ন, ঘটাদি আকাশাদি মহাভূতের বিকার, আত্মা বিকারহীন ॥ ১৩ ॥

অনাত্মা যদি পিণ্ডোঽয়মুক্তহেতুবলান্মতঃ।
করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয় ॥ ১৪ ॥
ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা।
দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৫ ॥
এবমিন্দ্রিয়দৃঙ্ নাহমিন্দ্রিয়াণীতি নিশ্চিনু।
মনো বুদ্ধিস্তথা প্রাণো নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৬ ॥

অনাত্মেতি। উক্তহেতুবলাৎ কথিতকারণবলাৎ যদি অয়ং দৃশ্যমানঃ পিণ্ডঃ ঘটাদিঃ অনাত্মা আত্মভিন্নো মতঃ। তদেতি শেষঃ। করামলকবৎ হস্তস্থিতামলকীফলমিব আত্মানং সাক্ষাৎ প্রতিপাদয় বোধয়। স্বহস্তস্থিতামলকীফলমধ্যে যথা তৎফলস্য নিজাবয়বঃ সম্যক্ দৃশ্যতে তদ্বৎ স্বাত্মনি নিজে পরমাত্মানং তত্ত্ববোধেন সম্যক্ দৃশ্যতামিতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৪ ॥

ঘটেতি। ঘটদ্রষ্টা ঘটদর্শনশালী জনঃ ঘটাৎ ভিন্নঃ সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ যথা ঘটো ন, তথা দেহদ্রষ্টা অহং আত্মা দেহো ন ইতি অবধারয় ॥ ১৫ ॥

এবমিতি। এবং উক্তযুক্ত্যা ইন্দ্রিয়দৃক্ অহং ইন্দ্রিয়াণি ন ইতি নিশ্চিনু অবধারয় মনঃ অন্তকরণং বুদ্ধিঃ জ্ঞানং তথা তদ্বৎ প্রাণঃ অহং ন ইতি অবধারয় বুদ্ধ্যাদিঃ আত্মা নহি ইতি স্থিরীকুরু ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যদি পূর্ব্বকথিত হেতুবশতঃ দেহাদি আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে যেমন নিজের হস্তস্থিত আমলকীফলের মধ্যে উক্ত ফলের নিজের অবয়ব সমুদায় দেখা যায়, তদ্রূপ নিজের আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন কর ॥ ১৪ ॥

ঘটদর্শনকারী যেমন ঘট হইতে ভিন্ন, সেইরূপ দেহাদির সাক্ষিস্বরূপ আমি দেহ হইতে ভিন্ন এই প্রকার নিশ্চয় কর ॥ ১৫ ॥

আমি ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা কিন্তু ইন্দ্রিয় নহি, আমি মন বুদ্ধি প্রাণ নহি, আমি উক্ত সমুদায় পদার্থ হইতে পৃথক্, এইরূপ অবধারণ কর ॥ ১৬ ॥

সঙ্ঘাতোঽপি তথা নাহমিতি দৃশ্যবিলক্ষণম্ ।
দ্রষ্টারমনুমানেন নিপুণং সম্প্রধারয় ॥ ১৭ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা হানাদিব্যাপৃতিক্ষমাঃ ।
যস্য সন্নিধিমাত্রেণ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৮ ॥
অনাপন্নবিকারঃ সন্নয়স্কান্তবদেব যঃ ।
বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৯ ।

সঙ্ঘাত ইতি। অহং সঙ্ঘাতোঽপি ভূতসমষ্টিরপি ন ইতি এবম্প্রকারং দৃশ্যবিলক্ষণং দৃশ্যপদার্থভিন্নং দ্রষ্টারং অনুমানেন নিপুণং দৃঢ়তরং সম্প্রধারয় নিশ্চিনু ॥ ১৭ ॥

দেহ ইতি। যস্য পরমাত্মনঃ সন্নিধিমাত্রেণ সান্নিধ্যাৎ দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবাঃ পদার্থাঃ হানাদিব্যাপৃতিক্ষমাঃ উৎপত্তিবিনাশাদিব্যাপারসম্পন্নাঃ ভবন্তীতি শেষঃ সঃ অহং অহমেব পরমাত্মা ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ১৮ ॥

অনাপন্নবিকার ইতি। যঃ পরমাত্মা অনাপন্নবিকারঃ সন্ নির্ব্বিকারঃ সন্ অয়স্কান্তবদেব অয়স্কান্তমণিরিব। এবকারঃ নির্দ্ধারণে। বুদ্ধ্যাদীন্ প্রত্যক্ চালয়েৎ স্বস্বকার্য্যে প্রেরয়েৎ সোঽহং ইতি অবধারয় স্থিরীকুরু ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি জলবায়ু প্রভৃতির সমষ্টি নহি ইত্যাদি অনুমানদ্বারা প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান পদার্থ হইতে অতিরিক্ত একজন যাবতীয় পদার্থের দর্শক আছে ইহাই দৃঢ়তর নিশ্চয় কর ॥ ১৭ ॥

যে পরমাত্মার সন্নিধান প্রযুক্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি ভাবপদার্থ সকল উৎপত্তি এবং বিনাশাদি ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমিই সেই পরমাত্মা, এই প্রকার নিশ্চয় কর, তাহা হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ১৮ ॥

নির্ব্বিকার যে পরমাত্মা অয়স্কান্তমণির ন্যায় বুদ্ধি মন দেহ প্রভৃতিকে নিজ নিজ কার্য্যে পরিচালিত করেন, সেই পরমাত্মা আমি এইপ্রকার নিশ্চয়জ্ঞান কর ॥ ১৯ ॥

অজড়াত্মবদাভান্তি যৎসান্নিধ্যাজ্জড়া অপি।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ সোহহমিত্যবধারয় ॥ ২০ ॥
অগমন্মে মনোহন্যত্র সাম্প্রতঞ্চ স্থিরীকৃতম্।
এবং যো বেত্তি ধীবৃত্তিং সোহহমিত্যবধারয় ॥ ২১ ॥
স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবাভাবৌ ধিয়াং তথা।
যো বেত্ত্যবিক্রিয়ঃ সাক্ষাৎ সোহহমিত্যবধারয় ॥ ২২ ॥

অজড়াত্মবদিতি। যস্য পরমাত্মনঃ সান্নিধ্যাৎ জড়াঃ চৈতন্যরহিতাঃ অপি দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ অজড়াত্মবৎ চৈতন্যবৎ আভান্তি প্রকাশন্তে সোহহং ইতি অবধারয় বিজানীহি ॥ ২০ ॥

অগমদিতি। মে মনঃ অন্যত্র অগমৎ সাম্প্রতং চ স্থিরীকৃতং নিশ্চলং, যঃ এবং ধীবৃত্তিং বেত্তি জানাতি স আত্মা। ইতি শেষঃ। যস্য বুদ্ধিবৃত্তিরস্তি স এব আত্মা ইত্যর্থঃ। অহং অহংপদবাচ্যঃ স আত্মা ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ২১ ॥

স্বপ্ন ইতি। স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং তথা ধিয়াং বুদ্ধীনাং ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বে, অবিক্রিয়ঃ নির্ব্বিকারঃ যঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষেণ বেত্তি জানাতি সোহহং অহংপদবাচ্যঃ আত্মা ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে পরমাত্মার সন্নিধানপ্রযুক্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ প্রভৃতি অচেতন হইলেও সচেতনের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ মৃতদেহে করচরণাদি সকলই থাকে কিন্তু আত্মার সন্নিধান না থাকায় কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না, জীবিত অবস্থায় আত্মার সন্নিধান থাকে বলিয়া দেহাদি নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই আত্মা আমি এই প্রকার অবধারণ কর তাহা হইলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২০ ॥

আমার মন অন্যত্র গমন করিয়াছিল সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই প্রকার বুদ্ধি-বৃত্তি যাহার উদিত হয়, তিনিই আত্মা; অহম্পদদ্বারা যাহাকে বুঝা যায় আমিই সেই আত্মা, এই প্রকার অবধারণ কর ॥ ২১ ॥

যিনি নির্ব্বিকার হইয়া স্বপ্ন জাগরিত সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে জানেন এবং

ঘটাবভাসকো দীপো ঘটাদন্যো যথেষ্যতে।
দেহাবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ॥ ২৩॥
পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবা যস্য শেষতয়া প্রিয়াঃ।
দ্রষ্টা সর্ব্বপ্রিয়তমঃ সোঽহমিত্যবধারয়॥ ২৪॥

ঘট ইতি। ঘটাবভাসকো ঘটপ্রকাশকঃ দীপঃ যথা ঘটাদন্য ইষ্যতে অবধার্য্যতে তথা তদ্বৎ বোধবিগ্রহঃ জ্ঞানময়ঃ দেহাবভাসকঃ দেহপ্রকাশকঃ অহং অহম্পদবাচ্যো দেহী আত্মা দেহাদিভ্যঃ পৃথক্ ইষ্যতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ২৩॥

পুত্রইতি। যস্য পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবাঃ পদার্থাঃ শেষতয়া বিনাশশালিত্বেন অপ্রিয়াঃ ভবন্তীতি শেষঃ। যস্য ইত্যাহং। দ্রষ্টা সংহারকঃ। সর্ব্বঃ প্রিয়তমো যস্য সঃ, স অহং অহংপদবাচ্যঃ আত্মা ইতি অবধারয়। ২৪॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি বুদ্ধির সত্বাসত্ব বুঝিতে পারেন তিনিই আত্মা, সেই আত্মা আমি, এই প্রকার অবধারণ কর, অর্থাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাস সংস্থাপন কর॥ ২২॥

ঘটপ্রকাশক প্রদীপ যেমন ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ, তদ্রূপ দেহাদির প্রকাশক অহম্পদবাচ্য জ্ঞানময় আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, অতএব যিনি দেহাদির প্রকাশক ও জ্ঞানময় তিনিই আত্মা সেই আত্মার যথার্থ জ্ঞান হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়॥ ২৩॥

অনিত্যহেতুক পুত্র ধনাদি যাহার প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, যিনি সকল পদার্থের সংহারক ও সর্ব্বদর্শী সকলই যাহার প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, তিনিই আত্মা অর্থাৎ অহংপদের বাচ্য, লোকে যে আমি বলিয়া ব্যবহার করে, তাহাও সেই আত্মা, এইরূপ যাহার জ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ও আত্মজ্ঞান লাভ করে॥ ২৪॥

পরপ্রেমাস্পদতয়া মা নং ভূতমহং সদা।
ভূয়াসমিতি যো দ্রষ্টা সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২৫ ॥
যঃ সাক্ষিলক্ষণো বোধস্ত্বম্পদার্থঃ স উচ্যতে।
সাক্ষিত্বমপি বোদ্ধৃত্বমবিকারিতয়াত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ।
প্রোজ্ঝিতাশেষষড়্ভাববিকারস্ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ২৭ ॥

পরইতি। পরস্য পরমাত্মনঃ প্রেমাস্পদতয়া অহং ভূয়াসং পরমাত্মনঃ প্রিয়ো ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। সদা নিত্যং ইতি এবং প্রকারং যস্যেতি শেষঃ মানং জ্ঞানং ভূতং সঞ্জাতং। যঃ দ্রষ্টা সর্ব্বদর্শী স অহং অহম্পদবাচ্যঃ ইতি অবধারয় নিশ্চিনু। এবং-ক্রমেণ অহম্পদার্থং স্থিরীকুরু ইত্যর্থঃ। এবং সতি সংসারবন্ধনান্মুক্তো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যং ॥ ২৫ ॥

য ইতি। যঃ সাক্ষিলক্ষণঃ সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপঃ বোধঃ জ্ঞানকর্ত্তা স ত্বম্পদার্থঃ উচ্যতে কথ্যতে, আত্মনোঽপি অবিকারিতয়া সাক্ষিত্বং বোদ্ধৃত্বং বোধকর্তৃত্ব-মস্তীতি শেষঃ। ২৬ ॥

দেহইতি। দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যোঃ বিলক্ষণঃ বিভিন্নঃ প্রোজ্ঝিতঃ ত্যক্তঃ অশেষঃ সমুদায়ঃ ষড়্ভাবঃ ভাবপদার্থসমুদায়ঃ বিকারশ্চ যেন সঃ এবম্ভূতঃ পদার্থঃ ইতিশেষঃ ত্বম্পদাভিধঃ ত্বম্পদবাচ্যঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

আমি পরমব্রহ্মের প্রিয়পাত্র হইব এইরূপ যাহার জ্ঞান জন্মে এবং যিনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানের কর্ত্তা তিনিই অহম্পদবাচ্য আত্মা, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর, তাহা হইলে সহজেই দুঃখসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ২৫ ॥

গুরু শিষ্যকে কথিতপ্রকারে অহম্পদার্থ জ্ঞানের উপদেশ করিয়া সম্প্রতি ত্বম্পদার্থ জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বসাক্ষী এবং সকল প্রকার জ্ঞানের কর্ত্তা অর্থাৎ সকল জানেন তিনিই ত্বম্পদ প্রতিপাদ্য, আত্মা নির্ব্বিকার বলিয়া তাঁহারও সর্ব্বসাক্ষিত্ব ও সকলজ্ঞানকর্তৃত্ব আছে ॥ ২৬ ॥

দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন ও ষড়্বিধ ভাবপদার্থাতিরিক্ত

ত্বমর্থমেবং নিশ্চিত্য তদর্থং চিন্তয়েৎ পুনঃ।
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেনচ ॥ ২৮ ॥
নিরস্তাশেষসংসারদোষোঽস্থূলাদিলক্ষণঃ।
অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরাকৃততমোঽমলঃ ॥ ২৯ ॥

ত্বমিতি। এবং উক্তপ্রকারেণ ত্বমর্থং ত্বম্পদার্থং নিশ্চিত্য পুনঃ অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ নিষ্কৃষ্টরূপেণ বিধিমুখেনচ বেদাদ্যুক্তবিধিবাক্যেনচ সাক্ষাৎ যথার্থতঃ তদর্থং তৎপদার্থং চিন্তয়েৎ ভাবয়েৎ। এবঞ্চ তত্ত্বমসি ইত্যাদিবাক্যার্থবোধো ভবিষ্যতি তেনচ সংসারদুঃখাৎ মুক্তির্ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

নিরস্তেতি। নিরস্তঃ নিরাকৃতঃ অশেষঃ সমুদায়ঃ সংসারদোষো যেন সঃ অস্থূলাদিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মভেদরহিতঃ অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ দর্শনাদীন্দ্রিয়াবিষয়ঃ পরাকৃততমঃ ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতঃ অমলঃ নির্ম্মলঃ পদার্থঃ। ত্বম্পদপ্রতিপাদ্যঃ ইতি পূরণীয়ং ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

এবং যিনি বিকারবিহীন তিনিই ত্বম্পদপ্রতিপাদ্য, অর্থাৎ যিনি সকলের বহির্ভূত তাহাকেই ত্বম্পদদ্বারা অর্থাৎ "তুমি" এই শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে, এবং তিনিই পরমব্রহ্ম এইরূপ নিরূপণ করিবে ॥ ২৭ ॥

ত্বম্পদের অর্থ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরে নিষ্কৃষ্টরূপে বেদাদিশাস্ত্রোক্ত বাক্যদ্বারা যথার্থরূপে তৎপদের অর্থ চিন্তা করিবে, তাহা হইলে তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যার্থবোধ হইবে ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া দুঃখনিচয় হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

যাহার সকলপ্রকার সংসারদোষ বিদূরিত হইয়াছে ও যিনি স্থূল কি সূক্ষ্ম নহেন, যিনি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অর্থাৎ যাহাকে দর্শন করা যায় না, শ্রবণ করা যায় না, আঘ্রাণ করা যায় না এবং যাহাতে পাপপুণ্য কিছুই নাই, তাহাকেই ত্বম্পদপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ২৯ ॥

নিরস্তাতিশয়ানন্দঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সত্তাস্বলক্ষণঃ পূর্ণঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং যথা সম্পূর্ণশক্তিতা।
বেদৈঃ সমর্থ্যতে যস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩১ ॥
যজ্‌জ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং শ্রুতিষু প্রতিপাদিতম্।
মৃদাদ্যনেকদৃষ্টান্তৈস্তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩২ ॥

নিরস্ত ইতি। নিরস্তঃ নিরাকৃতঃ অতিশয়ানন্দো যস্য সঃ ন্যূনাধিকানন্দরহিতঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ যথার্থসর্ব্বজ্ঞানস্বরূপঃ সত্তা স্বস্য লক্ষণং যস্য সঃ সর্ব্বত্র যস্য সত্তা প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। পূর্ণঃ নতু কস্যাপি অংশঃ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মা ইতি গীয়তে কীর্ত্ত্যতে। যোগিভিরিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি। বেদৈঃ যস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং পরমেশ্বরত্বং সম্পূর্ণশক্তিতা সমর্থ্যতে প্রতিপাদ্যতে তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ৩১ ॥

যজ্‌জ্ঞানাদিতি। মৃদাদ্যনেকদৃষ্টান্তৈঃ শ্রুতিষু বেদেষু যজ্‌জ্ঞানাৎ যস্য পরমাত্মনঃ জ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং সকলপদার্থবোধঃ। ভবতি ইতীত্যাহং। প্রতিপাদিতং নিরূপিতং তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাহার আনন্দের আতিশয্য বা ন্যূনতা নাই, যিনি যথার্থজ্ঞানময়, যাহার সত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি পূর্ণরূপ অর্থাৎ কাহারও অংশ নহেন, তিনিই পরমাত্মা। ইহা যোগিগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

বেদশাস্ত্রে যাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পরমেশ্বরত্ব এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্নত্ব নিরূপিত হইয়াছে তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপ অবধারণ কর, তাহা হইলে সংসারক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিশাস্ত্রে মৃত্তিকা ও ঘটপটাদি নানাবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা যাহার জ্ঞান হইলে সকলপদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় কর ॥ ৩২ ॥

যদানন্ত্যং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিস্তৎসিদ্ধয়ে জগৌ।
তৎকার্য্যত্বং প্রপঞ্চস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৩ ॥
বিজিজ্ঞাস্যতয়া যচ্চ বেদান্তেষু মুমুক্ষুভিঃ।
সমর্থ্যতেঽতিযত্নেন তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥
জীবাত্মনা প্রবেশশ্চ নিয়ন্তৃত্বঞ্চ তান্ প্রতি।
শ্রূয়তে যস্য বেদেষু তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৫ ॥

যদিতি। যস্য আনন্ত্যং অন্তরাহিত্যং প্রতিজ্ঞায় জ্ঞাত্বা শ্রুতিঃ বেদঃ তৎসিদ্ধয়ে আনন্ত্যসিদ্ধয়ে প্রপঞ্চস্য জগতঃ তৎকার্য্যত্বং ব্রহ্মকার্য্যত্বং জগৌ তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয় স্থিরীকুরু। তথাচ ব্রহ্মণঃ আনন্ত্যং জগৎকর্ত্তৃত্বং শ্রুত্যাদৌ নিরূপিতং তজ্জ্ঞানেনৈব সংসারদুঃখাৎ মুক্তির্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

বিজিজ্ঞাস্যতয়েতি। মুমুক্ষুভিঃ মোক্ষার্থিভিঃ বেদান্তেষু যদ্‌ব্রহ্ম অতিযত্নেন বিজিজ্ঞাস্যতয়া জ্ঞাতব্যত্বেন সমর্থ্যতেচ প্রতিপাদ্যতে হি, তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ৩৪ ॥

জীবাত্মনেতি। যস্য ব্রহ্মণঃ বেদেষু জীবাত্মনা জীবরূপেণ প্রবেশশ্চ দেহাদাবিতি শেষঃ, তান্ প্রতি দেহাদীন্ প্রতি নিয়ন্তৃত্বঞ্চ শ্রূয়তে, তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয় নিশ্চিনু। এবঞ্চ সংসারদুঃখাৎ মুক্তির্ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শ্রুতিশাস্ত্র যাহার অন্তশূন্যত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক এই জগৎ তাঁহারই কার্য্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই অনন্তরূপী জগৎকর্ত্তাই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীবের সংসারক্লেশ থাকে না ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তশাস্ত্রে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অতিযত্নসহকারে জ্ঞাতব্য পদার্থ বলিয়া যাঁহাকে বর্ণনা করিয়া থাকেন তিনিই ব্রহ্ম। এই প্রকার যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবের সংসারক্লেশ হয় না ॥ ৩৪ ॥

যিনি জীবাত্মরূপে দেহাদিতে প্রবেশ করেন, যিনি সকলের নিয়ন্তা, এই প্রকার বেদশাস্ত্রে যাহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৩৫ ॥

কর্ম্মণাং ফলদাতৃত্বং যস্যৈব শ্রূয়তে শ্রুতৌ।
জীবানাং হেতুকর্ত্তৃত্বং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৬।
তত্ত্বম্পদার্থৌ নির্ণীতৌ বাক্যার্থশ্চিন্ত্যতেঽধুনা।
তাদাত্ম্যমত্র বাক্যার্থস্তয়োরেব পদার্থয়োঃ ॥ ৩৭

কর্ম্মণামিতি। যস্যৈব ব্রহ্মণঃ কর্ম্মণাং ফলদাতৃত্বং ফলদায়কত্বং জীবানাং হেতুকর্ত্তৃত্বং হেতুত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চেত্যর্থঃ শ্রুতৌ শ্রূয়তে তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধারয় নিশ্চিনু ॥ ৩৬ ॥

তত্ত্বমিতি। তত্ত্বম্পদার্থৌ নির্ণীতৌ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাবধারিতৌ অধুনা সম্প্রতি বাক্যার্থঃ চিন্ত্যতে ভাব্যতে। অত্র বাক্যার্থঃ তত্ত্বমসীত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যোঽর্থঃ তয়োঃ পদার্থয়োঃ তত্ত্বম্পদার্থয়োঃ তাদাত্ম্যমেব অভেদএব। তথাচ তৎপদার্থত্বম্পদার্থয়োঃ ভেদো নাস্তীত্যেব তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যেন প্রতিপাদ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি সৎ অসৎ কর্ম্মের ফলদাতা যিনি জীবের কারণ ও কর্ত্তা অর্থাৎ নিয়ামক ইহা শ্রুতিশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, তিনিই ব্রহ্ম এইরূপ অবধারণ কর ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে অস্মাদের অর্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সম্প্রতি তৎপদ ও ত্বম্পদের অর্থ নির্ণীত হইল, তাহার পর "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ স্থির করা যাইতেছে, এস্থলে "তত্ত্বমসি" বাক্যদ্বারা তৎপদার্থে ও ত্বম্পদার্থে ঐক্যজ্ঞান করিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রত্যগ্বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৩৯ ॥

সংসর্গ ইতি। অত্র তত্ত্বমসি ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থঃ তত্ত্বমসিবাক্যপ্রতিপাদ্যোঽর্থঃ সংসর্গো বা তৎপদার্থসম্বন্ধী ত্বম্পদার্থঃ বা অথবা বিশিষ্টঃ তৎপদার্থবিশিষ্টঃ ত্বম্পদার্থঃ ন সম্মতঃ সতামভিমতঃ তত্ত্বমসীতিবাক্যেন বৈশিষ্ট্যং বিশিষ্টো বা নাবগম্যতে ইত্যর্থঃ। বিদুষাং পণ্ডিতানাং অখণ্ডৈকরসত্বেন তৎপদত্বম্পদয়োঃ একার্থত্বেন বাক্যার্থঃ মতঃ ইষ্টঃ। তথাচ তত্ত্বমসীতি বাক্যং অভেদার্থমেব পরস্পরং প্রতিপাদয়তি নতু বিভিন্নার্থমিতি ফলিতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রত্যগ্বোধইতি। যঃ প্রত্যগ্বোধঃ তত্ত্বম্পদার্থয়োঃ ঐক্যবোধঃ আভাতি স অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ অদ্বয়ানন্দস্বরূপঃ একরসাত্মক ইত্যর্থঃ। যশ্চ ইত্যাহ। অদ্বয়ানন্দরূপঃ স প্রত্যগ্বোধঃ তাদাত্ম্যবোধঃ একং কেবলং লক্ষণং স্বরূপং যস্য সঃ এতেন তৎপদার্থত্বম্পদার্থয়োঃ পরস্পরং তাদাত্ম্যমেব প্রতিভাতি। তথাচ তত্ত্বমসীতি বাক্যেন প্রত্যগ্বোধত্বেন প্রসিদ্ধাদ্বয়ানন্দ এবাবগম্যতে নতু স্বতন্ত্রার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে "তত্ত্বমসি" বাক্যদ্বারা সম্বন্ধ বা বিশিষ্ট বুঝায় না কিন্তু পরস্পর একার্থই বুঝায়, ইহাই পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। যিনি তৎপদার্থ তিনিই ত্বম্পদার্থ, এইরূপ অর্থই সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যদ্বারা যে তৎপদার্থ ও ত্বম্পদার্থের ঐক্যবোধ হয় তাহাকেই অদ্বয়ানন্দ বলিতে হইবে, এবং যাহাকে অদ্বয়ানন্দ বলা যায় তাহাকেই তৎপদার্থ ও ত্বম্পদার্থের ঐক্যবোধ বলিতে হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না, হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী হয় না ॥ ৩৯ ॥

ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যং প্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি॥ ৪০॥
তদর্থস্যচ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোঽবতিষ্ঠতে॥ ৪১॥

ইত্থমিতি। যদা যস্মিন্ সময়ে ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ অন্যোন্যতাদাত্ম্য-প্রতিপত্তিঃ তত্ত্বমসি ইত্যাদিবাক্যেন তৎপদার্থত্বম্পদার্থয়োঃ পরস্পরং ঐক্যবোধঃ ভবেৎ, হি নিশ্চিতং তদৈব তস্মিন্নেব সময়ে ত্বমর্থস্য ত্বম্পদস্যার্থস্য অব্রহ্মত্বং ব্রহ্মভিন্ন-ত্বং ব্যাবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত। এবঞ্চ তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থবোধে সতি তৎপদার্থেন ব্রহ্মজ্ঞানং ভবতীতি ভাবঃ॥ ৪০॥

তদর্থস্যেতি। যদি তদর্থস্য তৎপদার্থস্যচ পারোক্ষ্যং জ্ঞানং ব্রহ্মভিন্নত্বজ্ঞানং ভবতি ততঃ তদা কিং কথং এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ঐক্যবোধঃ সম্ভবতীতি শেষঃ, শৃণু প্রশ্নস্যাস্য সমাধানং আকর্ণয় ইত্যর্থঃ। পূর্ণানন্দৈকরূপেণ অদ্বয়ানন্দরূপেণ প্রত্যগ্বোধঃ তাদাত্ম্যবোধঃ অবতিষ্ঠতে বর্ত্ততে। তথাচ। কদাপি তৎপদেন পারোক্ষে জাতেঽপি চরমাবস্থায়াং তৎপদার্থত্বম্পদার্থয়োঃ তাদাত্ম্যবোধ এব অবশিষ্যতে এবঞ্চ তৎপদেন প্রথমতঃ ব্রহ্মভিন্নত্বজ্ঞানে জাতেঽপি ন ক্ষতিঃ ঐক্যবোধস্যাপ্রতি-বন্ধকত্বাদিতি তাৎপর্য্যং॥ ৪১॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন উক্তপ্রকারে তৎপদার্থের ও ত্বম্পদার্থের ঐক্যবোধ হইবে, তখন ত্বম্পদে ব্রহ্মের বোধ হইবে ও ব্রহ্মভিন্নত্ব-জ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে॥ ৪০॥

যদি কখনও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইয়া অন্যপদার্থের জ্ঞান হয়, তখন কিপ্রকারে উভয়ের ঐক্য সমর্থিত হইবে. এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ কর, যদিও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয় তাহা হইলেও পরে যে ঐক্যজ্ঞান হইবে তাহাই বিদ্যমান থাকিবে, পরোক্ষজ্ঞান হইলেও ঐক্যজ্ঞান হইবার কোনরূপ বাধা নাই॥ ৪১॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যঞ্চ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে।
লক্ষ্যৌ তত্ত্বম্পদার্থৌ দ্বাবুপাদায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥
হিত্বা দ্বৌ সবলৌ বাচ্যৌ বাক্যং বাক্যার্থবোধনে।
যথা প্রবর্ত্ততেঽস্মাভিস্তথা ব্যাখ্যাতমাদরাৎ ॥ ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্বমসীতি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে ঐক্যবোধে লক্ষ্যৌ তত্ত্বম্পদার্থৌ দ্বৌ উপাদায় গৃহীত্বা প্রবর্ত্ততে। তথাচ তৎপদার্থত্বম্পদার্থয়োঃ জ্ঞানে সত্যেব তত্ত্বমসীতি বাক্যং পরস্পরং ঐক্যজ্ঞানে উপযোগি ভবতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ৪২ ॥

হিত্বেতি। সবলৌ সহজলভ্যৌ বাচ্যৌ তৎপদত্বম্পদয়োঃ শক্যার্থৌ হিত্বা-ত্যক্ত্বা বাক্যং বাক্যার্থবোধনে বিষয়ে যথা প্রবর্ত্ততে, তৎপদ-ত্বম্পদয়োঃ শক্যার্থৌ পরিত্যজ্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং যাদৃশং অর্থং বোধয়তীত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ তথা তাদৃশং আদরাৎ ব্যাখ্যাতং যুক্তিতঃ ব্যাখ্যানং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

তৎপদের ও ত্বম্পদের অর্থগ্রহণ করিয়াই তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যবোধ করাইতে সমর্থ হয়, নতুবা ঐক্যবোধ হয় না। প্রথমতঃ তৎপদের ও ত্বম্পদের অর্থবোধ না হইলে বাক্যার্থের বোধ হয় না ॥ ৪২ ॥

ত্বম্পদের ও তৎপদের সহজলভ্য শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বমসি বাক্য-দ্বারা যে প্রকার অর্থবোধ হয়, আমরা সাদরে তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম, অর্থাৎ তৎপদার্থের ও ত্বম্পদার্থের ঐক্যজ্ঞানই "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের নিষ্কৃষ্ট অর্থ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ॥ ৪৪॥
মায়োপাধির্জ্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যঃ সবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ॥ ৪৫
প্রত্যক্ পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।
বিরুধ্যতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৪৬॥

আলম্বনতয়েতি। অস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ আলম্বনতয়া আশ্রয়তয়া য আভাতি প্রকাশতে, পরমাত্মা অহম্পদস্যাপি প্রতিপাদ্যঃ ভবতীতি কলিতার্থঃ ত্বম্পদাভিধঃ ত্বম্পদ প্রতিপাদ্যঃ স অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ অন্তঃকরণোৎপন্নবোধস্বরূপঃ, পরমাত্মা অহম্পদ ত্বম্পদ-তৎপদানাং প্রতিপাদ্যঃ সতু অন্তঃকরণে এব জ্ঞায়তে ইতি তাৎপর্য্যং॥ ৪৪॥

মায়েতি। মায়া উপাধির্যস্য সঃ জগদ্‌যোনিঃ জগৎকারণং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-লক্ষণং স্বরূপং যস্য, সঃ পারোক্ষ্যঃ পরোক্ষজ্ঞানগম্যঃ অনুমেয় ইত্যর্থঃ। সবলঃ সশক্তিকঃ সত্যাদ্যাত্মকঃ সত্যঃ নিত্যাদিস্বরূপঃ তৎপদাভিধঃ তৎপদপ্রতিপাদ্যঃ তথাচ তৎপদেন উক্তবিশেষণতাপন্নঃ পরমাত্মা অবগম্যতে ইতি তাৎপর্য্যং॥ ৪৫॥

প্রত্যগিতি। যতঃ যস্মাৎ একস্য বস্তুনঃ প্রত্যক্পরোক্ষতা অপরোক্ষ-[illegible]ত্বং সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণত্বং বিরুধ্যতে একস্মিন্ বস্তুনি পরোক্ষাপরোক্ষত্বং সদ্বি-[illegible]ত্বপূর্ণত্বঞ্চ ন তিষ্ঠতি পরস্পরবিরোধাদিতি, ভাবঃ। তস্মাৎ কারণাৎ লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে। তথাচ লক্ষণয়ৈব পূর্ব্বোক্তঃ তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থঃ অবগম্যতে নতু শক্ত্যা ইতি তাৎপর্য্যং॥ ৪৬॥

বঙ্গানুবাদ।

অহং এই পদদ্বারা যে অর্থবোধ হয় তাহাও পরমাত্মার আশ্রিত সেই ত্বম্পদ, তৎপদ ও অহংপদত্রয়ের প্রতিপাদ্য পরমাত্মা কেবল অন্তঃকরণোৎপন্ন জ্ঞানস্বরূপ অনুমানব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণের বিষয় নহে॥ ৪৪॥

মায়োপাধিক জগৎকারণ সর্ব্বজ্ঞ অনুমানগম্য সত্য ও নিত্যস্বরূপ শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা তৎপদেরও প্রতিপাদ্য॥ ৪৫॥

অনুমেয়ত্ব অননুমেয়ত্ব দ্বিতীয়ত্ব পূর্ণত্ব প্রভৃতি একাধারে থাকিতে পারে না, এই জন্য তত্ত্বমসি বাক্যের শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাশক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত

মানান্তরবিরোধেতু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে।
মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে ॥ ৪৭ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽহমিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিহ নাপরা ॥ ৪৮ ॥
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়া ভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৪৯ ॥

মানান্তর ইতি। মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে মানান্তরেণ প্রমাণান্তরেণ বিরোধে বাধিতেতু মুখ্যার্থেন অবিনাভূতে সম্বন্ধে যা প্রতীতিঃ সা লক্ষণা উচ্যতে কথ্যতে ॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বমসীতি। লক্ষণা বহুবিধা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু যা লক্ষণা সা ভাগলক্ষণা, সোঽহমিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োঃ যথা ভাগলক্ষণা তদ্বদিত্যর্থঃ। ইহ অস্মিন্ স্থলে অপরা উপাদানাদিলক্ষণা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অহমিতি। যাবৎ যৎকালপর্য্যন্তং অহং ব্রহ্ম ইতি ইত্যাদিরূপেণ বাক্যার্থ-বোধঃ দৃঢ়ো ভবেৎ তৎকালপর্য্যন্তং শমাদিসহিতঃ শমদমাদিসাধনযুক্তঃ মুনিঃ শ্রবণাদিকং আত্মা শ্রোতব্য ইত্যাদি শাস্ত্রশ্রবণাদিকং অভ্যসেৎ, এবঞ্চ অহং ব্রহ্ম ইত্যভেদজ্ঞানং ভবতি তথা সতি সংসারক্লেশান্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অর্থসমূহের বোধ হইবে বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল পরোক্ষাপরোক্ষত্ব প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম একাধারে থাকিতে পারে না যেমন অগ্নি ও জল একাধারে থাকিতে পারে না তদ্রূপ ॥ ৪৬ ॥

প্রমাণান্তরদ্বারা মুখ্যার্থের বাধ হইলে মুখ্যার্থের সহিত যে অবিনাভূত সম্বন্ধের প্রতীতি হয় তাহাকেই লক্ষণা বলা যায় ॥ ৪৭ ॥

লক্ষণা নানাবিধ, তন্মধ্যে তত্ত্বমসি এই বাক্যে যে লক্ষণা হইয়াছে তাহাকে ভাগলক্ষণা বলে. যেমন সোঽহং এই বাক্যে ভাগলক্ষণা ব্যতীত অন্য কোন লক্ষণার সম্ভব হয় না, তদ্রূপ এস্থলে অন্য কোনও লক্ষণার সম্ভব নাই ॥ ৪৮ ॥

যে কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয়ের উদয় না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শমদমাদিসাধনবিশিষ্ট মুনিগণ বেদাদিশাস্ত্রদ্বারা

শ্রুত্যাচার্য্যপ্রসাদেন দৃঢ়ো বোধো যদা ভবেৎ।
নিরস্তাশেষসংসারনিদানঃ পুরুষস্তদা॥ ৫০॥
বিশীর্ণকার্য্যকরণো ভূতসূক্ষ্মৈরনাবৃতঃ।
বিমুক্তকর্ম্মনিগড়ঃ সদ্যএব বিমুচ্যতে॥ ৫১॥

শ্রুত্যাচার্য্যেতি। শ্রুতিরেব আচার্য্যঃ গুরুঃ তস্য প্রসাদেন কৃপয়া যদা যস্মিন্ সময়ে বোধো দৃঢ়ো ভবেৎ অহং ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানং নিশ্চলং ভবেৎ তদা তস্মিন্ কালে পুরুষঃ নিরস্তঃ পরিত্যক্তঃ অশেষঃ সমুদায়ঃ সংসারনিদানসম্বন্ধো যস্য সঃ, মুক্তসংসারক্লেশো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫০॥

বিশীর্ণেতি। বিশীর্ণং বিনষ্টং কার্য্যং কর্ম্ম করণং ইন্দ্রিয়ং যস্য সঃ ভূতসূক্ষ্মৈরনাবৃতঃ নির্লিপ্ত ইত্যর্থঃ বিমুক্তঃ ত্যক্তঃ কর্ম্মনিগড়ঃ কর্ম্মশৃঙ্খলা যেন সঃ তথাভূতঃ সন্ সদ্য এব বিমুচ্যতে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাৎ সংসারদুঃখমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫১॥

বঙ্গানুবাদ।

আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তাহার পর মনন করিবে, তাহা হইলেই আমিই ব্রহ্ম ইত্যাকার অভেদ জ্ঞান জন্মিবে ও সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে॥ ৪৯॥

গুরুতুল্য শ্রুতিশাস্ত্রের অনুগ্রহে যখন আমিই ব্রহ্ম এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে তখন পুরুষের যাবতীয় সংসারসম্বন্ধ নিবৃত্তি পায়, আর কোনরূপ দুঃখ উৎপন্ন হয় না, সেইপুরুষকেই মুক্তপুরুষ বলা যায়॥ ৫০॥

তত্ত্বজ্ঞান হইলে কার্য্য ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার প্রভৃতিতে কোনরূপ আসক্তি থাকেনা ও কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কোনও পৃথিব্যাদি ভূতকর্ত্তৃক অভিভূত হয় না এবং কর্ম্মপাশ সকল ছিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে। অতএব যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও॥ ৫১॥

প্রারব্ধকর্ম্মভোগেন জীবন্মুক্তো যদা ভবেৎ।
কিঞ্চিৎকালমনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ॥ ৫২ ॥
নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈষ্ণবং পরমং পদম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

॥ * ॥ ইতি ভগবৎ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বাক্যবৃত্তিঃ সম্পূর্ণা ॥ * ॥

প্রারব্ধেতি। যদা যস্মিন্ কালে কিঞ্চিৎকালং ব্যাপ্য প্রারব্ধকর্ম্মভোগেন হেতুনা জীবন্মুক্তো ভবেৎ, তদা ইতিশেষঃ, অনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে সতি জীবঃ ইতি শেষঃ, নিরস্তাতিশয়ানন্দং ধ্বস্তাত্যন্তানন্দং পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং মুক্তি-দায়কং বৈষ্ণবং বিষ্ণুসম্বন্ধি পরমং উৎকৃষ্টং পদং স্থানং প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা সম্পূর্ণা।

বঙ্গানুবাদ।

যদিও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না, কর্ম্মফলের ভোগকাল পর্য্যন্ত সে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, কিছুকাল এইরূপে অবস্থান করিয়া কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইলে কর্ম্মপাশ সকল ছিন্ন হয় ও মুক্তিলাভ করে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নিত্যানন্দময় বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে আর কোন কালেই সেই পদ হইতে সংসারে আগমন করে না অর্থাৎ সে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়, অতএব হে মানবগণ! যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥

সাধনপঞ্চকম্।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাম্
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কামে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা-
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্
॥ ১ ॥

বেদ ইতি। নিত্যং সর্ব্বদা বেদঃ অধীয়তাং পঠ্যতাং তদুদিতং বেদবিহিতং কর্ম্ম যাগাদিকং স্বনুষ্ঠীয়তাং তেন বেদবিহিতকর্ম্মণা ঈশস্য পরমেশ্বরস্য উপচিতিঃ পূজনং বিধীয়তাং সম্পাদ্যতাং, কামে বিষয়ে মতিঃ আসক্তিঃ ত্যজ্যতাং, পাপৌঘঃ অধর্ম্মনিচয়ঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে সংসারসুখে দোষঃ অনিত্যত্বাদিদোষঃ অনুসন্ধীয়তাং অন্বিষ্যতাং তেন সংসারসুখে স্পৃহা ন ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যং, আত্মানং জ্ঞাতুং ইচ্ছা আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং ক্রিয়তাং, তূর্ণং শীঘ্রং নিজগৃহাৎ বিনির্গম্যতাং নিজদেহরূপগৃহাৎ আত্মানং স্বতন্ত্রং ভাবয় ইতি ভাবঃ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বদা বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের পূজাদি সম্পাদন কর, বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ কর, পাপ সমূহকে দূরীভূত কর, সংসারে যে যে দোষ আছে সেই সেই দোষের অন্বেষণ কর, তাহা হইলে সহজেই সংসারবাসনা বিদূরিতা হইবে, আত্মা কি পদার্থ তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা কর, শীঘ্র নিজের দেহরূপ গৃহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ কর, অর্থাৎ আত্মা দেহ নয়, দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর॥ ১॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্যো হ্যুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাম্
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্
॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।

সঙ্গইতি। সৎসু সজ্জনেষু সঙ্গঃ বিধীয়তাং কার্য্যতাং, ভগবতঃ ঈশ্বরস্য দৃঢ়া নিশ্চলা ভক্তিঃ অনুরাগঃ ধীয়তাং ধার্য্যতাং, শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং শান্তিতিতিক্ষা-ধৃতিপ্রভৃতয়ঃ আশ্রীয়ন্তামিত্যর্থঃ. আশু শীঘ্রং কর্ম্ম সাংসারিকমিত্যর্থঃ সন্ত্যজ্যতাং, সদ্বিদ্যঃ সদ্বিদ্যাবান্ হি নিশ্চিতং অপসর্প্যতাং উপাস্যতামিত্যর্থঃ, প্রতিদিনং অহরহঃ তৎপাদুকা সেব্যতাং, ব্রহ্মৈকাক্ষরং ওমিত্যক্ষরং অর্থ্যতাং প্রার্থ্যতাং. শ্রুতিশিরোবাক্যং বেদান্তবাক্যং সমাকর্ণ্যতাং শ্রূয়তাং। এবঞ্চ সংসারদুঃখাৎ মুক্তো-ভবিষ্যতীর্থঃ ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চেতি। বাক্যার্থঃ তত্ত্বমসীত্যাদিবেদান্তবাক্যার্থং বিচার্য্যতাং যুক্তি-তর্কাদিনা অবধার্য্যতাং, শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ বেদান্তপ্রতিপাদিতঃ পদার্থঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং, শ্রুতিমতঃ বেদাদিসম্মতঃ তর্কঃ অনুসন্ধীয়তাং অস্মি অহং

বঙ্গানুবাদ।

সাধুদিগের সহিত বাস কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি স্থাপন কর, শান্তি দয়া তিতিক্ষা ও ধৃতি প্রভৃতিকে আশ্রয় কর, সংসারপাশরূপ কর্ম্মসকলকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর, বিদ্যাবান্ জনের উপাসনা কর ও প্রত্যহ বিদ্যাবানের পাদুকার সেবা কর, পরমব্রহ্ম একাক্ষরের (ওঁকারের) প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কর, বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ কর ও তাহার অর্থ গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

যুক্তি তর্কাদিদ্বারা তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের অর্থবিচার কর, বেদান্তপ্রতি-পাদিত পদার্থের পক্ষ সমর্থন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, বেদানুকূল তর্কের

ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্
দেহেঽহম্মতিরুৎসৃজ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম
॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্
স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং নতু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্
॥ ৪ ॥

ব্রহ্মৈব ইতীত্যহং বিভাব্যতাং চিন্ত্যতাং, অহরহঃ সর্ব্বদা গর্ব্বঃ অহঙ্কারঃ পরিত্যজ্যতাং, দেহে অহম্মতিঃ উৎসৃজ্যতাং, বুধজনৈঃ পণ্ডিতৈঃ সহ বাদঃ বিবাদঃ পরিত্যজ্যতাং ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চেতি। ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং ক্ষুধানিবৃত্তয়ে যততামিত্যর্থঃ, প্রতিদিনং ভিক্ষাএব ঔষধং তৎ ভুজ্যতাং, স্বাদু অন্নং নতু যাচ্যতাং প্রার্থ্যতাং, বিধিবশাৎ দৈববলাৎ প্রাপ্তেন লব্ধেন বস্তুনা সন্তুষ্যতাং, শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং বৃথা বাক্যং নিরর্থকবচনং ন সমুচ্চার্য্যতাং ঔদাসীন্যং সাংসারিকবিষয়বাসনায়াং উদাসীনতা অভীপ্স্যতাং ইষ্যতাং, জনানাং কৃপায়াং দয়াবিষয়ে নৈষ্ঠুর্য্যং নিষ্ঠুরতা উৎসৃজ্যতাং ত্যজ্যতাং ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।

তত্ত্বানুসন্ধান কর, আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তা কর গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, পণ্ডিত মহাত্মাদিগের সহিত বাগ্বিবাদ প্রভৃতি বর্জ্জন কর, তাহা হইলেই সংসারক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ৩ ॥

যাহাতে ক্ষুধারূপ ব্যাধির নিবৃত্তি হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের আকাঙ্ক্ষা করিও না, দৈবাধীন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি সহ্য করিতে

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্ ।
প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাম্
প্রারব্ধস্ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য ।

একান্তে ইতি। একান্তে নির্জ্জনপ্রদেশে সুখং যথা স্যাৎ তথা আস্যতাং উষ্যতাং, পরতরে ঈশ্বরে চেতঃ মনঃ সমাধীয়তাং, পূর্ণাত্মা পূর্ণব্রহ্ম সুসমীক্ষ্যতাং সুষ্ঠু বিচার্য্যতাং, ইদং জগৎ তদ্ব্যাপিতং ঈশ্বরব্যাপ্তং দৃশ্যতাং আলোক্যতাং, চিতিবলাৎ জ্ঞানবলেন প্রাক্‌কর্ম্ম প্রারব্ধকর্ম্ম বিলোপ্যতাং নাশ্যতাং, নাপি উত্তরে ভবিষ্যদদৃষ্টসঞ্চয়ে শ্লিষ্যতাং বিলিপ্যতাং, তু কিন্তু ইহ জগতি প্রারব্ধং অদৃষ্টং ভুজ্যতাং, অথ অনন্তরং পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাং ॥ ৫ ॥

য ইতি। যো মনুষ্যঃ অনুদিনং স্থিরতামুপেত্য স্থিরচিত্তোনেত্যর্থঃ ইদং শ্লোকপঞ্চকং পঠতে সঞ্চিন্তয়তি অর্থবোধং করোতীত্যর্থঃ তস্য মানবস্য আশু শীঘ্রং

বঙ্গানুবাদ।

অভ্যাস কর, বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিও না, সংসারের সমস্ত বিষয়েই উদাসীনতা শিক্ষা কর, এবং লোকের প্রতি দয়াবিষয়ে নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ কর, এইরূপ হইলে সংসারে ক্লেশ পাইতে হয় না ॥ ৪ ॥

নির্জ্জনপ্রদেশে সুখে বাস কর, ঈশ্বরে মনঃসংযোগ কর, পূর্ণব্রহ্মের বিচার কর, এই জগৎ ঈশ্বরকর্তৃক ব্যাপ্ত এইরূপ দর্শন কর, জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসকলকে নাশ কর, ভবিষ্যৎ কর্ম্মেও লিপ্ত হইও না, স্থির ভাবে এই জগতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ কর, তাহার পর পরমব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি কর ॥ ৫ ॥

তস্যাশু সংসৃতি-দবানলতীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং সাধনপঞ্চকং সম্পূর্ণম্

সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ সংসাররূপদাবাগ্নিজনিতভয়ানকতাপঃ চিতিপ্রসাদাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানবলাৎ প্রশান্তিং প্রশমনং উপযাতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে মনুষ্য প্রতিদিন এই শ্লোক পাঁচটি পাঠ করিবে ও ইহার অর্থ চিন্তন করিবে, শীঘ্রই তাহার আত্মতত্ত্ববিষয় জ্ঞানবলে সংসাররূপ দাবাগ্নিজনিত তাপ প্রশমিত হইবে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথ ভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদশ্চ।

আত্মতত্ত্বোপদেশঃ।

গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥ ১ ॥

গুরুরিতি। গুরুঃ হিতোপদেশকঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা, মুমুক্ষুভিঃ মুক্তিপ্রার্থিভিঃ সেব্যঃ বন্দ্যঃ বন্দনীয়ঃ, কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা অয়ং গুরোর্বন্দনাদিঃ উদ্বেজনায় নৈব মন্যতে ইতি শেষঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মা মুক্তিপ্রার্থিগণের সেবনীয় ও বন্দনীয়, কৃতজ্ঞ আত্মতত্ত্বজ্ঞানশীল ব্যক্তিগণ গুরুর সেবা ও বন্দনাদিকে উদ্বেগের কারণ বলিয়া মনে করে না অর্থাৎ গুরুর উপাসনাদি করিলে কোনরূপ উদ্বেগ জন্মায় না ॥ ১ ॥

যাবদায়ুস্ত্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥
ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥ ৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ সারতত্ত্বোপদেশঃ সম্পূর্ণঃ ॥

যাবদিতি। যাবৎ যৎকালপর্য্যন্তং আয়ুঃ জীবনকালঃ বর্ত্ততে তাবদিতি শেষঃ মনসা কর্ম্মণা পূজাদিকর্ম্মণা বাচা স্তবাদিপাঠেন বেদান্তঃ, গুরুঃ (হিতোপদেশকঃ), ঈশ্বরঃ এতত্ত্রিতয়ং বন্দ্যঃ বন্দনীয়ঃ। শ্রুতিরেব শ্রুতিশাস্ত্রমপীত্যর্থঃ বন্দ্যা ইতি শেষঃ এষ নিশ্চয়ঃ স্থিরসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভাবেতি। সদা সর্ব্বদা ভাবাদ্বৈতং কুর্য্যাৎ অদ্বৈতভাবং অবলম্বেত, কর্হিচিৎ কদাচিদপি ক্রিয়াদ্বৈতং ক্রিয়াসু অদ্বৈতং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ত্রিষু লোকেষু স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাললোকেষু অদ্বৈতং অদ্বৈতভাবং কুর্য্যাদিতি শেষঃ। গুরুণা সহ অদ্বৈতং ন কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন জীবগণের গুরু, বেদান্তশাস্ত্র, ঈশ্বর এই তিন পদার্থের বন্দনাদি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য শ্রুতিশাস্ত্রও জীবের বন্দনীয়। ইহাই পণ্ডিতগণের স্থিরনিশ্চয় জানিবে ॥ ২ ॥

সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে কার্য্যসম্বন্ধে অদ্বৈতভাব কখনও করিবে না, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোকেই অদ্বৈতভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্য কদাচ অদ্বৈতভাব করিবে না, গুরুর সহিত অদ্বৈতভাব করিলে হিতোপদেশ-শ্রবণে বিশেষ ক্ষতি হয় ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীপতিনাথভট্টাচার্য্যবিরচিতা শাঙ্করী ব্যাখ্যা সম্পূর্ণা ॥